মনসা চরিত

স্বামী শংকর

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৭

...ণি মহারাজ কর্তৃক ৮৮ বিবেকানন্দ রোড, কলিকা...
...কাশিত ও 'ডায়মণ্ড ...টিং হাউস' ৭৯এ, দুর্গাচরণ মিত্র ...
হইতে শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা

পাঃ

১

পূর্বাভাস

২

দেবী মনসা

৩

চন্দ্রধর

৪

বেহুলা লখাই

৫

লখাইর ছয় ভ্রাতার মমি

৬

গঙ্গা গৌরী ও চণ্ডিকা

৭

শিব

৮

সপ্তমুখ জীব

প্রথম পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

শব্দকোষ

বিজ্ঞপ্তি

মনসা চরিত প্রকাশিত হইল। ভূমিকাতে কতকগুলি অপ্রিয় সত্য-কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন সম্বন্ধে।

মূল গ্রন্থে, মনসা, চন্দ্রধর, বেহুলা ও লখাইর চরিত্র বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

বেদে যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল তাহার আরও প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক যজ্ঞে ইন্দ্রের মূর্তি ব্যবহৃত হইত—ইন্দ্রের মূর্তি লইয়া যুদ্ধে যাওয়া ও ফসল কাটিতে যাওয়ার সন্ধান ঋগ্বেদের সূক্ত সমূহ হইতে জানিতে পারা যায়। পরবর্তী ভারতে আলেকজেন্দার-বিজয়ী পুরুর বাহিনীর সহিত তাহাদের দেবতার গমনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রথা ইহুদীগণের ভিতরেও লক্ষিত হইত।

পরিশিষ্টে শ্রীহট্টের কথ্য ভাষার নমুনা, বিশেষ্য, সর্বনাম ও ধাতুর রূপ প্রদর্শিত হইল।

সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব কি করিয়া হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ এক নূতন ও অভিনব মতবাদের প্রবর্তনের প্রয়াসী হইয়াছি।

তদ্ব্যতীত মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ও দুরূহ শব্দ-রাশির একটি নির্ঘণ্টও সংযোজিত করা হইয়াছে। একটি শুদ্ধিপত্রও ইহাতে সংযোজিত হইল।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি নানাভাবে আমার বন্ধুগণের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সপ্ততীর্থ শ্রীযুক্ত সুখময় শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার দাস, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অশোকবিজয় রাহা মহাশয়গণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভুলভ্রান্তি যাহাতে না থাকে তদ্বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের ইচ্ছামত কোনও কোনও স্থানে পরিবর্তনও করিয়াছি। আমি তাহাদিগের নিকট এবং অপর যাহারা আমাকে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বহুশাস্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী মহাশয় ধম্মপদ হইতে মৃত্যু শব্দের প্রাকৃত রূপ "মচ্যুর" সন্ধান দিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

মূল কথা, ভারতের বৈদিক ও অবৈদিক সমাজে যে ভাবগত কোনও পার্থক্য ছিল না তাহাই এই গ্রন্থের আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। ভারতে "বৈদিক সংস্কৃতি" নামক অভিধান বৈদেশিক আমদানী। ভারতের "সনাতন সংস্কৃতি ও ধর্মে" অসংখ্য আচারের "বেদাচার" একটী অঙ্গ মাত্র। ইহা সমস্ত সংস্কৃতির দ্যোতক নহে। সুতরাং Vedic Society, Vedic Culture অসংলগ্ন বাক্য সমষ্টি মাত্র।

গ্রন্থখানি ভারতীয় সংস্কৃতির সার্বভৌমত্ব সামান্য মাত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেও সফলকাম মনে করিব।

দেবীপক্ষ
১৩ই আশ্বিন,
১৮৭১ শকাব্দা।

স্বামী শংকরানন্দ

ভূমিকা

বঙ্গদেশে মনসা-মঙ্গল কাব্যের বিশদ আলোচনার ফলে লৌকিক দেবী মনসা সম্বন্ধেও আলোচনা বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে লক্ষিত হইতেছে। যাহারা মনসা-মঙ্গল কাব্যসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের মনে ধারণা ছিল না যে তাহাদের রচিত মনসা-চরিত কথা বৈদিক কি অবৈদিক। কিন্তু যাহারা এইসকল কাব্যের সমালোচনা করিতে বসিলেন তাহারা মনসা চরিত কথা অবৈদিক বলিয়াই গ্রহণ করিলেন।

বর্তমান লেখকই প্রথম প্রদর্শন করেন যে, মনসা তথা সর্পোপাসনা বৈদিক এবং ঋগ্বেদে দুই সর্প-দেবতার কথা উল্লিখিত আছে। একজন মেঘের দেবতা অহি[১], আর একজন অগ্নির দেবতা হিরণ্যকেশ অহি।[২]

সুতরাং সর্পোপাসনা সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচলিত হইতে চলিয়াছে। যেমন:

১। যাহারা মনে করেন সর্পোপাসনা অবৈদিক।

(১) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

(২) ডাঃ তমোনাশ দাশগুপ্ত।[৩]

১। অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ॥ ঋ ১।৩২।২

২। হিরণ্যকেশো রজসো বিসারেহহির্ধুনির্বাত ইব ধ্রজীমান্।
শুচি ভ্রাজা উষসো নবেদা যশস্বতীরপাস্যুবো ন সত্যাঃ॥ ঋ ১।৭৯।১

৩। পদ্মাপুরাণ, নারায়ণ দেব।

(৩) ডাঃ সুকুমার সেন।[৪]

(৪) শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এম্-এ[৫] প্রভৃতি।

২। যাহারা মনে করেন সর্পোপাসনা বৈদিক।

(১) স্বামী শংকরানন্দ (লেখক)।[৬]

(২) ডাঃ সুকুমার সেন।[৭]

সর্পোপাসনা অবৈদিক সুতরাং অনার্য বলিয়া যাহারা মনে করেন, তাহাদের কথা সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং তাহাদের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক। এখানে শুধু সর্পোপাসনা বা দেবী মনসার পূত উপাসনা যে বেদবিহিত ও আর্যসমাজে তাহার প্রচলন ছিল সেই মতবাদই আলোচিত হইল।

আর্যদেবী মনসা

সর্পমাতা মনসা আর্যদেবী এবং তিনি অবৈদিক দেবতা নহেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র "বিশ্ববাণীতে"। মদীয় প্রবন্ধটির নাম ছিল "বাঙ্গালার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব"। তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছিল,—"বৈদিক সমাজেও যে সর্পোপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারা যায়"। উক্ত প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

১। ইন্দ্রের শত্রু অহি[৮]। এই অহি মেঘস্বরূপ। ঋগ্বেদে মেঘকে

৪। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

৫। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

৬। বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব। বিশ্ববাণী—বৈশাখ, ১৩৫৬; ১৪শ বর্ষ।

৭। মনসা বিজয়।

৮। ঋ ১।৩২।২

একটি বিরাট সর্প বলা হইয়াছে। ইহা অন্তরীক্ষে বাস করে। আকাশ সমুদ্র বা ক্ষীরোদ সাগর হইতে যে জলরাশি অবিরত ক্ষরিত হইতেছে, তাহা এই অহি পান করিয়া ফেলে তাই বেদে ইহাকে পিপ্রু, শুষ্ণ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্রের বজ্র ইহাকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে, ইহার শরীরে অবরুদ্ধ জলরাশি ধরাতে পতিত হইতে থাকে, ইহাই বৃষ্টি। এই অহি মায়াবী। কারণ বারবার ইহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেও ইহার আবার আবির্ভাব হইয়া থাকে। মিশরে ইহা Apep।

২। হিরণ্যকেশ অহি[১]—ঋগ্বেদে হিরণ্যকেশ এক অহির সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার সোণার চুল। ইহা জ্যোতি বিকীরণ করে। এই অহি অগ্নি। মিশরে ইহা Fiery Asp।

৩। আদিত্যের শক্তি সোম—সোম বা জল আদিত্যে অবস্থান করে। তাই বলা হয় "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ"। এই সোমকে বেদে নারীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। তাই বলা হয় "সোমো গৌরী"[২] "সোমঃ সূর্য্যস্য দুহিতা"[৩] ইত্যাদি।

৪। পন্নগী ও বিষ্ণু—রঘুনন্দনধৃত মনসা ধ্যানে আছে :

"পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী।"

অর্থাৎ "ভগবান বিষ্ণু দেবগণসহ নিদ্রিত হইলে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পন্নগী জাগরিতা হন।"

১। ঋ ১।৭৯।১

২। সোমো গৌরী ; ঋ ৯।১২।৩

৩। সোমাঃ সূর্যস্য দুহিতা ; ঋ ৯।১।৬

দেবগণসহ বিষ্ণুর নিদ্রা আবার কি? ভগবান কি সাধারণ মানবের ন্যায় ক্ষুধানিদ্রার বশীভূত? তাহা হইলে তো তিনি মানবের মতই হইয়া গেলেন, তাঁহার দেবত্ব কোথায় রহিল? আমরা আরও দেখিতে পাই প্রাকৃত মানবের ন্যায় ইহার পার্শ্বপরিবর্তন এবং জাগরণও হইতেছে।

আমার মনে হয় বিষ্ণুর এই নিদ্রা, পার্শ্বপরিবর্তন ও উত্থানের ধারণা আসিয়াছে বৃষ্টির বা বর্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণের ফলে। আষাঢ় মাসে আকাশে ঘনঘটা। সূর্য দেখাই যায় না। তাই আদিত্য বা বিষ্ণু নিদ্রিত। তাঁহার নিদ্রার সময় জাগিয়া আছে মেঘ। তাই বিষ্ণুর নিদ্রার সময় জাগরিতা পন্নগী মেঘ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সুতরাং এই পন্নগীই যে বেদের মেঘদেবতা সোমের রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই।

তাহা হইলে রঘুনন্দনধৃত মনসাধ্যানে যে পন্নগীর সন্ধান পাওয়া যায় তিনি মেঘ বা বৃষ্টি। সুতরাং মেঘের বা জলের দেবী পন্নগী বা মনসাকে বৈদিক অহি অথবা সোমের সহিত এক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে সর্পদেবী মনসা অনার্য এমন কি অবৈদিক দেবতাও নহেন।

হস্তী আরোহিণী মনসা—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে যে মনসার ধ্যান রহিয়াছে, তাহাতে দেবীকে "নাগেন্দ্রবাহিনী" বলা হইয়াছে। নাগ শব্দে—সর্প, হস্তী ও প্রস্রবণ (কাশ্মীর) বুঝায়। দেবী মনসা সর্পদেবী বলিয়া নাগ শব্দ দ্বারা এতকাল সর্পই বুঝাইত। কিন্তু "বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য এম-এ মহাশয় একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন: "এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আদর্শে গঠিত মনসামূর্তিও বাংলা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে হস্তীর উপর আসীনা এক মনসামূর্তি

উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটি আসাম হইতে প্রাপ্ত।[১] সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্লোক,

সর্ববিদ্যাপ্রদাং শান্তাং সর্ববিদ্যা বিশারদাং।
নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবীং ভজে নাগেশ্বরীং পরাং॥

এইস্থানে পূর্ণমাত্রায় খাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য মহাশয় ইহার কোনও ঠিকানা দেন নাই। পরে অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এই সংবাদটি আছে নলিনীকান্ত ভট্টাশালী মহাশয়ের "Iconography of the Buddhist and Brahminical Sculptures in the Dacca Museum. p. 220. Footnote Pl. LXXIII., গ্রন্থখানিতে। ভট্টাশালী মহাশয় এই মূর্তিটি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

"The novel and the unsettled state of the literature of Manasa is illustrated by an image of the goddess from a tea estate near Silghat, Assam. In the above dhyana, the vehicle of the goddess is denoted by the term nagendra. Ordinarily it would mean a huge snake. But, naga also means an elephant, and in the image of Manasa from Assam, we find an elephant depicted as the vehicle of "the Goddess."

১। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস (১৩৪৬) পৃঃ ২২১। বিশ্বভারতীর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল, এম্, এ মহাশয়ের অনুরোধে যখন দেবী মনসা ও তাহার উপাসনা সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা পদ্ধতি তাঁহার নিকট বিশ্লেষণ করি সেই সময়ে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যগুলি একসঙ্গে আলোচনা করি। তাহার ফলে শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বর্ণিত সংবাদটি জানিতে পারি।

দেবীর গজ বাহন হইতেও প্রমাণ হয় যে দেবী মনসা জলেরই বা বৃষ্টির দেবী। কারণ হস্তী দিগ্‌গজরূপে জলবর্ষণকারী। হস্তী মেঘেরও নাম। সুতরাং গজারোহিণী দেবী যে বৈদিক সোম এবং অহিরই এক নবরূপ তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।[১]

বেদপক্ষে সর্পদেবী মনসার কাহিনীর ব্যাখ্যা আমার পক্ষে নূতন নহে। কারণ সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি ব্যাখ্যা করিবার কালে আমি সর্পকে বৈদিক অহির সহিত একীভূত বলিয়া প্রমাণ করি।[২] আর বৈদিক সাহিত্যের সহায়ে লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা প্রণালী প্রথম প্রবর্তন করেন বর্তমান লেখকই।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রথমে মনসাকে অবৈদিক দেবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, পরে তিনি মত পরিবর্তন করিয়া আমার মতানুবর্তী হন এবং মনসা যে বৈদিক দেবী তাহা তিনি তৎসম্পাদিত মনসা বিজয়ের ভূমিকা, নোট ও glossaryতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই নব মতবাদের জনক, মল্লিখিত "বাঙ্গালা লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব"[৩] প্রবন্ধের একখানি reprint। তাহা আমি শ্রীসেনকে উপহার দেই এবং তিনি আমাব সম্মুখেই সমস্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন যে প্রথমে মনসাকে অবৈদিক দেবী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার নজির রহিয়াছে, "বাংলা সাহিত্যের কথা" ও

১। মল্লিখিত "বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব", বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৫৬, ১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

২। Swami Sankarananda : Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus vol I (1st. 1943 & 2nd. 1946 editions).

৩। স্বামী শংকরানন্দ : op cit.

"বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।" তাঁহার বাংলা সাহিত্যের কথা ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত সেন অতি সামান্য ভাবে মনসা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাতে তিনি মনসাকে পৌরাণিক ও লৌকিক দেবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যথা—

"বাংলাদেশে সর্পদেবতা মনসাদেবীর পূজা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে মনসা পূজার সমাদর নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই বেশী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে উচ্চবর্ণের লোকেরা মনসাদেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিয়া মনে হয় না।"[১]

"মনসামঙ্গলে পাঁচালী কাব্যের পৌরাণিক ও অপৌরাণিক দুই ধারার মিল হইয়াছে। মনসা পৌরাণিক দেবতা নহেন, কিন্তু তাঁহার পৌরাণিক মূর্তি জরৎকারু ও পুত্র আস্তিকের কাহিনী মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। আবার হরিবংশ বিষ্ণু পুরাণের উষা অনিরুদ্ধ কাহিনীও মনসা মঙ্গলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মনসা নাম মহাভারতে ও প্রাচীন পুরাণে নাই, তবুও ইহা অর্বাচীন নাম নহে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়া ভাষার 'মন্‌চা আম্মা' বা 'মনে মাঞ্চী' হইতে মনসা মা উৎপন্ন হয় নাই। মনসা হইতেই মন্‌চা আসিয়াছে। মনসা নামটী সিদ্ধ করিবার জন্য পাণিনিকে একটি বিশেষ সূত্র করিতে হইয়াছে, "মনসো নাম্নি"। পাণিনি হইতে চান্দ্র ব্যাকরণে গৃহীত এই সূত্রের উদাহরণ দিয়াছেন ধর্মদাস তাহার বৃত্তিতে "মনসাদেবী"। নামটীর মূলে হয়ত কোন সমধ্বনি অনার্য শব্দ ছিল।"[২]

পাণিনি ধৃত "মনসো সংজ্ঞায়াম্‌" এর মনসার সহিত সর্পদেবী মনসার সম্বন্ধ কোথায়। আমার তো মনে হয় "মন্‌চা" হইতেই মনসা ব্যুৎপন্ন

১। ব্যংলা সাহিত্যের কথা (১৯৪৫ ৪র্থ সংস্করণ)

২। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড ১ম সংস্করণ—১৯৪৮)

হইয়াছে। মন্‌চা শব্দকে সংস্কৃত করিয়া অতি সহজেই মনসাতে পরিণত করা যায়। বিশেষতঃ 'মন্‌চা' শব্দটি সংস্কৃত ধাতু "মন্‌চ পূজায়াং" হইতেও ব্যুৎপন্ন করা সম্ভব। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে "মন্‌চা অম্মা" বাক্যের অর্থ হইবে "পূজ্যা বা পূজনীয়া মাতা"। সুতরাং আমার তো মনে হয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অনুমানই সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী।[১]

শ্রীযুক্ত সেন ব্যাখ্যাত পৌরাণিক ও লৌকিক দেবী, যিনি সমধ্বনি অনার্য শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন মনসা নামে পরিচিতা ছিলেন, তিনি হঠাৎ "মনসা বিজয়ে" বৈদিক দেবীতে রূপান্তরিত হইলেন! শ্রীসেন লিখিয়াছেন —"The most ancient strand in the texture of the Manasa story point unerringly to the vedic mythology and later vedic esoteric practice."[2] সুতরাং মল্লিখিত প্রবন্ধ যে শ্রীসেনের ভাববিপর্যয় ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীসেনের সমগ্র গ্রন্থের ভিতর কোথাও এতৎ সম্বন্ধে ঋণ স্বীকার নাই।

সুতরাং তাহার গ্রন্থ পাঠে পাঠক সহজেই মনে করিবেন যে শ্রীসেনের উক্ত মতবাদ তাহার নিজস্ব। অবশ্য একই সিদ্ধান্তে দুইজন লোক বিভিন্ন পথ দিয়া উপনীত হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্থানে একই মতবাদের পৌর্বাপর্য রহিয়াছে। আমার লেখাটী, শ্রীসেনের গ্রন্থ প্রকাশের দুই বৎসর পূর্ব প্রকাশিত এবং শ্রীসেন আমার মতবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন দেশিকোত্তম: বাংলার মনসা পূজা, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯, পৃঃ ৩৯১।

2. Dr. S. K. Sen ; Manasabijay ; introduction. p. xxix.

এতৎসত্ত্বেও শ্রীসেন দাবী করিতে পারিতেন যে সমস্ত ভাবটী তাহার নিজস্ব, যদি তাহার বেদ সম্বন্ধীয় আলোচনা দোষযুক্ত না হইত এবং সিদ্ধান্ত স্থাপনের অনুকূল বৈদিক সূক্তের সন্ধান তিনি দিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার বেদ সম্বন্ধীয় আলোচনা নির্ভুল নহে এবং মল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে যে সকল বিষয় বা ভাব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কীয় বৈদিক সূক্তের সন্ধান তিনি দিতে পারেন নাই। সুতরাং স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে সিদ্ধান্তগুলি তিনি আমার লেখা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তিনি ঐ সকল সিদ্ধান্তের অনুকূল বৈদিক সূক্তের সন্ধান পান নাই।

শ্রীসেন আমার প্রবন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

১। The cult of running water (apas) has points of contact with the cult of Soma. Soma is the lord of the flowing streams. p. xxxvii

২। The association of Serpent (vedic Ahi, post vedic Naga) with the cloud (and water) made the transition easy (Addenda. p. xliii.).

"The snake here behaves like a cloud" Notes, p. 304. VI. 15. 1-2.

৩। There are however iconographic representations of the goddess of the serpents riding on elephant. p. XLI.

এই তিনটী সিদ্ধান্তের অনুকূলে বৈদিক অবৈদিক কোনও প্রকার প্রমাণ উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং এই সকল সিদ্ধান্ত যে মল্লিখিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত, শ্রীসেন যে সকল বৈদিক বিষয় নিয়া আলোচনা

করিয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

গ্রন্থ সম্পাদন সম্বন্ধেও তিনি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ উপেক্ষা করিয়া যে তিনি নিজের মতানুসারে শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত মনসা বিজয়ের হস্তলিখিত পুঁথির (বিশ্বভারতীর) উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

ক	খ
খর্ব স্থল কলেবর গজেন্দ্র বদন।	খর্ব স্থুল কলেবর গজেন্দ্র বদন।
লম্বোদর সুন্দর মুসক বাহন ॥	লম্বোদর সুন্দর মুষকবাহন ॥
ত্রিনয়ন চতুভূজ সেবক বৎসল।	ত্রিনয়ন চতুর্ভূজ সেবক বৎসল।
কুন্দ ইন্দুরুচি একদসন উর্জল ॥	কুন্দ-ইন্দুরুচি একদশন উজ্জ্বল ॥
সৈলসুতাসুত গণপতিমহং বন্দে।	শৈলসুতাসুত গণপতিমহংবন্দে।
সর্বকায্য সিদ্ধির্বর প্রণমহানন্দে ॥	সর্বকার্য সিদ্ধিবরপ্রদ মহানন্দে ॥
দন্তকুম্ভ গণ্ডখণ্ড মদাবিগলন্ত।	দন্তকুম্ভ গণ্ডমুণ্ড মদ বিগলন্ত।
ভ্রমর নিকরবর লুব্দ পুষ্পবন্ত ॥	ভ্রমরানিকরবর লুব্ধ-পুষ্পবন্ত ॥
মদে মর্ত্ত মহে অঙ্গ মদে মত্তবান্।	মদে মত্ত হেম-অঙ্গ মদে মত্তবান।
শ্রুতিমূলে নিবারণ সুললিত গান।	শ্রুতিমূলে নিবারণ সুললিত গান ॥
দন্তাঘাতে বিদারয়ে প্রবল দুরন্তে।	দন্তাঘাতে বিদারয়ে প্রবল দুরন্ত।
রুধিরে সুরঙ্গ অঙ্গ সিন্দুরে শোভন্ত ॥	রুধিরে সুরঙ্গ অঙ্গ সিন্দুরে শোভন্ত ॥
গ্রেবেন্দক দির্ব্বজ্যোতি গজমুকুতার হার।	গ্রীবেন্দক দিব্যজ্যোতি গজমুকুতার হার।
রাতুল আচলে জেন বিজুলী ঝঙ্কার ॥	রাতুল আচলে যেনবিজুলী সঞ্চার ॥
বেদেন্ত করেন তির্থ সর্বসিদ্দি অন্ত।	বেদেন্ত করেন তীর্থ সর্বসিদ্ধি অন্ত।

বিঘ্নবিনাসন হেতু ত্রৈলক্ষ্য ভজন্ত ॥	বিঘ্নবিনাশন হেতু ত্রৈলোক্য ভজন্ত ॥
গানে বিপ্রদাস ভক্তি ভজন্ত	গানে বিপ্রদাস ভক্তি ভজন্তি
হিরম্বে ॥	হেরম্বে।
বিঘ্ননাস কর দেব সঙ্গিত আরম্ভে ॥[১]	বিঘনাশ কর দেব সঙ্গীত-আরম্ভে ॥[২]

পাঠান্তর

স্থল—স্থূল	গ্রেবেন্দক—গ্রীবেন্দক
মূসক—মূষক	দির্ব্ব—দিব্য
চতুভূজ—চতুর্ভূজ	ভির্ষ—ভীম
একদসন—একদশন	সিদ্ধি—সিদ্ধ
সৈলসুতাসুত—শৈলসুতাসুত	বিঘ্নবিনাসন—বিঘ্নবিনাশন
গণ্ডখণ্ড—গণ্ডমুণ্ড	ত্রৈলক্ষ—ত্রৈলোক্য
মর্ত্ত—মত্ত	হিরম্বে—হেরম্বে
মহে—হেম	বিঘ্ননাস—বিঘ্ননাশ
দুরন্তে—দুরন্ত	

এক পর্য্যায়ের ভিতর ১৭টি শব্দের বিভিন্নতা রহিয়াছে। অথচ যে স্থানে পাঠান্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে সেইস্থানে ইহাদের একটিও প্রদর্শিত হয় নাই। কারণ কি? শুধু যে বানান পরিবর্তন তাহা নহে; শব্দ পরিবর্তনও আছে। যেমন গণ্ডখণ্ড—গণ্ডমুণ্ড, মুণ্ড যোগ করিবার হেতু কি? ইহাতে তো অর্থের সুগম হয় নাই। বরং গণ্ডখণ্ডই তো ভাল ছিল।

১। মনসা বিজয় বিশ্বভারতীর পুঁথি। শ্রীসেনের গ্রন্থ সম্পাদনার নমুনা স্বরূপ ইহা উদ্ধৃত হইল। সমস্ত গ্রন্থই এইভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

২। মনসা বিজয়, ১।১; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও মুদ্রিত।

মহে অঙ্গ—হেম অঙ্গ। মহে অঙ্গকে হেম অঙ্গ করিবার কারণ কি? মহে শব্দটিই তো ঠিক ব্যবহার। ইহা মোহে শব্দের ভুল বানান "মদে মত্ত হইয়া মোহ প্রাপ্ত দেহ।" ইহাকে হেম করিবার সার্থকতা কোথায়? আর গণেশের শরীর তো হেম বর্ণ নহে, তাহা তো সিন্দুর বর্ণ!

তার উপর "স" কে পরিবর্তিত করিয়া 'শ' ও 'ষ' সন্নিবেশিত করার ফলে শ্রীসেনের সম্পাদিত মনসা বিজয় অতি আধুনিক ভাষায় লেখা এক গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ বা কেতকাদাসের মনসা মঙ্গলের ন্যায় বিপ্রদাসের মনসা বিজয় পুরাণ জাতীয় গ্রন্থ নহে। ইহা কথকতার গ্রন্থ। সেইজন্য ইহা পালাতে বিভক্ত। কথক ঠাকুরেরা লোক মনোরঞ্জনের জন্য বহু অবান্তর কথাও বলিয়া থাকেন আবার বহু আবশ্যকীয় কথাও বাদ দিয়া থাকেন। মনসা বিজয়ে তাহাই ঘটিয়াছে। লোক মনোরঞ্জনের জন্য হাসান হোসেন পালাটী অতি মাত্রায় দীর্ঘ হইয়াছে এবং তাহা ফারসী ও আরবী শব্দে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং প্রামাণ্য হিসাবে অপর দুইখানি গ্রন্থ হইতে "মনসা বিজয়" নিকৃষ্ট। অবশ্য বহু নূতন কথা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মূল্য এত সামান্য যে তাহাতে মূল গ্রন্থের কোনও ইতর বিশেষ হয় নাই।

* * *

শ্রীসেন "নাথ সাহিত্য" হইতে মনসা, নেতা ও বিষহরির সন্ধান আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। এই সম্পর্কে তিনি গোরখবাণী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার মত সমর্থনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

নাথ সাহিত্যে মনসা, নেতা ও বিষহর

শ্রীসেন "নাথ সাহিত্যে" মনসা দেবী ও তদীয় সঙ্গিনী নেতা এমন কি সর্পগণেরও সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন। তিনি বলেন, "Manasa's water sport in Kalidaha and her residence on Sijuya are implied in the following: Manasavijaya. p. vii.

মানসরোবর মনসা ঝুলংতী আবৈ
গগনমণ্ডল মঠ মাণ্ডৈ রে। ঠেক ॥ গোরখবাণী ১০৫ পৃঃ

এই কবিতা হইতে আমরা পাই, যে মনসা মানস সরোবরে আসিয়া ঝুলিতেছেন। অবশ্য শ্রীসেনের অনুবাদ ঝুলন—sport। কিন্তু সরোবরে ঝুলন, ইহা আশ্চর্য বটে!

সরোবরে কেহ যদি ঝুলিতে চায় তাহা হইলে সে ঝুলুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সর্পদেবী মনসা যে ঝুলিবেন তাহাতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। কারণ 'মনসা' শব্দটী সংজ্ঞার্থ মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি তার জন্য একটী সূত্র করিয়াছেন "মনসো সংজ্ঞায়াম্"। সর্পদেবী বা সর্পমাতা জরৎকারু সম্বন্ধে যে কাহিনী পুরাণে রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার মনসা নামের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সর্পমাতা মনসা যিনি কালিদহে বাস করিতেন, ঐ নামে তিনি নিশ্চয়ই পাণিনি বা গোরখনাথের নিকট পরিচিতা ছিলেন না। সুতরাং 'মনসা' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি মোহন সেন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অর্থাৎ "মনসা" শব্দটী কানাড়ী ভাষার "মন্‌চা" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। "মন্‌চ" সংস্কৃত ধাতু ইহার অর্থ পূজা করা, শ্রদ্ধা

করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মন্‌চা শব্দকে সস্কৃত করিয়া মনসাতে রূপান্তরিত করা খুব কঠিন নহে। সুতরাং মন্‌চা হইতে পরিবর্তিত মনসা শব্দের ও তাহার অধিকারিণী দেবীর সহিত উদ্ধৃত গোরখবাণীর শ্লোকের "মনসার" কোনও সম্বন্ধ নাই।

গোরখবাণীর যে স্থান হইতে উপরোক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পরবর্তী শ্লোকের ধূয়ার দ্বিতীয় পদমাত্র। সম্পূর্ণ পদটী এই ;

মাংহরা রে বৈরাগী জোগী, অহনিসি ভোগী জোগণি সংগ ন ছাড়ৈ। মান সরোবর মনসা ঝুলংতী আবৈ, গগণমংডল মঠ মাংডৈরে। ঠেক।[৩] ইহার আপাতপ্রতীয়মান অর্থ—'রে আমার বৈরাগী যোগী (মন) (তুমি) রাত দিন ভোগেই মগ্ন রহিলে, কখনও যোগিণীর সংগ ছাড়িলে না। মানস সরোবরে (মনে) মনসা (ইচ্ছা) আসিয়া ঝুলন খেলা খেলিতেছে (আনন্দে) আর আকাশে (সহস্রারে) মঠ বা ঘর করিয়া বসিয়াছে।

মনসা যে কে তাহা পরবর্তী অপর শ্লোকে আছে। এবং তৎসঙ্গে যোগিণীর সহিত সাধকের নিরন্তর অবস্থানের ব্যাখ্যাও আছে। আর তাহাও আছে ভারি সুন্দর প্রশ্নোত্তর রূপেঃ। যেমন :—

প্রশ্ন—

কৌংণ অস্থাংনিকি তোরা সাস্ নৈং সুসরা,
কৌংণ অস্থাংন ক তোরা বাসা।
কৌংণ অস্থাংন-ক তু নৈ জোগণি ভেটী, কহাঁ মিল্যা ঘর বাসা ॥১॥

৩। বাংলা গানেতে ধূয়া বলিতে যাহা বুঝায় গোরখবাণীতে ব্যবহৃত "ঠেক"ও তাহাই।

উত্তর—

নাভ অস্থা ন-ক মোরা সাসু নৈঁ সুসরা, ব্রহ্ম অস্থান-ক মোরা বাসা।৩
ইলা প্যংগুলা জোগন ভেঁটী সুষমণ মিল্যা ঘর বাসা।২॥

গোরখবানী পৃঃ ১০৫

"আমার শ্বশুর শাশুড়ী নাভিস্থান (মণিপুর)। আমার বাস হইতেছে ব্রহ্মস্থানে (ব্রহ্মরন্ধ্র—সহস্রার)। ইড়াপিঙ্গলা, অর্থাৎ প্রাণায়ামের দ্বারাই আমার যোগিণীর (কুলকুণ্ডলিনীর) সহিত মিলন হইয়াছে আর আমি সুষুম্নাতেই ঘর করিয়াছি।" "সুতরাং আমার বৈরাগী যোগী মন রাতদিন যোগিণীর সঙ্গে বাস করিয়া নিরন্তর ভোগে মগ্ন রহিয়াছে।" অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দে মগ্ন রহিয়াছে। এইস্থানে মনসা শব্দ তো দেবী বাচী নহে। ইহা মনোবাচী।

তারপর মনসার কথা আসিয়াছে—

গ্যানং গুরু দোউ তূবা অম্হারৈ, মনসা চেতনি ডাংডী।
উনমনী তাঁতি বাজন লাগী, যহি বিধি তৃষ্ণাং খাণ্ডি।৪॥

গোরখবাণী পৃঃ ১০৬

'জ্ঞান আর গুরু তবলা বায়া আর মনসা তাহা বাজাইবার কাঠি। উনমনী হইতেছে বায়া-তবলার ছানি। যখন তাহাতে বাজনা চলিতে থাকে তখন তৃষ্ণা, বা ভোগের ইচ্ছা চিরকালের জন্য খণ্ডিত হয় বা নাশ হইয়া যায়।' সুতরাং মানস সরোবরে যে মনসা ঝুলেন তিনি মনসা দেবী নহেন। তিনি "ইচ্ছা"। মানস সরোবর—চিত্ত। চিত্ত সমুদ্রে ইচ্ছা ঝুলেন বা অবস্থান করেন। এই চিত্তই আকাশ বা গগণ ইহাই চিদাকাশ। এই চিদাকাশেই ইচ্ছার মণ্ডপ বা ঘর। সুতরাং সর্প দেবী মনসার সন্ধান এইস্থানে কোথায়? অতএব কালিদহে

যিনি জলকেলি করিতেন সেই সর্প দেবী মনসার সহিত এই মনসার কোথাও সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই।

নেতা

নেতা সম্বন্ধে শ্রীসেন বলেন : "From some of the esoteric verses current among the Nath (or Gorakhiya) yogis of Western India (—manuscript evidence not later than the Sixteenth Century—) it appears that the story of Manasa and of Neto washing clothes at Triveni was familiar to them and they used it as allegorical representation of some yogic processes." Manasavijaya p. vii

শ্রীসেনের মনসা সম্বন্ধীয় উক্তির গতি আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই স্থানে তাঁহার নেতা সম্বন্ধীয় গবেষণা কতটা সত্যের নিকটবর্তী তাহা যাচাই করিয়া দেখা যাক্। গোরখবাণী হইতে শ্রীসেন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চন্দা গোটা খুটা করি লৈ সুরিজ করি লৈ পাটী
অহ নিসি ধোবী ধোবৈ ত্রিবেণীকো ঘাটী। গোরখবাণী ২।৫৪
পৃঃ ১৫১

আবার, চন্দা করিলে খুঁটা, সুরজি করিলৈ পাট।
নিত উঠ ধোবী ধোবৈ, ত্রিবেণীঁ কে ঘাট। ২।৫৯ পৃঃ ১৫৫

এই শ্লোক দুইটি হইতে ডাঃ সেন যে কি করিয়া বলিতে পারেন "the story of Manasa and of Neto washing clothes at

Triveni was familiar to them (yogis)."[1] তাহা অনুধাবন করা কঠিন।

কারণ ধোপার কাজ নেতাই করিতেন, সুতরাং মনসাকে ইহার ভিতর টানিবার কি কারণ থাকিতে পারে। তারপর এই ধোপানীর কাজ রাতদিন চলিত। তাহাতে কোনও বিরাম ছিল না। নেতা কি রাতদিন ত্রিবেণীর ঘাঠে ময়লা কাপড় পরিষ্কার করিতেন?

ধোবী ও ত্রিবেণী নাম দেখিয়াই ডাঃ সেন তাহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু গোরখবাণীতে যে এই শব্দ দুইটী কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবাব তাঁহার ধৈর্য ছিল না। এইস্থানে পরিষ্কার-করণ ব্যাপারেই ধোবীর সহিত জীবাত্মার সাদৃশ্য, অন্য কোথাও নহে। ধোবী যেমন পাটের উপর কাপড় আছ্‌ড়াইয়া তাহা পরিষ্কার করে, তেমনি পিঙ্গলা ও ইড়া বা শ্বাস ও প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর অজ্ঞান পরিষ্কার করিবার কথাই এই স্থানে আছে। মূলাধারকে যুক্ত ত্রিবেণী বলে, কারণ এইস্থানে ইড়া ও পিঙ্গলার সহিত সুষুম্নাবর্ত্ম যুক্ত হইয়াছে। এই ত্রিবেণীর ঘাটেই কুলকুণ্ডলিনীরূপে জীবাত্মা নিদ্রিত। তিনি নিদ্রিত থাকিয়া এই জগদ্রূপ স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন। ধোবী বা সাধক নিত্য প্রাণায়াম দ্বারা চন্দ্র (ইড়া) ও সূর্য (পিঙ্গলা) নাড়ীর সহায়ে জীবাত্মার কালিমা ধৌত করিতে থাকিলে যখন কালিমা সম্পূর্ণ ধৌত হইয়া যায় তখন সুষুম্না মুখ হইতে মলরাশি পরিষ্কার হওয়ার ফলে তাহা খুলিয়া যায় এবং চন্দ্র ও সূর্য নাড়ীসহ জীবাত্মা সুষুম্নাবর্ত্ম পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। সুতরাং নেতা বা মনসা ধোপানীর

1. Dr. S. K. Sen : Manasa Bijaya, introduction p. vii

সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্বন্ধ-বর্জিতভাবেই বস্ত্র পরিষ্করণের সহিত ধোবীর যে সম্বন্ধ তাহা এই যৌগিক প্রয়োগে আরোপিত হইয়াছে মাত্র।

অতএব ত্রিবেণীতে মনসা ও নেতার কাপড় কাচার কথা যে নাথ যোগিগণের জানা ছিল, তাহার কোনও ইঙ্গিত উদ্ধৃত পদ্যাংশদ্বয় হইতে পাওয়া যায় না।

বিষহর

নাথ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বিষহর বা সর্প সম্বন্ধীয় ধারণা যে মনসা কাহিনীর অংশবিশেষ শ্রীসেন তৎসম্বন্ধে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া বলেন: "What is more interesting is that to the Gorakhiya yogis the Manasa saga is older than the Ramayana, not to say of the Mahabharata, and in this reference to the Manasa saga they mean Cando's unequal conflict with the goddess of the snakes."[1]

তাঁহার উক্তি যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি গোরখ-বাণীর নিম্নলিখিত দোহাটির কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

সত জুগ মধে যুগ এক রচীলা। বিষহর এক নিপায়া।
গ্যানং বিহুণাং গণ গন্ধ্রপ অবধূ। সব হী ডসি ডসি খায়া। ১
ত্রেতাজুগ মধে জুগ দোই রচীলা। রাম রামাইণ কোহ্নাং।
নর বন্দর সব লড়ি লড়ি মূয়ে। তিন ভী গ্যানং ন চীহ্নাঁ। ২
দ্বাপর জুগ মধে জুগ তীনি রচিলৈ। বহু ডম্বর বহু ভাঁর।
কৈঁরোঁ পাণ্ডোঁ লড়ি লড়ি মূয়ে। নারদ কীয়া সংধারং। ৩

1. Dr. S. K. Sen: op. cit. p. vii.

২। গোরখ বাণী পৃঃ ১২৩।

কলি জুগ মধে যুগ চারি রচীলা। চুকিলা চার বিচারং।
ঘরি ঘরি দংদী ঘরি ঘরি বাদী। ঘরি ঘরি কথণ হারং। ৪
চৌহু জুগ মধে জুগ চারি থাপিলা। গ্যানং নিরালম্ব রহিয়া।
মছীন্দ্র প্রসাদৈ জতী গোরখ বোল্যা। কোঈ বিরলা পার উতরিয়া।৫[১]

গোরখবাণীর উদ্ধৃত অংশ হইতে দেবী মনসার সন্ধান যে কোথা হইতে পাওয়া গেল তাহা বুঝিতে পারা গেল না। কারণ এই গোটা শ্লোকটি যোগের এক বিশেষ সাধনবাচক। ইহাতে মনসার বা সর্প-দেবতার কথা মোটেই বলা হয় নাই। অথবা চাঁদের সহিত মনসার বিবাদের কথাও ইহাতে বলা হয় নাই।

প্রথম হইতে চতুর্থ শ্লোক পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা প্রাকৃত মানব সম্বন্ধে। যাহারা যোগের সাহায্যে সহস্রার-ক্ষরিত-অমৃত পান করিতে পারে নাই, তাহাদের যে কি দশা হইবে তাহাই গোরখনাথ হেয়ালীর ভাষায় বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "এই চারিযুগে জ্ঞান নিরালম্ব হইয়াই রহিলেন।" অর্থাৎ তিনি এমন মানব প্রাপ্ত হইলেন না যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু গুরু মৎসেন্দ্র প্রসাদে গোরখনাথ বলিতেছেন, যে এতৎসত্ত্বেও বিরল কেহ কেহ সুকৃতি বশে যোগ সাধনার দ্বারা সহস্রার ক্ষরিত অমৃত পানে তৃপ্ত হইয়া জন্ম মৃত্যুর পারে গমন করিতে পারিয়াছেন।

এখন শ্লোক-বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে :—

প্রথমেই গোরখনাথ বলিয়াছেন যে সত্যযুগের মধ্যে এক বিশেষ-কালে ভগবান এক বিষধর সৃষ্টি করিলেন। সেই বিষধর জ্ঞানবিহীন মানবগণকে দংশন করিয়া করিয়া মারিতে লাগিল।

১। গোরখবাণী; ৫।২৯

ইহা যোগ সাধনার রূপক বিশেষ। মানব শরীরে সহস্রার হইতে অবিরত অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। কিন্তু আত্মা নিদ্রিত। তাই সেই অমৃত অজ্ঞান বা মৃত্যুরূপী সর্প পান করিয়া মানবকে অবিরত মৃত্যুর রাজ্যে ঠেলিয়া দিতেছে। যাহারা যোগসাধনা জানে না এবং যাহারা সাধনার বলে সহস্রার ক্ষরিত অমৃতধারা পান করিতে পারে নাই, তাহারা যে মৃত্যুর কবলে পড়িয়া আছে, এই উক্তি তাহারই রূপক। কারণ যতদিন না সহস্রার ক্ষরিত অমৃত জীবাত্মা পান করিতে পাইতেছে, ততদিন এই সর্পই তাহা পান করিবে। ইহাই এই সর্পের দংশন। ইহাই মৃত্যু। ইহা জগৎ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাই বলা হইল, যে সত্যযুগেই ইহার সৃষ্টি।[১]

ইহার পূর্বের প্রসঙ্গে গোরখবাণীতে সহস্রার ক্ষরিত অমৃত সম্বন্ধে

১। এই বিষধর পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ী। ইহা সহস্রার ক্ষরিত সুধা পান করে বলিয়া মানব জরা মৃত্যুতে অভিভূত হয়। শিব সংহিতায় আছে—

ব্রহ্মাণ্ডসংজ্ঞকে দেহে যথাদেশং ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃংগে সুধারশ্মির্বহিরষ্টকলাযুতা ॥ ২।৬
বর্ততেঽহর্নিশং সোঽপি সুধাং বর্ষত্যধোমুখঃ।
ততোঽমৃতং দ্বিধাভূতং যাতি সূক্ষ্মং যথা চ বৈ ॥ ২।৭

এই সুধারস সূর্য গ্রাস করে। যথা—

পীযূষরশ্মিনির্যাসং ধাতুংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবং।
সমীরমণ্ডলে সূর্যো ভ্রমতে সর্ববিগ্রহে ॥ ২।১১

হঠযোগ প্রদীপিকায় আছে—

গোমাংসং ভক্ষয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্। গো—জিহ্বা।
কুলীনং তমহং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥ ৩।৪৬
যৎকিংচিৎস্রবতে চন্দ্রাদমৃতং দিব্যরূপিণঃ।
তৎসর্বং গ্রসতে সূর্যস্তেন পিংডো জরাযুতঃ ॥ ৩।৭৬

আলোচনা আছে। যাহাদের অমৃত ক্ষরণ হয় না, তাহাদের কি অবস্থা হইবে তাহা বিবৃত করিবার জন্যই উপরের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।

যে সর্প মানবকে দংশন করিয়া করিয়া নাশ করিয়া থাকে, তাহা হঠযোগে কথিত সূর্যনাড়ী। সহস্রার হইতে অবিরত অমৃত স্রাবিত হইতেছে। কিন্তু তাহার সমস্তই সূর্যনাড়ী পান করে। সেইজন্য মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু হঠযোগ সহায়ে জিহ্বা দ্বারা তালুমূল রূদ্ধ করিয়া যদি কেহ সেই সহস্রার ক্ষরিত অমৃত পান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার শরীরে জরা বা ক্ষয় দেখা দিবে না। কিন্তু এই প্রকার লোকের সংখ্যা খুব কম তাই সর্পরূপী পিঙ্গলা বা সূর্যনাড়ী মানবকে দংশন করিয়া তাহাকে সহস্রার-ক্ষরিত-অমৃত হইতে বঞ্চিত করে এবং মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। তাই বলা হয়—

যৎকিঞ্চিৎ স্রবতে চন্দ্রাদমৃতং দিব্যরূপিণঃ।
তৎসর্বং গ্রসতে সূর্যস্তেন পিণ্ডো জরাযুতঃ।হ.প্র. ৩।৭৬
পীযূষরশ্মি নির্যাসং ধাতুংশ্চ গ্রসতি ধ্রুবম্।
সমীরমণ্ডলে সূর্যো ভ্রমতি সর্ববিগ্রহে। শি.স. ২।১১

স্থূলজগতেও এই কল্পনা ছিল। কারণ বৈদিক সাহিত্যে কথিত আছে যে আকাশ বা ক্ষীরোদ সাগর হইতে যে জল অবিরত ক্ষরিত হইতেছে তাহা অন্তরীক্ষে অবস্থিত অহি বা সর্প পান করিয়া থাকে। ইন্দ্র সেই অহিকে হত্যা করেন, আর অহির শরীরে যে জলরাশি অবরুদ্ধ ছিল তাহা বৃষ্টির আকারে অমৃতের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া সমস্ত জীব জগতের প্রাণ স্বরূপ হইয়া থাকে। অহি ক্ষীরোদ সাগরের জল পান করিয়া থাকে বলিয়া তাহার নাম "পিপ্রু"। বেদের এই অহির সহিত যোগের পিঙ্গলা-সর্পের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং লৌকিক উক্তি

"যাহা আছে ভাণ্ডে (দেহে, microcosm) তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে" (macrocosm), দেহস্থিত সর্প ও বৈদিক মেঘরূপী অহির সম্পর্কেও তুল্যভাবে খাটে।

এই অহি মায়াবী। সুতরাং ইন্দ্র ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও আবার সে বাঁচিয়া উঠে। এই বৈদিক অহি-ই আবেস্তাতে 'অহিম্যান', এবং বাইবেলে 'শয়তান'।

বেদে যে দ্বৈতবাদের অঙ্কুর উদ্‌গত হইয়াছিল, যাহাতে ভালর স্রষ্টা ও মন্দের স্রষ্টা, দুই দেবতার কল্পনা ছিল, তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, পরে ভাল ও মন্দের স্রষ্টা এক ঈশ্বরের কল্পনার আবির্ভাব হয়। কিন্তু পারস্যে ও পারস্যের ভাবধারায় বর্ধিত ইহুদী সমাজে ও পরে খৃশ্চানীতে ভাল ও মন্দের স্রষ্টা দুই দেবতার কল্পনা থাকিয়াই যায়।

শ্রীসেন ব্যাখ্যাত গোরখবাণী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে সত্যযুগে যে বিষহর সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সর্প নহে। তাহা যোগোক্ত সুর্যনাড়ী। ইহা রূপক বিশেষ। সুতরাং এই বিষহর সর্পদেবী মনসা নহেন। কাজেই এই উদাহরণ সহায়ে মহাভারত ও রামায়ণের পূর্বেই যে সর্পদেবী মনসার উপাসনা প্রচলিত ছিল তাহা প্রমাণ হয় না। সুতরাং গোরখবাণীতে ব্যবহৃত বিষহর শব্দের সহিত দেবী মনসার নাম বিষহরি, বিষরী বা বিষধরীর কোনও সম্বন্ধ নাই।

* * *

যম যমী—The first beings created by God were a pair of birds, and they remind us of the first human couple Yama and Yami in vedic lore. (manakar and Durgavar : Manasavijaya, introduction, p. xxii)

কিন্তু বেদোক্ত যম ও যমী স্বামী স্ত্রী নহেন, ভ্রাতা ভগিনী।

ভগিনী ভ্রাতাকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিলেও ভ্রাতা তাহাতে রাজী হন নাই। সুতরাং যম যমী—"First human couple নহেন।

(ঋ ১০।১০)

* * *

ভাল ও মন্দ দেবতার মিশ্রণ—শ্রীসেনের মতে "that Manasa is a dual deity: the goddess of life, cure and prosperity, and the demoness of death, decay and misfortune". (6. The Myth, xxix)

কিন্তু মনসা সম্বন্ধে শ্রীসেনের এই মত যথার্থ নহে। কারণ দেবী মনসা অমঙ্গলের দেবতা নহেন। তিনি মঙ্গলময়ী। তিনি আপাত দৃষ্টিতে যে ক্ষতি করেন, তাহা পরিণামে সহস্র গুণে ফিরাইয়া দিবার জন্যই। সুতরাং তিনি 'death, decay and misfortune" এর দেবী নহেন।

* * *

শ্রীসেন বিষ্ণুপালের মনসা মঙ্গলের "সাত তাল জল" বাক্যের অর্থ করিয়াছেন "Seven Palm tree depth of water" (Intr. xiii). কিন্তু শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে জলের তালের একটী বিশিষ্ট মাপ আছে। একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া মাথার উপর হাত তুলিয়া তালি দিবার সময় তাহার শরীরের যে দৈর্ঘ্য হয় তাহাই 'তাল'। হাতে তালি দেওয়া হইতে তাল শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। সাত তাল জল যেখানে বলা হয় সেইখানে বুঝিতে হইবে উপরোক্ত মাপের সাতগুণ গভীর জল, সাতটী তালগাছ পরিমাণ জল নহে।

শ্রীসেন মনসা চরিত্রে নিম্নলিখিত cultএর সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

i. The cult of Soma (Amrita). p. xxxvi

শ্রীসেন, মনসা কাহিনীর সহিত সোম cultএর সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার কালে উল্লেখ করেন, "Also like the goddess of the serpents Soma originated from the drop in the water sped by the falcon". ঋগ্বেদীয় ঋক্‌টি "অপ্‌সু দ্রপ্‌সো বাবৃধে শ্যেনজূতঃ। Rv. 8. 9. 2a. কিন্তু তাহার ঠিকানা ভুল। ইহা প্রকৃতপক্ষে আছে, 9. 89. 2c.তে। (See also ৯. ৮৮. ৮), যে সূক্ত হইতে তিনি উপরি উদ্ধৃত ঋকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা একটি সোমসূক্ত। সোমের বিবরণ দিবার কালে তাহাতে উল্লিখিত আছে,

প্রো স্য বহ্নিঃ পথ্যাভিরস্যান্ দিবো ন বৃষ্টিঃ পবমানো অক্ষাঃ
সহস্রধারো অসদন্ন্যস্মে মাতুরপস্থে বন আ চ সোমঃ। ১
রাজা সিন্ধূনামবসিষ্ট বাস ঋতস্য নাবমারুহদ্রজিষ্ঠাম্।
অপ্সু দ্রপ্সো বাবৃধে শ্যেনজূতো দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাম্। ২

আকাশের পথে চালিত হইয়া সোম সহস্রধারায় মাতার (পৃথিবীর) কোল ব্যাপ্ত করিয়া পতিত হইতেছেন। ১।

সিন্ধুদিগের (হ্রদ, নদী, প্রস্রবণ প্রভৃতি জলাশয়ের) রাজা সোম সমস্ত জগৎ বস্ত্রের ন্যায় আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি যজ্ঞরূপী সরল নৌকায় আরোহণ করিলেন। শ্যেন কর্তৃক অপহৃত সোমরস জলকে বর্ধিত করিয়াছে। ইহাকে (সোমকে) তাহার পিতা (আকাশ) দোহন করিলেন।

উদ্ধৃত ঋক হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সোমের উৎপত্তি "from the drop in the water sped by the falcon" নহে। ইহার আদি বাসস্থান আকাশ হইতেই উহা পতিত হয়।

সোম সমস্ত জগৎকে বস্ত্রের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ক্ষীরোদ সাগর বা আকাশ সমুদ্রই সোমের ধাম। তাই বলা হয় "বৃহৎ গভীরং তব সোম ধাম।" (৯. ৮৮. ৮.)

"অপ্সুদ্রপ্সো ব্যাবৃধে শ্যেনজুতঃ" পদের অর্থ "শ্যেন কর্তৃক অপহৃত সোমরস জলকে বর্ধিত করিয়াছে" হইবে। সুতরাং মনসার জন্মের সহিত এই সোম সম্বন্ধীয় ঋকের কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীসেন সোম সম্বন্ধে আরও বলেন, "Soma removes the poison of snakes" অগ্নির্বিষম্ অহের নিরধাত্ সোমো নিরণয়ীত। দংষ্টারমন্বগাদ্ বিষমহিরমৃত। (অথ. ১০. ৪. ২৬)

এই সূক্তটি তক্ষক সম্বন্ধীয়। ঋষি গরুত্মান। সর্পবিষ নাশন সম্বন্ধে আলোচনা। ইহাতে সর্পবিষ বিনাশের জন্য সর্ব দেবদেবীর নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। উদ্ধৃত শ্লোকাংশে অগ্নি ও সোমের নিকট সর্প বিষ নাশ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা রহিয়াছে। সুতরাং সোম এখানে সোমরস নহে, সোমদেবতা। এই প্রার্থনা কতকটা আধুনিক সর্পবৈদ্যগণ ব্যবহৃত সাপের মন্ত্রের ন্যায়। তাই বলা হইতেছে 'অগ্নি তোমার শরীরের বিষ দূর করুন, সোম তোমার শরীরের বিষ বাহির করিয়া দিন'। এইস্থানে অগ্নি ও সোম, অগ্নি দেবতা ও সোম দেবতা।

শ্রীসেন বলেন, "As a remover of poision Soma is closely associated with Rudra, and also with the twin gods of succour, the Asvins who originally belonged to the cult of madhu (honey)."

রুদ্রের সহিত সোমের যে কিভাবে সম্বন্ধ হইল তাহা শ্রীসেন এখানে উল্লেখ করেন নাই। তবে অশ্বিনী সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ৪. ৪৫. ৬ ঋকের তিনি সন্ধান দিয়াছেন। তাহা এই :

"হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অস্রিধো হিরণ্যপর্ণা উহব উষর্বুধঃ।
উদপ্রুতো মন্দিনো মন্দিনিস্পৃশো মধ্বো ন মক্ষঃ সবনানি গচ্ছথঃ"।

৪ ৪৫।৪

এই ঋকের "মধুমন্ত" ও "মধ্বো" শব্দ আনন্দদায়ক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, মধু (honey) অর্থে নহে। ঋগ্বেদে মধু শব্দ কখনও honey অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা জানিনা। তবে আমি যতটুকু জানি তাহাতে মনে হয় ঋগ্বেদে মধু বলিতে সোমরস বুঝায়, honey নহে। পরবর্তীকালেও (classical sanskrit) মধু শব্দের অর্থ মদ্য। সুতরাং অশ্বিনীকুমারদ্বয় মধু বা honey cultএর দেবতা নহেন।

ii. The cult of Sura. p. xxxvi

শ্রীসেন বলেন, The cult of Sura (distilled drink) is of vedic origin, and from the beginning there was an opposition between the Soma and Sura cults.

তিনি ঋগ্বেদের "ন স স্বো দক্ষো বরুণ ধ্রুতিঃ সা সুরা মন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ।" ৭।৮৬।৬ ঋক উদ্ধৃত করিয়া তাহার অভিমত প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। "Varuna is invoked to pardon sin committed under the influence of sura". কিন্তু এইস্থানে ঋকটি অপর অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এইস্থানে বরুণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যাহাতে সুরা বসিষ্ঠ ঋষির বুদ্ধিবৃত্তিকে আবৃত করিতে না পারে। সুতরাং সোম ও সুরাতে যে বিরোধ ছিল বলিয়া শ্রীসেন উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ কোথায়? বরং সুরা যে সোমেরই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারই তো প্রমাণ রহিয়াছে।

যেমন, অশ্বিনীকুমারের বেলায় বলা হইয়াছে "শতং কুম্ভাঁ আসিঞ্চতং সুরায়াঃ।[১] সৌত্রামণিযাগে সুরার ব্যবহার আছে।

অথবা এতদ্বৈ দেবানাং পরমমন্নং যৎ সোমঃ, তৈ ১।৩।৩।১৬। তন্মনুষ্যাণং যৎ সুরা, (তৈ ১।৩।৩।১৭)। সোম ও সুরাতে পার্থক্য শুধু দুই দলের মনুষ্যের ভিতর প্রচলিত থাকার দরুণ। তাহাদের একদলের নাম ছিল দেব অপর দলের নাম ছিল মনুষ্য। তারপর দেবতা কাহাকে বলে তাহারও উল্লেখ আছে, যথা,

মর্ত্ত্যা হ বা অগ্রে দেবা আসুঃ।শ ১১।১।২।১২

প্রাচীন প্রজননা বৈ দেবাঃ প্রতীচীন প্রজননা বৈ মনুষ্যাঃ।শ ৭।৩।২।৪•

উভয়ে হ বা ইদমগ্রে সহাসুঃ দেবাশ্চ মনুষ্যা।শ ২।৩।২।৪

১। এখন যাহাদিগকে মর্ত্ত্য বা মানব বলা হয় তাহাদিগকেই প্রাচীনকালে দেবতা বলা হইত। তাই পূর্বে জন্মিয়াছিলেন যাহারা তাহারাই দেব আর যাহারা পরে জন্মিলেন তাহারা মনুষ্য।

২। এই দেব ও মনুষ্য পূর্বকালে একসঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহারা সোমরস পান করিতেন তাহাদের সহিত সুরাপায়ীদের বিরোধ ছিল না।

ত্রিশিরা বিশ্বরূপের উদাহরণ দিয়া শ্রীসেন নিজের সিদ্ধান্তই খণ্ডন করিয়াছেন। সে তো সুরা ও সোমরস দুইই পান করিত। সুতরাং সোমসুরাতে দ্বন্দ্ব কোথায়? শতপথঃ ১।৫।২।১

"The post-vedic cults of Naga-worship and Dhanvantari are the last development of the *cult of Sura*", শ্রীসেনের এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ কোথায়?

১। ঋগ্বেদ: ১।১১৬।৭

তিনি আবার বরুণকেও ইহার ভিতর টানিয়া আনিয়াছেন। কারণ "Varuni became a synonym of sura" (footnote, p. xxxvii) এবং ইহা ধর্মোপাসনার নাকি অঙ্গ। এই সিদ্ধান্ত সত্যই মৌলিক! জলের দেবতা বরুণ, (যিনি বৈদিক যুগে আকাশের দেবতা ছিলেন) যে একেবারে "বারুণীর" master হইয়া পড়িবেন তাহা কে জানিত!

iii. The cult of Visa. p. xxxvii

শ্রীসেন বলেন "The cult of Visa (pernicious drink) originated in the late vedic period and is associated with Rudra in a late hymn of Rv." (কেশী বিষস্যপাত্রেণ যদ্রুদ্রেনাপিবৎ সহ। ১০।১৩৬।৭।) কেশী—অগ্নি, সূর্য, বায়ু। বিষ—জল। সুতরাং "বিষ" বা হলাহল পানের প্রশ্ন এইস্থানে আসে না। এইস্থানে কেশী শব্দ দ্বারা রুদ্রকে বুঝায় নাই। কেশী এইস্থানে অগ্নি। সুতরাং ;

শ্রীসেনের উক্তি "the followers of the cult of Visa wore long matted hair (kesin). Cando's matted hair may be remembered in this connection" ও এইস্থানে প্রযোজ্য নহে। কারণ এই সূক্তের প্রথম ঋকে আছে,

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী
কেশী বিশ্বং স্বর্দৃশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে। ১০।১৩৬।১

এইস্থানে কেশী শব্দের বিভিন্ন বৈদিক প্রয়োগ দর্শিত হইয়াছে, কিন্তু জটাবান্ অর্থে ব্যবহার নাই। সুতরাং কেশী শব্দ দ্বারা জটাবান বুঝায় নাই। চন্দ্রধরের জটা ছিল বটে, তবে তিনি বিষবৈদ্য ছিলেন না।

শ্রীসেন বিষ সম্বন্ধে তাহার গবেষণা আরও অনেকদূর চালিত করিয়াছেন এবং তিনি মনে করেন "The contrast between the sweet (soma or Madhu) and the strong drink (Visa) appears in the following verse :

স্বাদুঃ কিলায়ম্ মধুমাঁ উতায়ম্ তীব্রঃ কীলায়ং রসবাঁ উতায়ম্
উত ন্বস্য পপিবাংসমিন্দ্রম্ ন কশ্চন সহত আহবেষু। ঋ ৬।৪৭।১

শ্রীসেনের অনুবাদ "This is indeed sweet and this is full of honey; this is indeed strong and this is full of sap (rasa). etc."

মধুমান শব্দের অর্থ কি "full of honey ?" বেদে তো মধু শব্দ "মদ, সোমরস" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এইস্থানে মধুমান—full of hilarity, full of honey নহে। সম্পূর্ণ ঋকের অর্থ হইবে :—

'এই সোমরস স্বাদু ও উন্মাদনাকারী। ইহা তীব্র ও সরস। এই সোমরস যখন ইন্দ্র পান করিতেন যুদ্ধে তখন কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

* * *

শ্রীসেন বলেন "The connection of the Visa cult with the serpent cult was already established when the Viraj hymn of Atharva Veda (8. 10) was written."

বিরাজ সূক্তটিতে কিন্তু হলাহল cult এর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। এই সূক্তটি বিরাট বা ঈশ্বরের মাতৃরূপের প্রশংসা মাত্র। এই মাতৃরূপ হইতে বা এই জগৎ জননী হইতেই যে জগতের ভাল মন্দ সকলের পোষণ হয়, তাহাই বিরাজ সূক্তের প্রতিপাদ্য। যেমন :

"তিনি অসুরদিগের নিকট গমন করিলেন। অসুরগণ তাহাকে সমাদর করিয়া আহ্বান্ করিল "হে মায়া" আসুন। তাহাকে দোহন করিবার জন্য প্রাহ্লাদি বিরোচন বৎস হইলেন। অয়স (তাম্র ?) পাত্র দোহনপাত্র হইল। দ্বিমূর্দ্ধা আর্ত্ব্য তাহাকে দোহন করিল। দুগ্ধ হইল "মায়া"। অসুরগণ সেই মায়া দ্বারাই জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে ॥ অথ, ৮।১০।৪১-৪

তিনি পিতৃগণের নিকটে গেলেন। তাহারা তাহাকে সাদর আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে স্বধা, এইস্থানে আসুন।" যমরাজ হইলেন বৎস। রজতপাত্র দোহনপাত্র হইল। মার্ত্যব অন্তক তাহাকে দোহন করিলেন। 'স্বধাই' হইল দুগ্ধ। স্বধাতেই পিতৃগণ জীবিত থাকেন। অথ, ৮।১০।৪।৫-৮

তিনি মানবের নিকট গেলেন। মানবগণ তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে ইরাবতী আসুন।" বৈবস্বত মনু হইলেন বৎস। পৃথিবী হইল পাত্র। তাহাকে পৃথী বৈন্য দোহন করিলেন। দুগ্ধ হইল কৃষিজাত শস্য। সেই কৃষিজাত শস্য দ্বারাই মানবগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অথ, ৮।১০।৪।৯-১২

তিনি সপ্ত ঋষিগণের নিকট গমন করিলেন। "হে ব্রহ্মণ্বতী আসুন" বলিয়া তাহারা তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। সোমরাজা হইলেন বৎস। ছন্দ হইল পাত্র। আঙ্গিরস বৃহস্পতি তাহাকে দোহন করিলেম। দুগ্ধ হইল ব্রহ্ম ও তপস্যা। সেই ব্রহ্ম ও তপস্যার দ্বারাই সপ্তঋষি জীবন ধারণ করেন। অথ, ৮।১০।৪।১৩-১৬

তিনি দেবগণের নিকট গমন করিলেন। দেবগণ "হে উর্জ্জ আসুন" বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্র হইলেন বৎস। চমস হইল পাত্র। সবিতা তাহাকে দোহন করিলেন। দুগ্ধ হইল উর্জ্জ। দেবগণ সেই উর্জ্জ দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। অথ, ৮।১০।৫।১-৪

তিনি গন্ধর্ব ও অপ্‌সরগণের নিকট গমন করিলেন। "হে পুণ্যগন্ধ আসুন" বলিয়া তাহারা তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সৌর্যবর্চ চিত্ররথ হইলেন বৎস। পুষ্করপর্ণ (পদ্মপত্র) হইল পাত্র। সৌর্যবর্চ বসুরুচি তাহাকে দোহন করিলেন। দুগ্ধ হইল পুণ্যগন্ধ। সেই পুণ্যগন্ধ দ্বারাই গন্ধর্বগণ জীবন ধারণ করেন। অথ, ৮।১০।৫।৫-৮

তিনি ইতর জনের নিকট গমন করিলেন। "হে তিরোধা আসুন" বলিয়া তাহারা তাহাকে আহ্বান করিলেন। বৈশ্রবণ কুবের হইলেন বৎস। কাচা মৃৎপাত্র হইল পাত্র। কাবেরক রজতনাভি তাহাকে দোহন করিল। তিরোধা হইল দুগ্ধ। তাহারা সেই তিরোধা দ্বারাই জীবন ধারণ করেন। অথ, ৮।১০।৫।৯-১২

এই ভাবে তিনি নাগগণের নিকটেও গেলেন। সর্পগণ তাহাকে সম্বর্ধনা করিল "হে বিষবতী আসুন" বলিয়া। তাঁহার বৎস হইল বৈশালেয় তক্ষক। অলাবুপাত্র পাত্র। ঐরাবত ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে দোহন করিল। দুগ্ধ হইল বিষ। সেই বিষেই সর্পগণ জীবন ধারণ করে। অথ, ৮।১০।৫।১৩-১৬

সর্প সম্বন্ধীয় সূক্তে বিষ cultএর সন্ধান কোথায়? যদি বিরাজ সূক্তে বিষ cultএর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে মায়া cult, স্বধা cult, উর্জ cult, পুণ্যগন্ধ cult, কৃষি cult, তিরোধা cultই বা কেন না হইবে? সুতরাং বিরাজ সূক্ত হইতে বিষ cult স্মরণ করাইবার চেষ্টা হাস্যকর।

iv. The Cult of Running water. p. xxxvii

শ্রীসেন বলেন "The cult of running water (apas) has points of contact with the cult of Soma. Soma is the lord of flowing streams.

সমস্তই বোঝা গেল, কিন্তু সোমের সহিত এই স্রোত-জলের cult এর কি করিয়া সম্বন্ধ স্থির হইল? বিনা প্রমাণে কতকগুলি উক্তি করিলেই তাহা গ্রহণযোগ্য হয় কি?

বর্তমান লেখক রঘুনন্দন ধৃত মনসার ধ্যান হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে দেবী বিষরী জলের দেবী।[১] কারণ রঘুনন্দনধৃত ধ্যানে আছে

"পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈবনন্তরম্
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী।

পদ্মনাভ বিষ্ণু যখন দেবগণ সহ নিদ্রামগ্ন হইলেন তখন পন্নগী জাগিলেন। বিষ্ণুর নিদ্রার সময় বর্ষাকাল। সুতরাং বিষ্ণু বা আদিত্য যখন নিদ্রিত তখন বৃষ্টি ও মেঘ জাগরিত। তাই পন্নগী এই স্থানে বৃষ্টির দেবী।

কিন্তু শ্রীসেনের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহের বালাই নাই জোর করিয়া কথা বলিলেই তাহা যেন প্রমাণ হইয়া গেল!

v. **The Cult of Whirling Water.** p. xxxvii

শ্রীসেন বলেন As contrasted to the cult of running water the cult of whirling water corresponded to the cult of Visa. In the Manasa saga the domain of Neto (vedic Nirriti) lay deep down under the whirlpool of Kalidaha, and in the vedic lore whirling water is perhaps the fierce water (var ugram) indicating snake poison in Av. 10. 4. 3. 4.

১। স্বামী শংকরানন্দ; বাঙ্গলার লোককাব্যে বৈদিকপ্রভাব, বিশ্ববাণী, বৈশাখ, ১৩৫৬।

শ্রীসেনের উপরের উক্তি হইতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি।

১। Cult of whirling water—Cult of Visa

২। Neto—Vedic Nirriti.

৩। Whirling water—var ugram—snake poison.

শ্রীসেনের সমস্তই অপূর্ব! নদীর দহ, যাহাতে জল অবিরত ঘুরিতে থাকে, তাহা যে হলাহলের ভাণ্ডার হইতে পারে তাহা শ্রীসেন ভিন্ন কে জানিত? সুতরাং এই ব্যাপারে তিনি 'unique'—অসাধারণ! তাই নদীর ঘূর্ণিতে যে জল থাকে আর যে জল ঘুর্ণির বাহির দিয়া সোজাসুজি চলিয়া যায় (running water) তাহাদের ভিতর গুরুতর পার্থক্য! একটীতে হলাহল মিশ্রিত জল অপরটীতে শুধু জল!

এই অপূর্ব ধারণার কারণ নেতা-বিষহরি যে কালিদহের ঘূর্ণিতে বাস করেন! সুতরাং তাঁহাদের আবাসস্থলের জলীয় পদার্থ বিষ না হইয়া যায় না!

সর্পের দেবী হইলেই যে তাহাকে অবিরত বিষের ভিতর থাকিতে হইবে, এই ধারণা অতি অযৌক্তিক। কারণ সাপের বিষ, তাহার শরীরের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে থাকে। ইহাতে তাহার পানাহারাদির অসুবিধা ঘটিতে পারে না। নেতা ও বিষহরী কেন যে বিষহ্রদে চতুর্দিকে বিষ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, বিষে নিমজ্জিত হইয়া বাস করিবেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য।

কিন্তু দেবী বিষরী, বাসুকির ভগিনী। বাসুকি নাগরাজ। তাহার দেহ সোনার বরণ। কাশ্মিরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ হ্রদ, প্রস্রবণ। সুতরাং নাগরাজ বাসুকি আদতে কালিদহ বা জলের দেবতা। তাহার

ভগিনী বলিয়া বিষরী এবং সঙ্গে সঙ্গে নেতাও জলদেবী মাত্র। তাহারা হলাহলের দেবী নহেন।

দেবী বিষরী ও দেবী নেতা মঙ্গলের দেবতা। কিন্তু নির্ঋতি, "অলক্ষ্মী, পৃথিবী, ভূমি, পাপ, রক্ষোজাতি, অনিষ্টকারিণী শক্তি, দুর্বলতা, ও মৃত্যুর" দেবতা। সুতরাং নেতার সহিত কোথাও নির্ঋতির সাদৃশ্য নাই। বিশেষতঃ জলের সহিত নির্ঋতির সম্বন্ধ মাত্র নাই। সুতরাং নেতা–নির্ঋতি, শ্রীসেনের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। এবং তদীয় অপর সিদ্ধান্ত "whirling water = var ugram – snake poison"ও ভিত্তিহীন।

নাগগণ যে জলদেবতা, তাহা শ্রীসেনের উক্তি হইতেও প্রমাণিত হয়। যেমন, "In the myths connected with the post-vedic Naga cult the serpent leaders often have their domains under the pools of the river Jamuna." যমুনার দহে যে নাগগণ বাস করিত, তাহারা যে জলদেবতা, তাহাতে আর সন্দেহের স্থান কোথায়? শ্রীসেন প্রদত্ত অপর বিবরণও ইহার সমর্থক। যেমন "In some parts of Burdwan district the worship of 'Yamapukur' (with effigies of a Jackal and a water lizard on its bank) forms a part of the elaborate ritual of the annual Manasa worship".
তাহার নিজের উক্তিতেই পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে।

vi. The Cult of The Vessel (Cup & Pot). p. xxxviii

ঘট বা পাত্রের যে একটা বিশেষ cult আছে, তাহা তো জানা ছিল না! ঘট ও পাত্র বিভিন্ন দেবতার সহিত সম্পর্কিত বলিয়া তত্তৎ

দেবতার পূজার সহিত ইহাদের পূজা। কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র পূজার কথা শোনা যায় না। বৈদিক যুগে ছিল, সোম পাত্র, সোম কলসী। আধুনিক যুগে হইল দেবতার ঘট। কোথাও এই ঘটের নাম ব্রহ্মঘট (শ্রীহট্ট)। তান্ত্রিকদের নিকট এই ঘটই 'শ্রীপাত্র' (সোমপাত্রের আধুনিক সংস্করণ)।

vii. **The Cult of The Horse.** p. xxxix

মনসা cult এর সহিত horse cult এর সম্বন্ধ সত্যই অপূর্ব। কারণ শ্রীসেনের মতে **"The cult of the white snake-killing horse Paidva is vedic. It was so called as it was given to Pedu by the Asvins. Soma is once compared to Paidva.**

শ্রীসেনের কথিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই তিনটি পৃথক পৃথক ভাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যথা—

(১) **The white snake killing horse Paidva, Rv. 1. 116. 9 : 1. 117. 9.**

(২) **Pedu received it from the Asvins.**

(৩) **Soma is once compared to Paidva.**

সর্পহন্তা শ্বেত পৈদ্ব নামক অশ্বের নাম আছে ঋ ১।১১৭।৯, ১।১১৮ ৯ ও ৯. ৮৮. ৮ এ।

যথা—পুরু বর্পাংস্যশ্বিনা দধানা নি পেদব উহথুরাশুমশ্বম্।

সহস্রসাং বাজিনমপ্রতীতং অহিহনং শ্রবস্যং তরুত্রম্। ১।১১৭।৯

যুবং শ্বেতং পেদব ইন্দ্রজুতম্ অহিহনমশ্বিনাদত্তমশ্বম্।

জোহুত্রমর্যো অভিভূতিমুগ্রং সহস্রসাং বৃষণং বীড্বঙ্গম্। ১।১১৮।৯

ইন্দ্রো ন যো মহাকর্মাণি চক্রিঃ হন্তাবৃত্রাণামসি সোম পূর্ভিত।
পৈদ্বো ন হি ত্বমহিনাম্নাং হন্তা বিশ্বস্যাসি সোমদস্যোঃ। ৯।৮৮।৪

সায়ন "অহিহন" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

"অহিহনম্ অহীনাম্ আগত্য হন্তৄণাং শত্রূণাং শত্রূন্ বা হন্তারম্।
১।১১৭।৯, ১।১১৮।৯

অহি শব্দ ১।১১৭।৯৬ ও ১।১১৮।৯ ঋকে শত্রু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্প অর্থে নহে। সুতরাং পৈদ্ব অশ্ব সর্পনাশকারী না হইয়া শত্রুনাশকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইস্থানে সর্পনাশকারী শ্বেতবর্ণের পৈদ্ব নামক অশ্বের সন্ধান কোথায়? পৈদ্ব তো এইস্থানে শত্রুহন্তা।

নবম মণ্ডলের ঋকটিরও অনুরূপ অর্থ। এইস্থানে বলা হইয়াছে "পৈদ্ব অহিনামক সোম-দস্যুগণের হন্তা।"

viii. The Cult of The Boar. p. xxxix

শ্রীসেন বলেন, "The cult of the boar as a poison removing deity or agent started with Rudra the healer imagined as the ruddy boar of heaven." ইহা ঋগ্বেদের ১. ১১৪. ৫ ঋক্। শ্রীসেন ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

দিবো বরাহমরুষম্ কপর্দিনম্ ত্বেষং রূপং নমসা নি হ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রদ্ ভেষজা বার্যাণি শর্ম বর্ম চ্ছর্দিরস্মভ্যং যংসত্। ১।১১৪।৫

কিন্তু রুদ্রের হস্তের ভেষজ বিষ-প্রতিষেধক বা আরোগ্যকারক ওষধি নহে। ইহা আয়ুবৃদ্ধিকর, আয়ুষ্য ওষধি। এইস্থানে বরাহ শব্দ দ্বারা রুদ্র লক্ষিত হইলেও, অথর্ববেদের উদ্ধৃত শ্লোকে যে বরাহ শব্দ রহিয়াছে তাহার দ্বারা বরাহ-পশুকেই বুঝাইতেছে। যথা—

বরাহো বেদ বীরুধং নকুলো বেদ ভেষজীম্।
সর্পা গন্ধর্বা যা বিদুস্তা অস্মা অবসে হুবে। অথ, ৮।৭।২৩

ইহার সহিত অপর ঋকগুলি যোগ করিলে দাঁড়ায়,

যা সুপর্ণা আঙ্গিরসীর্দিব্যা যা রঘটো বিদুঃ।
বয়াংসি হংসা যা বিদুর্যাশ্চ সর্বে পতত্রিণঃ।
মৃগা যা বিদুরোষধী স্তা অস্মা অবসে হুবে। অথ, ৮।৭'২৪
যাবতীনামোষধীনাং গাবঃ প্রাশ্নন্ত্যঘ্ন্যা যাবতীনামজাবয়ঃ।
তাবতীস্তভ্যমোষধীঃ শর্মঃ যচ্ছন্ত্বাভৃতাঃ। অথ, ৮।৭।২৫

এই তিন ঋকের অর্থ হইবে,

১। বরাহ যে বীরুধের (বহু শাখা-পত্রযুক্ত লতা) সন্ধান জানে, নকুল যে আয়ুষ্য বা আয়ুবৃদ্ধিকর ওষধির সন্ধান জানে, এবং সর্প গন্ধর্বগণ যাহা জানে তাহাদের সকলকে আহ্বান করিতেছি, তাহারা যেন আমাকে রক্ষা করেন।

২। দিব্য আঙ্গিরসী সুপর্ণগণ যাহা জানে, রঘট যাহা জানে, হংস প্রভৃতি পক্ষীগণ যাহা জানে, মৃগগণ যে সকল ওষধির সন্ধান জানে, তাহাদের সকলকে আহ্বান করিতেছি, তাহারা আমাকে রক্ষা করুন।

৩। যে সকল ওষধি অ-হননীয়া গরু আহার করে, যাহা ছাগগণ আহার করে, তাহাদের সকলেই আমাকে শান্তি ও আনন্দ দান করুক।

অথর্ববেদের উদ্ধৃত বাক্য হইতে প্রতীত হয় যে, বরাহ বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত লতার সন্ধানমাত্র জানে। বিষলতা বা বিষনাশক লতার সন্ধান যে বরাহ জানে তাহা বলা হয় নাই। সুতরাং cult of the boar as a poison removing deity or agent." শ্রীসেনের এই সিদ্ধান্ত উপরের উদ্ধৃত বচন দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। অর্থাৎ আকাশচারী রক্তবর্ণ আয়ুবৃদ্ধিকারী রুদ্র যে বরাহরূপে বিষনাশকারী তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীসেন আরও বলেন, "As a cult icon the boar appears in the palmyra capital from Pawaya."

এইস্থানে বরাহমূর্তি কি বরাহ cultএর? ভারতীয় পুরাণে তো বরাহ বিষ্ণুর অবতার এবং বিষ্ণুর বরাহমূর্তির কথা অজ্ঞাত নয়। সুতরাং 'Pawaya'তে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি বিষ্ণুর প্রতীক হইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা তো বিষ্ণু cultএর ভিতর আসিয়া পড়িবে। উপরের উদাহরণ হইতে পৃথক বরাহ cult প্রমাণিত হয় কি?

(ix) **The Cult of The Bird**, p. xxxix.

শ্রীসেন বলেন, "The story of Soma as brought down to the gods by the falcon is well-known in the vedic literature."

শ্যেন যে সোম হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন, তাহাতে কি একটি শ্যেন বা পক্ষী-cultএর সন্ধান পাওয়া যায়? বৈদিক সাহিত্যে শ্যেনকে আদিত্য বলা হইয়াছে। আদিত্য আকাশচারী তাই তাহাকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়। ইউক্রেতিস উপত্যকাতে আদিত্যকে পাখাযুক্ত বলিয়া কল্পনা করা হইত এবং তাহার প্রতিকৃতি একটি গোলাকার চক্রে, দুইখানি পাখা যোগ করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে। বেদে আদিত্যকে শ্যেন-গরুত্মান্ বলা হইয়াছে।

যদি ইহাকে cultএর ভিতর ফেলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় ইহা আদিত্য-cult, পক্ষী-cult নহে। পরবর্তীকালে আদিত্য বিষ্ণুতে রূপান্তরিত হইলেন। তখন হইতে শ্যেন-গরুত্মান বিষ্ণুর সহিত একীভূত হইয়া পড়িলেন। গরুত্মান্ প্রথমে হইলেন তাঁহার ধ্বজা বা প্রতীক, পরে তাঁহার বাহনে পরিবর্তিত হইলেন।

বিভিন্নকালে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী পৃথক পৃথক দেবতার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন কাক ও বক যমের, পেচক যমের ও লক্ষ্মীর, হংস, ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও সরস্বতীর প্রতীক, ধ্বজ বা বাহন ইত্যাদি। তাহাতে তো একটি কাক, বক, পেচক বা হংস cultএর বা পক্ষী cultএর সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুতরাং ঋগ্বেদে সর্পবিষনাশন ব্যাপারে ময়ূরের বা কোনও জলচর পক্ষীর নাম থাকিলেও তাহা হইতে পক্ষী-cultএর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

xii. The Cult of The Monkey. p. xl.

শ্রীসেন বলেন, 'The cult of the monkey is a transmutation of the cult of the bird (Garuda).

শ্রীসেনের এই বাক্য খাটি ঔপনিষদিক ধরণের! কারণ ইহা চিরন্তন সত্যের মতই বলা হইয়াছে! সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ন্যায় তিনিও সত্যদ্রষ্টারূপেই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন! সত্যের আবার প্রমাণ কি?

xiii. The Cult of The Serpents. p. xl.

এই বিষয়ে শ্রীসেনের উক্তিকে নিম্নলিখিত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

১। The cult of the Serpent (naga) is very old, and its contact with vedic ritualism is reflected in the Sarpasattra as mentioned in Pancha-vimsa-brahmana (25. 15) and as woven into a tale in Mahabharata.

২। The Naga worship was prevalent in Northern India along the rivers Ganga and Yamuna during

the centuries preceeding and following the beginning of the Christian era.

আশ্চর্যের বিষয় বৈদিক বৃষ্টি-দেবতা সর্পরূপী 'অহি' বা অগ্নিদেবতা 'অহির' সম্বন্ধে শ্রীসেন কোনও উচ্চবাচ্য এইস্থানে করিলেন না। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়, বেদে যে সর্প-দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা শ্রীসেনের জানা ছিল না। যদি জানা থাকিত তাহা হইলে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করিবার পূর্বেই তিনি বেদোক্ত সর্পদ্বয়ের কথা উল্লেখ করিতেন।

গঙ্গা ও যমুনার ধারে ধারে যে নাগোপাসনার প্রচলন ছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে জলদেবতার উপাসনা। সর্পের নহে। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে কাশ্মীরী ভাষাতে নাগ শব্দের অর্থ হ্রদ, প্রস্রবণ ইত্যাদি। এখনও কাশ্মীরের হ্রদসমূহ নাগ শব্দ দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সুতরাং হ্রদ প্রস্রবণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতারূপেই নাগ দেবতার উপাসনা।

এতৎসম্পর্কে শ্রীসেন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাতে নাগমূর্তি ব্যবহারের যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতেও প্রমাণ হয় যে নাগ জলদেবতা মাত্র, serpent নহেন।

xiv. **The Cult of The Elephant.** p. xli.

শ্রীসেন বলেন, "The cult of the elephant developed out of the serpent cult as naga meant both serpent and elephant. The serpents of the quarters became in later mythology the elephants of the quarters."

শ্রীসেন এই স্থানে অষ্ট দিগ্‌গজের সহিত অষ্ট নাগের তুলনা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। যদি নাগ শব্দের অর্থ হস্তীই হয় তাহা হইলে অষ্ট দিগ্‌গজ—অষ্টনাগ। অর্থাৎ নাগ শব্দ এইস্থানে গজ অর্থেই

ব্যবহৃত হইয়াছে। দিগ্‌গজ জলবর্ষণকারী বা বৃষ্টির দেবতা আর নাগ যে জলের দেবতা তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং হস্তী ও নাগ এক হইলেও, হস্তী ও সর্প এক হইল না। কারণ নাগ শব্দ দ্বারা সর্প ও হস্তী বুঝাইলেও, হস্তী শব্দ দ্বারা তো সর্প বুঝায় না। সুতরাং "The cult of elephant developed out of the serpent cult" শ্রীসেনের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ ও অমূলক।

হস্তী ও নাগ জলদেবতা হইলেও, হস্তী আকাশের জলদেবতা বা বৃষ্টির অধিনায়ক আর নাগ পার্থিব জল, নদী, হ্রদ, সাগরের অধিষ্ঠাতা। হস্তী আরোহিণী দেবী মনসার সংবাদ আমরা পূর্বেই দিয়াছি। শ্রীসেনও বলেন "There are however iconographical representations of the goddess of the serpents riding an elephant." ইহাও আমার লেখা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে স্বীকার না করিয়াই। এইস্থানে হস্তী আরোহিণী দেবী মনসা জলেরই দেবী।

সুতরাং শ্রীসেনের আলোচনা হইতে হস্তী cultএর বা হস্তী cult যে সর্প cult হইতে জাত তাহারও সন্ধান পাওয়া গেল না।

xvii. The Cult of The Palmyra. p. xli.

শ্রীসেন বলেন, "The Palmyra (i. e. Indian palm) was an important sign of the cult of the Nagas. * * * In the Manasa saga the palmyra standard appears as the "Hematala" staff of Cando which scared away Manasa and her snakes."

এই স্থানে শ্রীসেনের উক্তিতে পরস্পর বিরোধ ঘটিয়াছে। যদি নাগ cultএর ধ্বজা বা চিহ্ন তালগাছ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কি করিয়া নাগগণের ভয়ের কারণ হইতে পারে?

সুতরাং নাগরাজের বা নাগগণের চিহ্ন তালধ্বজ আর চন্দ্রধরের হেমতালের দণ্ড কখনও এক হইতে পারে না। নাগ cult এর সহিত তালধ্বজের সংযোগ প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীসেন ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, "তস্য মধ্যে সহস্রাস্যং হেমতালোচ্ছ্রিতং ধ্বজং" (ভাগবত ১০।২৬।৪৯) কিন্তু ভাগবত হইতে এই শ্লোকাংশের সন্ধান না পাওয়াতে কিভাবে যে শ্লোকটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। তবে উদ্ধৃত অংশের নিম্নলিখিত অর্থ হইতে পারে, "তাহার মাঝখানে (কালিদহের) সহস্রাস্য সোণার তালধ্বজের ন্যায় উচ্চ মস্তকে অবস্থান করিতেছেন।"

সহস্রাস্যের সহস্র ফণা যেভাবে ছত্রাকারে বিস্তৃত থাকে তাহাতে তাহার মস্তক তালগাছের মস্তকের ন্যায় মনে হয়। সহস্রাস্যের সহস্র ফণা ও সোণার বরণের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য এইস্থানে সোণার তাল-গাছের কল্পনা।

সুতরাং এইস্থানে তালধ্বজ বা Palmyra standard এর সন্ধান কোথায়? অতএব বাসুকির যে Palmyra standard বা তালধ্বজ ছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

চন্দ্রধরের হেমতালের দণ্ডও তালধ্বজ জাতীয় কিছু নহে। ইহা হেম দণ্ড হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। যথা,

হেমদণ্ড—হেম তডড—হেম তড়—হেম তাল।

শ্রীসেন কথিত cult শব্দের যে কি অর্থ তাহা বুঝিতে পারা গেল না। হয়ত তাহার মতে cult—subject বা বিষয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই, ইহারা cultই হোক। আর যদি cult শব্দ দ্বারা কোনও বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি বুঝাইবার তাঁহার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই শব্দটির অত্যন্ত অপব্যবহার হইয়াছে।

Addenda, p. xliv.

শ্রীসেন বলেন, "The association of the serpent (vedic ahi, post-vedic naga) with the cloud (and water) made the transition easy."

এতক্ষণে শ্রীসেন আসল কথা বলিবার সময় পাইয়াছেন। Addendaতে যেভাবে অহির কথা তোলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হইবে যেন এই বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে তাহা বলিতে তিনি ভরসা পান নাই। তাই addendaতে তাহা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাও আবার ব্র্যাকেটের ভিতর! অপূর্ব কৌশল! অহি যে মেঘের দেবতা তাহার প্রমাণ কোথায়?

অহি যে মেঘ তাহা ঋগ্বেদের সূক্ত হইতে জানা যায় না। তাহা আছে সায়নের ভাষ্যে। সুতরাং Vedic Index ও Vedic Concordence যাহাদের বৈদিক পাণ্ডিত্যের নিদান, এক কথায় বলিতে গেলে যাহারা Vedic-Index-Concordance babies, তাহাদের পক্ষে ইহা জানা অসম্ভব।

শ্রীসেন মেঘরূপী বৈদিক অহির কথা আরও একটি গোপন স্থানে বলিয়া রাখিয়াছেন, তাহা Notesএর ভিতর, যেমন, "The snake here behaves as a cloud." (vi. 15. 1-2) সুতরাং addenda ও notes পড়িয়া পাঠকের মনে হইবে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা অন্যত্র রহিয়াছে। তাই ভ্রান্তি নিরাশের জন্য শ্রীসেনের উপরোক্ত মতবাদের জনক মদীয় প্রবন্ধটিও এইস্থানে প্রদত্ত হইল। [১]

"মদগর্বিত নবীন পাশ্চাত্য প্রাচীন জগতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃ-

১। স্বামী শংকরানন্দ: বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব, বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৫৯।

তিক ইতিহাস সম্বন্ধে অভিনব ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মতবাদসমূহকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আধুনিক ইউরোপ যে গ্রীক-সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সেই সভ্যতার স্রষ্টাগণের সংবাদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে-সকল তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত হিরোডোটাস, যোশেফাস, ইসুবিয়স-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের লিপিবদ্ধ বিবরণ এবং বাইবেল বর্ণিত পুরাণকাহিনীর সাহায্যে ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন সভ্যতাসমূহের একটি কাঠামো দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

বাইবেলের প্রামাণিকতা

"বাইবেলের যে ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট নামক গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় তাহা ব্যাবিলনীয়গণ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তাহার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পারসীক অধিকারের সময় যখন ইহুদীগণের বন্দীজীবনের অবসান হইল তখন তাহাদের ভিতর হইতে একদল লোক নিজ স্মৃতি হইতে বাইবেল রচনা করেন। তাহার ফলে দেখা যায়, প্রাচীনতম অংশ বলিয়া কথিত বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে পরবর্তীকালের ঘটনা ভবিষ্যদ্বাণীর ছদ্মবেশে প্রকাশ পাইয়াছে।

"ইহাই স্বাভাবিক। দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল বিপদ-আপদের ভিতর দিয়া ইহুদী জাতিকে গমন করিতে হইয়াছে, তাহার কারণ প্রদর্শন করিয়া সেই কারণের কার্য যে ভবিষ্যতে হইবে তাহাই যেন ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বাইবেলে বলা হইয়াছে। সুতরাং এই পরবর্তীকালের লেখা বাইবেল সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বাইবেলকেই প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা মনে করেন না।

প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংস ও ধারার বিচ্ছিন্নতা

"যিশুখৃষ্টের দেহত্যাগের পর সেন্ট্-পল যখন খৃষ্টানধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি নির্বিচারে প্রাচীন পুঁথিপত্র পোড়াইতে আরম্ভ করেন। একবার এইপ্রকার বহ্ন্যুৎসবে যে সকল গ্রন্থ ভস্মীভূত হইয়াছিল তাহার মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা (Acts. 19. 19.)। পল ও তাহার সঙ্গিগণ এইভাবে প্রাচীন গ্রন্থরাজি ধ্বংস করিতে থাকেন। পরে খৃষ্টানরা আলেকজেন্দ্রিয়ার বিরাট পুস্তকাগার ভস্মীভূত করিয়া দেয়। এইভাবে প্রাচীন গ্রন্থরাজির ধ্বংসসাধন হইবার ফলে প্রাচীন ও পরবর্তী সভ্যতার ভিতরে যে যোগসূত্র ছিল তাহা ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। ইউরোপীয় জাতিগণ যখন আত্মস্থ হইয়া প্রাচীন ধারার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন তাহার বহুপূর্বেই প্রাচীন ইতিহাসের ধারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রাচীন ইতিহাসে তথ্য হইতে অনুমানেরই স্থান অধিক।

রূপকথা ও লোককাব্য

"প্রাচীন ইতিহাস ধ্বংস হইলেও রূপকথা বা লোককাব্য ধ্বংস করা সম্ভব হইল না, তাহা মুখে মুখে চলিতে লাগিল। সভ্যতার অপরাপর সকল অঙ্গ নাশ হইয়া যাওয়ার ফলে এইসকল রূপকথা ও লোককাব্যের যে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন, কতকগুলি মনগড়া অসম্ভব মতবাদের সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা ঐ সকল লোককথার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তুলনামূলক সমালোচনা

"এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার হওয়াতে এবং আঞ্চলিক

সর্বপ্রকার লৌকিক কাহিনী ও লোককাব্যের সংগ্রহ হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি লৌকিক কাহিনী প্রায় সকল দেশেই একরূপ। দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন এইসকল কাহিনী যুগপৎ বিভিন্ন স্থানে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন।

"আবার তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হইতে দেখা গেল—অনেকগুলি ইউরোপীয় ও এসিয়ার ভাষার ভিতর যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং এই সকল ভাষা যে একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত তাহা স্থির হইল। কিন্তু এই ভাষাগোষ্ঠীর জননী কোথায়? জননী নিরুদ্দিষ্টা, কিন্তু কন্যাগণ মাত্র জীবিতা। সুতরাং এই ভাষাগোষ্ঠীরও আদি অবস্থার কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। যে স্থানে বহু ব্যাপারই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সেই স্থানে অনুমানের গতি নিরঙ্কুশ। তাই দেখা যায়, আনুমানিক মতবাদসমূহ আগাছার ন্যায় ভূরিভূরি জন্মিতে ও মরিতে লাগিল।

ভারতকে লইয়া বিপদ

"বিপদ হইল ভারতকে লইয়া, কারণ প্রাচীন সভ্যজাতিসমহ সকলেই একে একে বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু ভারতই তাহার সনাতন সংস্কৃতি লইয়া বাঁচিয়া আছে। শুধু তাহাই নহে, তথাকথিত আর্য-ভাষাভাষী জাতিসমূহের ভিতর ভারতবাসীই বয়োজ্যেষ্ঠ; তাহাদের সংস্কৃত ভাষা আর্য-ভাষাগোষ্ঠীর ভিতর সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক। সুতরাং ভারতই আর্য-ভাষাভাষীগণের আদি বাসস্থান ও সংস্কৃত আর্য-ভাষাসমূহের জননী হইয়া পড়েন! এই বিপদ এড়াইতে হইবে।

আর্যজাতির সৃষ্টি

"এই বিপদ এড়াইবার প্রথম পথই হইল প্রমাণ করা—ভারতীয়

সংস্কৃতির সমস্তই বহিরাগত। তাই প্রথমেই আর্যনামক কল্পিত জাতি ভারতের ইতিহাসে আবির্ভূত হইল। এই আর্যজাতি হইতেই নাকি ভারতীয়, পারসীক, গ্রীক, রোমান, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির জন্ম হইয়াছে!

"ভারতীয় হিন্দুগণের সংস্কৃতি, ধর্ম, আত্মবিশ্বাস সমস্তই মুসলমান আমলে ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছিল এবং নিজেদের অসহায় ও বঞ্চিত মনে করিয়া ভারতবাসী অনুশোচনায় দিন কাটাইতেছিল। সেই ভারতবাসী যখন শুনিতে পাইল—তাহারা আর তাহাদের শাসক একই জাতীয় লোক, বিজয়ী জাতির সহিত—শাসকগণের সহিত তাহারা অভিন্ন—তখন হইতেই তাহাদের ভিতর উদ্দীপনার সৃষ্টি হইতে লাগিল। সেইজন্য কোনও প্রকার পরীক্ষা না করিয়া তাহারা এই সব কাল্পনিক মতবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল, আর সেই সময় পরীক্ষা করিবার মত মনোবৃত্তিও তাহাদের ছিল না।

"আর্য জাতিকে বহিরাগত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ফলে বহিরাগত আর্য ও ভারতীয় অনার্যগণের পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইল। ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি সবত্র এই বিভেদকারী পদ্ধতি অবলম্বিত হইতে লাগিল। ভাষায় যে সকল শব্দ গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষাতে মিলিল না তাহারা হইয়া গেল অষ্ট্রিক বা অনার্য বা আদিম। অষ্ট্রিক নাম নির্বাচনও কৌশলময়। নাম হইতেই জানিতে পারা যাইবে—এই ভাষাটীও অভারতীয়। অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব বলিয়া কিছু না থাকে ইহাই এইসকল অপকৌশলের প্রথম উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই সকল অপকৌশল সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ ভারতের ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এইসকল মতবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অনার্য দেবতার সন্ধান

"ধর্মের ব্যাপারেও এই অপকৌশলের প্রয়োগ অতি সুসিদ্ধ হইয়াছে, কারণ বিরাট ভারতীয় সমাজে যে সকল দেবতা উপাসীত হন তাহাদের নামের সহিত বৈদিক দেবগণের নামের কোনও মিল নাই। এতদ্ব্যতীত ভারতে প্রতীকোপাসনার প্রচলন আছে। প্রতীকোপাসনায় ভারতীয়গণ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি প্রতীকের ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতীকোপাসনার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্যগণ এই সকল উপাসনা অবৈদিক এবং ভারতীয় অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়গণের উপাসনাপদ্ধতি বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন। ভারতীয় আর্যগণের ভিতরে যে বহু অনার্য দেবতার পূজা ও উপাসনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে—ইহাই তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত!

বৈদিক সাহিত্যে অজ্ঞতাই উপরোক্ত মতবাদসমূহের জনক

"বৈদিক সাহিত্যে অজ্ঞতাই এই সকল ভ্রান্ত ধারণার জনক। আধুনিক ভারতীয় ইংরাজীশিক্ষিত পণ্ডিতগণ বেদ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করেন। বেদপাঠে অপারগ এই সকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের ভরসা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মনগড়া বেদের অনুবাদ ও টীকাটিপ্পনী। কাজে কাজেই ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতগণ বিদেশী অনুবাদকগণের 'পো-ধরা' শিষ্যে পরিণত হইয়াছেন আর গালভরা Aryan, Dravidian প্রভৃতি শব্দ তোতাপাখার মত আওড়াইয়া ভাবিতেছেন কিনা বাহাদুরীই করিতেছেন!

ভারতে সর্বপ্রকার ধর্মসাধনপদ্ধতি বৈদিক

"অপর পক্ষে বৈদিক সাহিত্য আলোচনার ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ভারতে যে-সকল লৌকিক উপাসনা রহিয়াছে তাহা সমস্তই বৈদিক। ভারতে অবৈদিক উপাসনাপদ্ধতি কিছুমাত্র নাই। এই প্রবন্ধে আমরা লৌকিক মনসামঙ্গল-কাব্যে বৈদিক প্রভাব আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

মনসামঙ্গল

"মনসামঙ্গল সর্প-উপাসকগণের গ্রন্থ। এই সর্প-উপাসনা অতি প্রাচীন-কাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল। সিন্ধু-নগরীর সীল-মোহরে উপাসকের মস্তকে ফণা ধারণ করিয়া আছে এমন সর্পের চিত্র খোদিত আছে। বৈদিক যুগেও যে সর্প-উপাসনার প্রচলন ছিল তাহা ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারা যায়।

ইন্দ্রের শত্রু অহি

(১) "ঋগ্বেদে সর্পকে ইন্দ্রের শত্রুরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। এই অহি মেঘের প্রতীক।[১] আধুনিক পূজা-পদ্ধতিতে যেমন প্রথমেই বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করা হয়, বৈদিক যুগেও যে তাহাই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত ইন্দ্রপূজার পূর্বেই বিঘ্নরাজ অহির পূজা হইত। অহি বা সর্প সেই যুগের বিঘ্নরাজ। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অহি পরাস্ত হইলে ইন্দ্র তাহার হস্ত পদ খণ্ড খণ্ড করিয়া বজ্র দ্বারা কর্তন করেন, আর তখন অহি-কর্তৃক অবরুদ্ধ জলরাশি আকাশ হইতে পতিত হয়। ইহাই বৈদিকযুগে মেঘ-সম্বন্ধীয় ধারণা ছিল। (ক)

১। ঋক ১।৩২।২

হিরণ্যকেশ অহি

"ঋগ্বেদে হিরণ্যকেশ অপর এক অহির সন্ধানও পাওয়া যায়। এই অহি জ্যোতিঃ-বিকীরণকারী ও উষা সম্বন্ধে অজ্ঞ, অর্থাৎ উষাকে এই অহি কখনও জানিতে পারে না। যে জ্যোতির্ময় অহি উষাকে জানিতে পারে না, সেই অহি সূর্য ভিন্ন আর কেহই নহে। সূর্যও উষাকে জানেন না, কারণ সূর্য উদিত হইলেই উষা অন্তর্হিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋগ্বেদে অহি বা সর্প পরস্পরবিরোধী দুই দেবতার প্রতীক। সর্প কখনও মেঘ, কখনও আদিত্য (অগ্নি)।[২]

যোগশাস্ত্রে সর্প

"যোগশাস্ত্রে সর্প আত্মারূপ। ইহাকে কুলকুণ্ডলিনীও বলা হইয়া থাকে। জ্যোতির্ময় আদিত্যবর্ণ সর্পরূপী আত্মা যে বেদের হিরণ্যকেশ অহির অপর এক রূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। সিন্ধু-নগরীর যোগ-সাধনার সহিত অহি বা সর্পের সংযোগ ছিল। একটি চিত্রে দেখা যায়, মধ্যবর্তী আসনে দেবতা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন সাধকও ধ্যানমগ্ন। এই দুইজন সাধকের মস্তকে ফণা ধরিয়া একটি করিয়া সাপ দণ্ডায়মান।[৩]

"যোগদর্শনের সাধনপ্রণালী, বিশেষতঃ কুম্ভক, সর্প ও ভেকের দৃষ্টান্ত হইতে গৃহীত। সমস্ত শীতকাল সর্প ও ভেক কি করিয়া অনাহারে অবস্থান করে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভারতীয়গণ প্রাণায়াম ও কুম্ভকের রহস্য আবিষ্কার করেন। ক্রমে তাহা হইতেই যোগদর্শনের সার্বভৌম তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। মনে হয়, এই কারণেই যোগদর্শনে

২। ঋক ১।৭৯।১

৩। Mackay : Further Excavations, Pl. CII,99.

আত্মাকে সর্প বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। যোগীগণের ঐই আত্মাই কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী।

ব্রাহ্মণাদিতে সর্প শব্দের ব্যবহার

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে সর্পরাজ্ঞী[১] বলা হইয়াছে; অথর্ববেদ[২] অনুযায়ী পিতৃগণই সর্প। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[৩] বলা হইয়াছে, দেবগণই সর্প; এই পৃথিবীই তাহাদের রাজ্ঞী। আপস্তম্ভ[৪] শ্রৌতসূত্রে সর্প সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে সর্প 'দেবজন'। মনে হয়—যে সকল দেবতা সর্পের উপাসনা করিতেন, তাঁহারাই সর্প নামে অভিহিত হইতেন।

দেবগণের সন্ধান

"এই দেবগণ কাহারা? যে দেবগণের রাণী পৃথিবী সেই দেবগণ কাহারা? এই দেবগণ যে মানব তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপথ পূর্বভাগে এই দেবগণ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত কথা আছে। সেখানে বলা হইয়াছে: "সমুদ্র হইতে মুক্ত হইলেন বলিয়া সূর্য্যকে মুচ্যু নামে অভিহিত করা হইত, কিন্তু এই মুচ্যুকে দেবগণ পরোক্ষভাষায় মৃত্যু নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন, কারণ "পরোক্ষপ্রিয়াহি বৈ দেবা ভবন্তি, প্রত্যক্ষ বিশঃ,"[৫] অর্থাৎ দেবগণ পরোক্ষ বা হেয়ালীর[৬] ভাষায় কথা বলিতে

১। ঐ ৫।২৩

২। Av. 11. 6. 16

৩। তৈ ২।২।৬।২

৪। APc. 6. 12. 4.

৫। স সমুদ্রাৎ অমুচ্যত স মুচ্যুরভবৎ তম্ হি মুচ্যুম্ সন্তম্ মৃত্যু ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষ প্রিয়াহি বৈ দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষ বিশঃ। গো, পূঃ ১।৭ঃ ২।২৯

৬। পরোক্ষ = Metaphor, allegory, সংস্কৃত। প্রত্যক্ষ—প্রাকৃত বা কথ্য।

ভালবাসের্ন আর 'বিশ' বা জনসাধারণ যাহা দেখে তাহাই বলে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সমাজে যাহারা বুদ্ধিমান তাহারাই দেব আর নির্বোধগণ বিশ। কাজে কাজেই অতি প্রাচীনকালে যে ভারতীয় সমাজ বুদ্ধিমান ও নির্বোধ, বা দেব ও বিশ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা গোপথ পূর্বভাগের উপরোক্ত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। পরে দেব সমাজ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে এবং বিশ সমাজ বৈশ্য ও শূদ্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

দেবী মনসা

"শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' হইতে এবং অন্যান্য প্রচলিত মনসামঙ্গলের কাহিনী হইতে দেখা যায় যে, মনসা বিশ-সমাজের পূজিতা দেবী। তিনি প্রথমে কৈবর্ত্ত, জেলে প্রভৃতির উপাসিতা দেবী ছিলেন, পরে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাঁহার পূজা আরম্ভ করে। কিন্তু বেদ ও ব্রাহ্মণাদি শাস্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সর্প দেবী যে নামেই হোক—দেব-সমাজেও পূজিতা হইতেন।

দেবীর রূপ

সাপের আসন সাপের ভূষণ
হাতেতে সাপের শঙ্খ (বলয়),
সাপের দুধাবলি হিয়ার কাচলি
অতি বিরাজিত অঙ্গ।
বাজুবন্ধ নাগে ভেকরাজ সাজে
উপাম নাহিক তার॥
সজ্জা করিয়া অহিতে চাপিয়া
বিদায় করিল সুখে।

সর্পালঙ্কার-ভূষিতা দেবী মনসার সহিত বৌদ্ধ দেবী তারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন-উদ্ধৃত ধ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি। "বৌদ্ধদেবী বজ্রেশ্বরী তারা মহত্তরায়ী' শুক্ল-সর্পভূষিতা। অদ্বয়বজ্রের শিষ্য ললিত গুপ্তের তারা-সাধনেও দেবীতারা 'ক্রুরনাগাভরণভূষিতাং, শিরোবেষ্টনঃ কর্কোটকো নীলঃ কণ্ঠাভরণঃ তক্ষকঃ রক্তঃ, নন্দোপনন্দৌ কর্ণকুণ্ডলৌ পীতৌ, ব্রহ্মসূত্রং বাসুকিঃ শুক্লঃ দক্ষিণভুজে বলয়ং কুলিকঃ পারাবতবর্ণঃ ইতরভুজে বলয়ং শঙ্খপালো ধবলঃ, নূপুরৌ পদ্মমহাপদ্মৌ রক্তৌ"। বৌদ্ধ দেবী তারার সহিত সর্পালঙ্কারভূষিতা দেবী মনসার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ভারতের বাহিরে ক্রীটে সর্পালঙ্কারভূষিতা এক দেবীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই দেবী খুব প্রাচীন, খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের।

এই সর্পাসনা সর্পালঙ্কারভূষিতা দেবী কে? ভারতীয় পুরাণে বিষ্ণুই সর্পাসন দেব। তিনি শেষ নাগের শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিদ্রিত বিষ্ণুর মস্তকে ফণা ধারণ করিয়া সহস্রফণ শেষ অতন্দ্রিতভাবে জাগিয়া আছেন। রঘুনন্দন-ধৃত দেবী মনসার ধ্যানে দেখা যায়, বিষ্ণু যখন নিদ্রিত হইলেন তখনই পন্নগী বা দেবী মনসা জাগিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুর নিদ্রার সময়ই পন্নগীর জাগরণের কাল। এই দেবীর বাহন সর্প নহে—হংস। ভগবান বিষ্ণু আদিত্যেরই এক রূপ আর হংস আদিত্যের অপর রূপ—ব্রহ্মার বাহন। সুতরাং সর্পাসনা এবং হংসবাহনা দেবী মনসা যথাক্রমে বিষ্ণু ও ব্রহ্মার তথা আদিত্যের শক্তি। আদিত্যের শক্তি সোম। সুতরাং দেবী মনসার তত্ত্ব সোম। সোম বৃষ্টি বা জল। এই বৃষ্টি বা জল আদিত্যেই অবস্থান করে, তাই কথিত হয় "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ।" (খ)

আষাঢ় মাস হইতে বিষ্ণুর নিদ্রার কাল। তিনি আশ্বিন মাস পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন। কার্তিক মাসে তাঁহার ঘুম ভাঙে। বিষ্ণুর এই নিদ্রার সময়ে যে সকল একাদশী পড়ে তাহাদের নামও বিষ্ণুর নিদ্রার সহিত সংযুক্ত যেমন, শয়ন, পাশমোড়া, ও উত্থান একাদশী। আষাঢ় মাসে হইতে মেঘের ঘনঘটা, আকাশে আর সূর্য উদিত হন না তাই তিনি নিদ্রিত! মেঘ সর্পরূপী, তাই তিনি সর্পের শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। সাপ বা মেঘ তখন জাগিয়া উঠেন ; (গ) অর্থাৎ আদিত্যরূপী বিষ্ণু যখন নিদ্রিত, তাহার শক্তি সোম তখন জাগরিত। তিনি পন্নগী হইলেও সূর্যরূপিণী, তিনিই একরূপে নিদ্রিতা এবং অপররূপে জাগরিতা। এই পৌরাণিক আখ্যানে মেঘ ও আদিত্য একই দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

আসাম হইতে প্রাপ্ত ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত এক গজারূঢ়া মনসা দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। গজ ইন্দ্রের বাহন। ইন্দ্র মেঘের দেবতা। গজ বা দিগ্‌গজও মেঘের দেবতা। (ঘ) সুতরাং গজারূঢ়া দেবী মনসা ইন্দ্রের শক্তি—তিনি ইন্দ্রাণী।

দেবী মনসার স্বরূপ

দেবদেবীগণের বাহনের সন্ধান খুব প্রাচীনকালে পাওয়া যায় না। যাহা দেবতার ধ্বজা বা প্রতীক ছিল, তাহাই এখন বাহনে পরিণত হইয়াছে। বিষ্ণু ছিলেন গরুড়ধ্বজ, শিব বৃষভধ্বজ, কার্তিক শিখিধ্বজ, এখন ইহারা হইয়া গিয়াছেন, গরুড়বাহন, বৃষভবাহন, শিখিবাহন। সুতরাং দেবী মনসার বাহনও যে এককালে তাহার প্রতীক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিভিন্ন বাহন বা প্রতীক হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবী মনসা একাধারে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং

ইন্দ্রের শক্তি। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র একই আদিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে বৈদিক সমাজে উপাসীত হইতেন! সুতরাং তাহাদের শক্তিও যে বৈদিক দেবী তিনি যে সোম, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবী মনসার রূপ ও বাহন হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহার আবাস শ্মশানের সন্ধান হইতেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

মন্দোপসার আবাস

বলয়ং মনসার আবাস শিজুয়া পর্বত ও শিজবৃক্ষ। 'শিজ' শব্দের অর্থ প্রদীপ। সুতরাং গৌণ অর্থে শিজ শব্দ দ্বারা অগ্নির জ্যোতি বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং শিজুয়া পর্বতের অর্থ "জ্যোতি-পর্বত" এবং "শিজবৃক্ষের

বৃক্ষবাচক "বনস্পতি"[২] শব্দ বৈদিক সাহিত্যে অগ্নি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর বৃক্ষবাচী 'বিল্ব'[৩] শব্দের ব্রাহ্মণাদিতে জ্যোতি অর্থে ব্যবহার রহিয়াছে।

আদিত্যকে একটি সুন্দর ফুল বা ফলের সহিত কল্পনা করিয়া তাহার আশ্রয় একটি বৃক্ষেরও কল্পনা হইয়াছিল। ইহাই জ্যোতিবৃক্ষ। আদিত্য এই বৃক্ষেই অবস্থান করেন। বৃক্ষটি দেখা যায় না, তাই ইহা অদৃশ্য বা জ্যোতির্ময়। বৈদিক যজ্ঞে আদিত্যের আসন তাই বৃক্ষের শাখা বা বৃক্ষের কাণ্ড। আধুনিক পুজাতে তাহা ঘটের পল্লবে পরিণত।

বঙ্গদেশে উপাসীত দেব দেবীর ভিতর ষষ্ঠী, চণ্ডী, দুর্গা, বিষ্ণু, প্রভৃতির আসন পবিত্র বৃক্ষসমূহ রহিয়াছে। ষষ্ঠীর শেওড়া, চণ্ডীর

---

(১) শিজ প্রদীপঅর্থে লৌকিক ব্যবহার।

(২) অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ। বনস্পতিঃ অগ্নিঃ (সায়ন) ঋক্ ১।১৩।১১।

(৩) বিল্বং জ্যোতিরিতি বা আচক্ষতে। ঐঃ ২।১

শেওড়া, দুর্গার বিল্ব, বিষ্ণুর তুলসী। সেইরূপ দেবী মনসারও আবাস-স্থান অগ্নি-স্বরূপ মনসা সিজ।

পর্বতশিখরও আদিত্যের আবাসস্থান। তিনি উদয়াচলে উদিত হন, মেরুতে অবস্থান করেন এবং অস্তাচলে অস্তগমন করেন। এই সকল কল্পিত জ্যোতির্ময় পর্বতশ্রেণী আকাশে অবস্থিত। সুতরাং জ্যোতির্ময় অগ্নিসম শিজাচলে বাসকারিণী দেবী মনসা এবং জ্যোতি-পর্বতসমূহে বাসকারী আদিত্য একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র।

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, বিরাট ভারতীয় সমাজে কোথাও বিচ্ছিন্নতা ছিলনা। যাহাই বৈদিক, তাহাই লৌকিক উপাসনার প্রতীক ছিল। পার্থক্য ছিল শুধু জাকজমক, মন্ত্র-তন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের ইতর বিশেষে। দেবসমাজে যে সকল পূজাপদ্ধতি সাড়ম্বরে ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সহকারে সম্পন্ন হইত, তাহাই বিশ-সমাজে ক্রিয়াকাণ্ড-বিবর্জিত সাদাসিধাভাবে অনুষ্ঠিত হইত। দেবগণের পূজা কর্মকাণ্ডবহুল এবং পশুহননাদি দোষ দুষ্ট এবং বিশ বা জনগণের পূজাতে কর্মকাণ্ডের অল্পতা এবং পশুহননাদির অভাব ছিল।[১]

এই প্রবন্ধের (ক), (খ), (গ), (ঘ) দ্বারা চিহ্নিত স্থান হইতেই শ্রীসেন তাহার মনসা সম্বন্ধীয় নূতন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং মনসা বিজয়েব ভূমিকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১। এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য। Sankarananda: *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus,* Vol. I (1st and 2nd editions); শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম, এ "কেতকাদাসের মনসা মঙ্গল"। উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল, এম, এ; পুঁথিপরিচয় পৃঃ ৩৫, মনসামঙ্গল, অজ্ঞাত: "ব্যাঘ্রবাহিনী সর্পাভরণভূষিতা দেবী চণ্ডিকা। ডাঃ সুকুমার সেন, এম, এ পি, এইচ ডি: বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১০৬,: বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গল।"

বাস্তোস্পতি (Notes, p. 295 ; 1. 18. 3.)

শ্রীসেন বলেন, "In Rv. 7. 33. 11. and 10. 61. 7 the gods are said to have collected the seed spilled in a lotus (Pushkara) and to have fashioned (niratakshan) Vastospati the Observer of Ordinances (vratapa) from out of the seed spilled on the ground by Prajapati."

কিন্তু শ্রীসেন পূর্বেই বলিয়াছেন যে ঋক ৭. ৩৩. ১১ এ বসিষ্ঠের জন্মকথাই আছে। এবং তাহার জন্ম হইয়াছিল পদ্মে সিঞ্চিত ব্রহ্মবীর্যে। সুতরাং বাস্তোস্পতির জন্মকাহিনীর সহিত এই স্থানে বসিষ্ঠের জন্ম-কাহিনীর প্রথম অংশ জুড়িয়া দিবার সার্থকতা কোথায়? কারণ বাস্তোস্পতির জন্ম ঋগ্বেদ অনুসারে হইয়াছিল প্রজাপতির বীর্যে এবং তাহা পতিত হইয়াছিল ভূমিতে, পদ্মে নহে। এই দুইটী পৃথক কাহিনীকে যোড়াতালি দিবার সার্থকতা কি? দুই কাহিনীর পার্থক্য নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বসিষ্ঠ	বাস্তোস্পতি
সপ্তম মণ্ডল	দশম মণ্ডল
মৈত্রাবরুণিবশিষ্ট ঋষি	নাভানেদিষ্ট মানব
দৈব্য-ব্রহ্মণ পিতা	প্রজাপতি পিতা
উর্বশীকে দেখিয়া রেতঃস্খলন	স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া রেতঃস্খলন্
পদ্মে পতিত	পৃথিবীতে পতিত
বিশ্বদেবগণ কর্তৃক দেহ নির্মিত।	সাধ্যগণ কর্তৃক দেহ নির্মিত।

বাস্তোস্পতির সহিত দেবী মনসার সাদৃশ্য প্রমাণ করিতে গিয়া,

শ্রীসেন যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব! না হইলে যে বাস্তোষ্পতি—জরৎকারু—মনসা, হয় না!

* * * *

দেবী মনসা ও তাহার সহিত যে সকল লোকের সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে, মনসা চরিতে তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ মাত্রই করা হইল। এবং দেবী মনসার ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানে তাহার যে বিভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে দেবী মনসা একাধারে, আদিত্য, সোম ও সর্পদেবী।

কিন্তু তাহার একটী পার্থিব রূপও মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তাহাতে মনে হয় কোনও সর্পবিষনাশিনী বাদিয়া নারীর কাহিনী হয়ত ইহার মূল কাঠামো ছিল। কারণ জরৎকারু মুনিকে যাযাবর (বাদিয়া?) ঋষিবংশীয় বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। এই বাদিয়া নারীর কাহিনীর সহিত পৌরাণিক কাহিনীর সংযোগে লৌকিক দেবী মনসার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ সমুদ্র মন্থনের যে বিবরণ আমরা পুরাণে পাই, তাহাকে বিকৃত করিয়া সর্পদেবীর কাহিনীর সহিত খাপ খাওয়ানোর জন্য তাহাকে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা হইয়াছে।

শিবের বিষ পানে মৃত্যু ও চণ্ডীর চিতা সাজানো প্রভৃতি ঘটনা দেবদেবীকে স্থূল মানব মানবীতে রূপান্তরিত করিয়াছে! ইহাতে তৎকালীন সমাজের ছাপই পড়িয়াছে। মূলকথা সমগ্র মনসা চরিতাখ্যান একটী পার্থিব কাহিনীর পৌরাণিক রূপ বলিয়াই মনে হয়।

* * * *

এই উপাখ্যান হইতে মুশলমান আমলে হিন্দু সমাজের যে কি অবস্থা ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। নারীর সতীত্ব বলিতে আমরা

এখন যাহা বুঝি তাহা তখন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ গৌরীর কাচুলীনির্মাতাকে এবং মুশলমান সেনানীকে রতি দান স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে ইহা তত দোষের ছিল না। মুশলমান সংসর্গে গৌরীর গর্ভে হাসান ও হোসেনের জন্ম হইল। (মনসাবিজয় intro. x বিষ্ণুপালের কবিতা)

*　　　*　　　*　　　*

হিন্দুগণ অতি সন্তর্পণে ও গোপনে নিজেদের দেবতার পূজা করিত। কারণ, জানিতে পারিলে মুশলমান নবাব ও তাহার ফৌজ ও কাটমোল্লার দল, সেই পূজা পণ্ড করিয়া দিত। রাখালগণের মনসা পূজা ব্যাপারে আমরা এই অবস্থার সন্ধান পাই।

*　　　*　　　*　　　*

শিব কর্তৃক মাতাকে বিবাহ ও শিবের পিতা কর্তৃক কন্যাকে বিবাহ করিবার কাহিনী তদানীন্তন সমাজের নহে। তাহা অতি প্রাচীন সমাজের কথা। যে সময়ে সমাজ গঠিত হয় নাই, যখন নর ও নারীই মাত্র একমাত্র সম্বন্ধ ছিল ইহা সেই সময়ের কাহিনীর অবশেষ।

মনসা চরিত সমূহে বাঙ্গালার যে সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে বাঙ্গালার সর্বত্র এক সামাজিক ব্যবস্থা ছিল না। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে মুসলমান শাসন দৃঢ়বদ্ধ থাকায় সেই অঞ্চলে হিন্দু সামাজিক নিয়ম স্বাভাবিক ভাবেই শিথিল ছিল। গৌরীর উপাখ্যানে তাহাকে মুশলমান ধর্ষিতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য যোড়াতালি দিবার জন্য মুশলমানটী যে ছদ্মবেশধারী শিব তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু শিব গৌরীকে নিয়া ঘর করিতে দ্বিধা করেন নাই। এরূপ বহু ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। মুশলমান কর্তৃক অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীও আবার তাহাদের নিকট

হইতে ছিনাইয়া আনা হইত এবং তাহাকে সমাজে গ্রহণ করাইতে কোনও বাধার সঞ্চার হইত না।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজের এই অবস্থা থাকার দরুণই মেলবন্ধনকার দেবীবর ঘটকের ও নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দনের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। আর ধর্মজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। ভগবান শ্রীচৈতন্য শ্রীহট্টের অধিবাসী হইলেও তাঁহার লীলাস্থল পশ্চিমবঙ্গে এবং তাহার আবির্ভাবই বঙ্গে মুশলমান-ধর্ম-বিজয়কে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গে মুশলমান শাসন কায়েমী না হওয়াতে সেই অঞ্চলের হিন্দু সমাজ শিথিলমূল হয় নাই। ফলে প্রাচীন রীতিনীতি বহুলাংশে ঐ অঞ্চলেই রক্ষিত হইয়াছিল।

* * *

বিশ্ববাণীতে লেখা আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছিল, "বিরাট ভারতীয় সমাজে কোথাও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। যাহাই বৈদিক তাহাই লৌকিক উপাসনার প্রতীক ছিল।" এই সিদ্ধান্ত যে অতি সত্য তাহা ঋগ্বেদ সহায়ে প্রমাণ করিতে পারা যায়। কারণ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন ঋগ্বেদে পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও মূর্তি প্রতীকের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন,

শ্যেন গরুত্মান—আদিত্য। তিনি এখন বিষ্ণুর বাহনে রূপান্তরিত। আদিত্য পদবী হইতে ইনি হইলেন বিষ্ণুর ধ্বজ বা চিহ্ন, তাই বিষ্ণু গরুড়ধ্বজ। এখন বিষ্ণু গরুড়-বাহন। (ঋক্ ৪।২৭)

হস্তী—বেদে ইন্দ্রকে হস্তীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পুরাণে এই হস্তী ইন্দ্রের বাহনে রূপান্তরিত। (ঋক্ ৮।৩৩।৮)

বৃষ—বৃষ, ইন্দ্র ও আদিত্যের প্রতীক। ইন্দ্র বৃষরূপ ধারণ করিয়া সূর্যবংশীয় রাজার বাহন হইয়াছিলেন। বৃষের ককুদে আরোহণ করিয়া-

ছিলেন বলিয়া তাহার নাম 'ককুৎস্থ' এবং তাহার বংশ "কাকুৎস্থ্য"। বর্ত্তমানে বৃষ শিবের বাহন। (ঋক্ ১।৫৪।২-৩)

গোধা—সায়নের মতে গোধা "গায়ত্রীর" প্রতীক। পুরাণে গোধা চণ্ডিকার প্রতীকে পরিণত! দেবী চণ্ডিকা স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুকে কৃপা করিয়াছিলেন। (ঋক্ ১০।২৮।১০-১১)

এই তালিকা লৌকিক ও বৈদিক সংস্কৃতির পার্থক্য সম্বন্ধীয় ধারণার নিরাস করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অবৈদিক বলিয়া চিহ্নিত 'মূর্তির' ব্যবহার যে ঋগ্বেদের ঋষি সমাজে প্রচলিত ছিল তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন—

১। ইন্দ্রের মূর্তির কাহিনী। ১০টী গোরুর বদলে ইন্দ্রের মূর্তি বিক্রীত হইতেছে এইরূপ ঘটনা ঋগ্বেদে রহিয়াছে (ঋক্ ৪।২৪।১০)

২। সোনার মন্দিরে অশ্বের মূর্তির প্রতিষ্ঠার সংবাদও ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ৪।২।৮)

৩। গোরুর মূর্তি—একটী গরুকে কাটা হইল। তাহার চর্ম দিয়া আরও একটী গোরু প্রস্তুত হইল এই সংবাদও ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। মনে হয় খড় ইত্যাদি দিয়া গরুর মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হয়ত গরুর চামড়া জড়াইয়া একটি গরুর মূর্তি প্রস্তুত হইত (ঋক্ ১।২৬১।৩)[১]

মূর্তিশিল্পের দ্রব্য।

১। ধাতু, ব্রোঞ্জ, তামা, সোনা বা রূপা হইতে যে মূর্তি প্রস্তুত হইত তাহাকে বেদে "স্থূণা" বলা হইয়াছে। (ঋক্ ৫।৬২।৭)

---

(১) এই জাতীয় গরুর মূর্তি গ্রীসেও ব্যবহৃত হইত। ফ্রেজার বলেন "So at Athens an ox, which appears to have embodied the corn spirit, was killed at an annual sacrifice, and his hide, stuffed with straw and sewn up, was afterwards set on its feet and yoked to a plough. J. G. Frazer ; Golden Bough, part IV. Vol. I. p. 224, (3rd. ed. 1914)

২। মৃন্ময় বা অন্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত মূর্তির নাম ছিল "অর্চা"। (ঋক্ ৫।৩১।৫)

এই সকল মূর্তির যে পূজা হইত, তাহা ঋগ্বেদ হইতে জানা যায় না সত্য, কিন্তু সোনার মন্দিরে স্বর্ণময় অশ্বের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা হইতে স্পষ্টই মনে হয় বৈদিক ঋষিগণও মূর্তিপূজক ছিলেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বৈদিক ও অবৈদিকে পার্থক্য কোথায়? সুতরাং বিশ্ববাণীতে লেখা আমার প্রবন্ধের যে সিদ্ধান্ত "বিরাট ভারতীয় সমাজে কোথাও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। যাহাই বৈদিক তাহাই লৌকিক উপাসনার প্রতীক ছিল। পার্থক্য ছিল শুধু জাকজমক, মন্ত্র, তন্ত্র, ক্রিয়াকাণ্ডের ইতর বিশেষে। দেব সমাজে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সমাজে) যে সকল পূজা পদ্ধতি সাড়ম্বরে ও জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সহকারে সম্পন্ন হইত, তাহাই বিশ-সমাজে ক্রিয়াকাণ্ড বর্জিত সাদাসিধা ভাবে অনুষ্ঠিত হইত। দেবগণের পূজা কর্মকাণ্ডবহুল এবং পশুহননাদি দোষদুষ্ট এবং বিশগণের পূজাতে কর্মকাণ্ডের অল্পতা এবং পশুহননাদির অভাব ছিল", তাহাই সত্য বলিয়া প্রমানিত হইতে চলিয়াছে।

* * *

আমাদের সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভারতে আর্য ও অনার্যের দ্বন্দ্বের কথা বলিতে চান তাহা অপ্রমাণিত হইয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার ইউরোপ খণ্ডে প্রবেশ ও জার্মাণ পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'ইন্দো-ইউরোপীয়' ভাষা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইতেই উপরি উক্ত মতবাদের সৃষ্টি। শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ ভাবিয়া বসিলেন যে আর্যরা শ্বেতকায় ছিলেন। কিন্তু আর্য ভাষার আদিমতম নিদর্শন যে বেদ তাহা প্রকাশিত হইল এমন দেশে যে দেশের অধিকাংশ লোকই শ্বেতকায় নহে এমন কি কণ্ব, অসিত, দেবল, প্রভৃতি ঋষিরাও শ্বেতবর্ণের

লোক নহেন। সুতরাং বেদ নামক প্রাচীন আর্য-গ্রন্থ যে অশ্বেতকায় লোক সমাজেরই কীর্তি তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাস হইতে দেখা যায় শ্বেতকায়গণের ভিতরে গ্রীকরাই প্রথমে সভ্যতার আলোক পায়। তাহারা অক্ষর শিখে ফিনিসিয়গণের নিকট হইতে। তাহা খৃঃ পূঃ ৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা। কিন্তু ঋগ্বেদেই আমরা "সহস্র অক্ষরী" (ঋক্ ১।১৬৪।৪১) লিপির সন্ধান পাই। মিশরীয় লিপির চিত্রাক্ষর মাত্র ছয় শতের কিছু অধিক ছিল।

মহেঞ্জোডারো হইতে যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ফিনিসীয় লিপির অনেক পূর্ববর্তী এবং আমার মতে ফিনিসীয় লিপি সিন্ধু লিপি হইতেই উদ্ভূত।

ইউরোপীয়গণ যে ম্যাসিডোনিও আক্রমণকারীকে নিয়া উল্লাস করেন, সেই ম্যাসিডোনিয়গণকে গ্রীকরা বর্বর নামে অভিহিত করিত। সুতরাং গ্রীসের সামান্য মাত্র অংশে সেই সময়ে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। তাহাও ফিনিসিয়া ও ক্রীট হইতে ধার করা। কিন্তু ভারতবর্ষে তাহাদের ২০০০ বৎসর পূর্ব হইতে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তখন লিপিবিদ্যা পূর্ণ বিকশিত।

এই আলোচনা হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ইউরোপের অধিবাসিগণ যখন গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন, যখন তাহারা আমমাংস আহার করিয়া বন্যপশুদের চর্ম পরিধান করিত এবং গুহাগহ্বর ব্যতীত বাসস্থানের সন্ধান জানিত না, তখন ভারতবর্ষে পূর্ণ সভ্যতার বিকাশ। এই পূর্ণ সভ্যতার বিকাশ কোনও শ্বেতজাতি কর্তৃক হয় নাই, ইহা ভারতীয় অশ্বেতকায় লোকেরাই করিয়াছিল। শ্বেতকায়েরাই অসভ্য ও বর্বর ছিল। সেই অসভ্যও বর্বর শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণ ভারতীয় বণিক-পণি, ক্ষত্রিয়-কেল্ট এবং ব্রাহ্মণ-ড্রুইড্ দ্বারা (দ্রাবিড়) সভ্যতা-

লোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং শ্বেতকায় ইউরোপীয়গণই অনার্য ছিল এবং ভারতীয় ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া ভাষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়া আর্যত্বে উন্নীত হইতে চলিয়াছে মাত্র। এই ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতগণ মূর্খের ন্যায় অবিরত পশ্চিমপ্রসারী দৃষ্টি নিয়া বসিয়া আছেন এবং ছাত্রগণকে নানাপ্রকার মিথ্যা ও অর্ধসত্য ইতিহাস-কাহিনী শিক্ষা দিয়া ভাবী ভারতের গঠনে বাধা দিতেছেন।

* * *

অবিচ্ছিন্ন ভারতীয় সভ্যতায় বৈদিক ও অবৈদিক সভ্যতার মূল কোথায় তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়া আমরা মূল বিষয় হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছি।

মূল কথা হইল, সর্পোপাসনা অনার্য নহে এবং সর্পদেবীও অনার্য-সেবিতা দেবী নহেন। বর্তমানে তিনি ভারতীয় আর্য সমাজেরই অনুন্নত সম্প্রদায় কর্তৃক উপাসীতা দেবী। পূর্বে তিনি সোম বা নাগ-দেবীরূপে আর্য সমাজের কোনও কোনও উন্নত সম্প্রদায় কর্তৃকও উপাসীত হইতেন।

মানবের সমাজের যেমন ক্রমবিকাশ হয় তেমনি তাহাদের দেব-দেবীরও ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। অনুন্নত আর্য সমাজের দেবী মনসাও উচ্চবর্ণের হাতে পড়িয়া তাহার পূর্ব অবিকশিত রূপ হারাইয়া বসিয়াছেন। তিনি এখন চতুর্ভূজা, ত্রিনয়ণা এবং হংস, সর্প বা গজারূঢ়া। কিন্তু অনুন্নত সমাজে তিনি সর্বত্র এখনও তাহার প্রাচীন রূপ হারান নাই! তাঁহাদের নিকট, তিনি এখনও অর্দ্ধমানবী-অর্দ্ধসর্পাকারা। বর্দ্ধমানের গ্রাম্য অঞ্চলে বাগ্‌দী প্রভৃতি অনুন্নত শ্রেণীর আর্যগণের ভিতর তাঁর এই রূপেরই পূজা হইয়া থাকে!

* * *

আদিতে যিনি ব্রতকথার দেবী ছিলেন, সেই লৌকিক দেবী মনসা এখন নারী সমাজের হাত হইতে বাহির হইয়া পুরোহিতগণের হস্তে আবার নবরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণে বহু পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই গ্রন্থে, দেবী মনসার চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসঙ্গে, চন্দ্রধর, বেহুলা, লখাই প্রভৃতিরও চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাহাদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মনসা চরিত্র নিয়া অনেকেই কাজ করিয়াছেন, কিন্তু আমি গতানুগতিক ব্যাখ্যা প্রণালী ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যাখ্যার প্রবর্তন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। যাহারা মনসা চরিত নিয়া কাজ করেন, আশা করি এই গ্রন্থ তাহাদিগের প্রচেষ্টাতে অল্পবিস্তর সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

———

মনসা চরিত

১

পূর্বাভাষ

বঙ্গদেশে যে মনসাদেবী পূজিতা হইয়া থাকেন তিনি সর্বত্র এক দেবী নহেন। কিন্তু পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে যে দেবীর চরিত কাহিনী বিবৃত আছে তিনি সর্বত্র এক। পদ্মাপুরাণের সর্পদেবীর সহিত মধ্যযুগীয় নাগ বা জল দেবতা মিলিত হইয়া আধুনিক মনসার সৃষ্টি করিয়াছে। তাই দেবী মনসা একাধারে জল ও সর্পদেবী। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে এবং ভারত বহির্ভূত ভিন্ন ভিন্ন দেশে সর্পদেবতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনা রহিয়াছে। যেমন:

ঋগ্বেদ—ঋগ্বেদে সর্প মেঘস্বরূপ। মেঘকেই সর্প বলা হয়।[১] আবার ঋগ্বেদেই অগ্নিকেও সর্প বলা হইয়াছে।[২] মেঘ বা অগ্নিকে যে সর্প বলা হইয়াছে, তাহা তাহাদের সর্পত্ব নিবন্ধন নহে। সর্পের সহিত কোথাও তাহাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে তাই তাহাদিগের আখ্যা সর্প।

মেঘের যে ঘন কৃষ্ণ রং বা তাহার যে বায়ুচালিত সর্পাকার রূপ তাহা হইতেই হয়ত মেঘকে সর্প বলা হইয়াছে। সর্পবিষের তীক্ষ্ণ জ্বালার সহিত অগ্নির দহন জ্বালার সাদৃশ্য হইতেই হয়ত অগ্নিকেও সাপ বলা হইয়াছে।

গ্রীক পুরাণের টাইফন ও চীনের ড্রাগন সর্পরূপ মেঘের দেবতা।

১। ঋক ১।৩২।২

২। ঋক ১।৭৯।১

সিন্ধুসীলমোহর—সিন্ধু সীলমোহরে দুইপ্রকার সর্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা,

(১) পাখীর ঠোঁট ও সাপের দেহ।[৩] মহেঞ্জোদারোর মিশ্রদেবতার ন্যায় ইহাও মিশ্র দেবতা বলিয়াই মনে হয়।

(২) ধ্যানমগ্ন সাধকের মস্তকে ফণাধারণ করিয়া দণ্ডায়মান সর্প। দেবতার মাথায় ফণা ধারণ করিয়া অবস্থিত সর্পের মূর্তি ভারতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের অখ্যাত অবস্থায়, মাথায় ফণা বিস্তার করিয়া সর্প তাহাকে আতপ হইতে রক্ষা করিতেছিল এইরূপ কাহিনী লোক কথায় রহিয়াছে।[৪]

যোগশাস্ত্রে—জীবাত্মাকে সর্পাকার বলিয়া যোগশাস্ত্রে কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি মূলাধারে নিদ্রিত।

তন্ত্রে—মূলাধারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া সার্দ্ধত্রিবলায়কারা ভুজগী বা কুলকুণ্ডলিনী নিদ্রিতা। শিব ফণিভূষণ। দেবী তারা সর্পালঙ্কৃতা।

পুরাণে—বলরাম 'শেষ নাগের' অবতার। সহস্রফণ অনন্তের মস্তকে পৃথিবী। সহস্রফণের শয্যায় বিষ্ণুর শয়ন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে—সর্পভয় নিবারিকা জাঙ্গুলী মহাবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়।

মিশরে—মিশরে অগ্নিরূপী সর্পের সন্ধান পাওয়া যায়। (fiery Asp) তাহার মাথায় জ্যোতিশ্চক্র।

ক্রীটে—ক্রীটে এক সর্পদেবীর পূজা হইত। তাহার সর্বাঙ্গে সর্পালঙ্কার। সর্পোপাসনায় নৃত্যগীত হইত এবং সর্পোদ্দেশ্যে নৈবেদ্যও দেওয়া হইত, চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটী সাপ একটী পাত্র হইতে কিছু আহার করিতেছে।

3. Mackay : Further Excavations. Pl. XCVI, 488.
4. Mackay ; op. cit. Pl CII, 9a.

বঙ্গদেশে সত্যিকারের সর্পদেবীরও উপাসনা প্রচলিত আছে। ইহা বর্দ্ধমানের বাগদী প্রভৃতি লোকের ভিতর প্রচলিত।

পদ্মাপুরাণ কথিত চন্দ্রধরের কাহিনী হইতে দেখা যায় যে সর্পদেবী পদ্মার উপাসনা উচ্চবর্ণের ভিতর ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয় সমাজে প্রচলিত জলদেবতা বা নাগোপাসনার সহিত লৌকিক সর্পদেবী মনসাকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মনসার ভাসানের করুণ মধুর কাহিনী হয়ত ধীরে ধীরে সমাজের উচ্চবর্ণকে দেবীর প্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলে। সেইজন্যই মনসা আখ্যায়িকার সহিত গন্ধবণিক চন্দ্রধরের কাহিনীর সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * * *

নাগমাতা মনসার ভাসান গান সমাজ হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। তাই বলিয়া দেশ হইতে দেবীর পূজা উঠিয়া যায় নাই। দেবীর পূজা পূর্ববৎই হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই পূজাকে আশ্রয় করিয়া দেশে যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইত তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

মনসার ভাসান গান পূর্ববঙ্গেই বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। আর এই গানের প্রযোজক ছিল তখনকার সমাজ-জীবনে অখণ্ড অবসর। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িতেই দেশে জল আসিয়া পড়িত। তখন বর্ষাকাল। জলে সমস্ত মাঠ ভাসিয়া যাইত। সুতরাং ঘরের বাহিরে কোথাও কাজ নাই। ঘরের ভিতর বসিয়া ঝুড়ি, চাটাই ইত্যাদি বোনা ছাড়া চাষীর আর বিশেষ কাজ ছিল না। যাহাদের গরু থাকিত তাহাদের বিশেষ কাজ ছিল গরুর জন্য ঘাস কাটা। বর্ষার প্লাবনে প্লাবিত মাঠে নানাপ্রকার জলজ ঘাস হইত তাহা কাটিয়া নৌকায় করিয়া এক বোঝাই লইয়া আসিলেই সেইদিনের মত নিশ্চিন্ত।

এই প্রকার অবসর ছিল বলিয়াই ভাটী অঞ্চলে মনসার ভাসান গানের অত আদর ছিল। জ্যৈষ্ঠের নাগপঞ্চমী হইতে যে মনসার ভাসান গীত আরম্ভ হইত তাহা প্রায় দুই মাস আড়াই মাস ধরিয়া চলিত এবং পূর্ণা হইত ১লা ভাদ্রে পূজা শেষে এবং লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া।

শ্রীহট্টে দুই প্রকার পুঁথি পাঠক ছিলেন। গৃহস্থ পাঠক ও ব্যবসায়ী পাঠক বা কীর্ত্তনীয়া। সাধারণতঃ গৃহস্থ পাঠকই পদ্মাপুরাণ পাঠ করিতেন। আর ইহাদের পুঁথি পাঠই দুই মাস আড়াই মাস ধরিয়া চলিত।

* * * *

গরুর ঘাসের ব্যবস্থা করিয়া, গরুকে গোয়ালাতে (বর্ষাকালে যে স্থানে গরুকে বাঁধিয়া ঘাস খাইতে দেওয়া হয়) বাঁধিয়া সকালের ভাত খাওয়া হইল। বাড়ীর খুচরা কাজকর্ম কিছু থাকিলে তাহা সমাপন করিয়া একে একে গ্রামের লোক, গ্রামের জমিদার বা বর্দ্ধিষ্ণু কোনও ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পুঁথি খোলা হইল। বাইনের (বাজনাদারের) হাতে মৃদঙ্গ বা ঢোলক উঠিল। পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা গীত হইল। মৃদঙ্গের রোলে সমস্ত গ্রামখানি কাঁপিতে লাগিল।

গৌরচন্দ্রিকার পরে দিশা। দিশা অর্থাৎ দিক্ নির্ণয়। অর্থাৎ কোন বিষয়ক গান হইতেছে দিশা শুনিলেই তাহা জানা যাইত। পয়ারের ছন্দে এই সকল দিশা লাগান হইত। ইহা পয়ার পাঠের একঘেয়েমি দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে এই সকল দিশা দেওয়া আছে। গোরখবাণীতেও এই জাতীয় দিশার ব্যবহার আছে। তাহার নাম "ঠেক"। শক্তিমান পাঠক স্বরচিত দিশা-ই ব্যবহার করিতেন।

দিশা কি ভাবে পয়ার ছন্দে সংযোজিত হইত, তাহার দুই একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল।

*　　*　　*　　*

দিশা— দীনহীন কাতরে ডাকে মা তোরে।
চরণ ছায়া দে মা আমারে।

ইহা পয়ারের সহিত যোগ করিবার জন্য সংযোজক ছন্দও ছিল, যেমন—

ছন্দ সংযোগ—আমি ডাকি মা মা বলে মায়ে শুননা।
পতিত পাবনী নামটি ছাড় আর ডাকব না (গো)
দীনহীন কাতরে ডাকে মা তোরে
চরণ ছায়া দে মা আমারে॥

এই দিশা ও ছন্দ মাতৃভাবোত্তক পয়ারে লাগান হইত। আবার যে স্থানে প্রেম-ভক্তিরসাত্মক বিষয় পড়িত তাহাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের দিশার ব্যবহার হইত। যেমন,

দিশা— বাঁইশে (বাঁশীতে) ডাকে ঘণে ঘণে।
কি বাদ ছিলরে বাঁশী অবলার সনে।

ছন্দঃসংযোগ—যে ঝাড়েতে থাক বাঁশী ঝাড়ের লাগাল পাই।
জড়ে পেড়ে উগাড়িয়া সায়রে ভাসাই (রে)।
বাঁইশে ডাকে ঘণে ঘণে—
কি বাদ ছিলরে বাঁশী অবলার সনে (রে)।

অথবা,

দিশা— আমার প্রাণ যায় প্রাণনাথের খেদেতে
(শ্যামচান্দে) কোন কলে বাজায় গো বাঁশী শোন্‌গো ললিতে।

ছন্দঃসংযোগ—কুলনাশা শ্যামের বাঁশী তরল বাঁশের আগা।
কেমনে জানিলায় বাঁশী আমার নামটি রাধা।
আমার প্রাণ যায় প্রাণ নাথের খেদেতে,
(শ্যামচান্দে)—কোন কলে বাজায় গো বাঁশী শোনগো ললিতে।

পয়ারের কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া একবার করিয়া দিশা লাগান হইত। প্রথমে দিশাটি ছন্দসংযোগ সহ গান করিয়া পরে তাহা পয়ারে লাগান হইত। তাহা শেষ হইলেই ঝুমুর। ঝুমুর শেষ হইলে আবার পাঠ। ইহাতে পাঠকের যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ ঘটিত। আর পয়ার পাঠের বৈচিত্র্যহীনতার ভিতর ইহা বৈচিত্র্যও আনিয়া দিত।

লাচাড়ি ও ত্রিপদী সাধারণ ভাবেই সুর করিয়া পঠিত হইত।

পদ্মাপুরাণ পাঠে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইত, তাহাতে ধনীদরিদ্র, উচ্চনীচ কেহই বঞ্চিত হইত না। এই আনন্দ ছিল সার্বজনীন।

* * * *

এই আনন্দ, সমাজ জীবনে প্রচুর অবসর না থাকিলে সম্ভব হয় না। প্রাচীন ভারতে এই বর্ষার সময়েই পুরাণ পাঠ হইত। প্রাচীন কালের যে চাতুর্মাস্যের কথা মহাভারতাদিতে লিপিবদ্ধ আছে, আর যে চাতুর্মাস্যে পুরাণ কাহিনী শ্রবণই ঋষিগণের একমাত্র কার্য ছিল এবং যাহার পাঠক ছিলেন অব্রাহ্মণ সূত; পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ পাঠে আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি দর্শন করি।

কর্মহীনবর্ষা, অবিরত বারি বর্ষণ, নিশ্চিন্ত কৃষক! সেই সময়ে পদ্মাপুরাণ পাঠ যে প্রাচীন ভারতের চাতুর্মাস্যের আমেজ আনিয়া দিত তাহাতে সন্দেহ নাই, আর পদ্মাপুরাণ পাঠককেও পুরাণ পাঠকের সমান মর্যাদার অধিকারী করিয়াও তুলিত।

যে দিন যায় তাহা আর আসে না—আসিতে পারে না। প্রাচীন ভারতের অরণ্যে যে চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপিত হইত, যে চাতুর্মাস্যের সময় ভিক্ষুরা একত্রে কোনও গুহায় বাস করিতেন, তাহার শেষ পরিণতি আমরা পূর্ববঙ্গের পদ্মাপুরাণ পাঠে অবলোকন করিয়াছি।

যে সমাজে ইহার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল, সেই সমাজ চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। সমাজে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, ভদ্র ইতর, সর্বশ্রেণীর লোক তখনও এখনকার মতই ছিল সত্য, কিন্তু পার্থক্যটী ছিল সম্পূর্ণ বাহিরের। মনের দিক দিয়া তাহাদের ভিতর কোনও পার্থক্য লক্ষিত হইত না, কারণ, উচ্চনীচ সমাজের সকল লোকই একই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের রসধারায় পুষ্ট ছিল।

যাহারা লেখা পড়া জানিত না, গ্রামের সেই সকল চাষী প্রভৃতি লোক হাতের কাজ নিয়া গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণ বা ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইত এবং রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে নিজের হাতের কাজ করিয়া যাইত। দিনের পর দিন এই-ভাবে চলিত। শুনিতে শুনিতে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী তাহাদের মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যাইত। অনেকের আবার কাহিনী মুখস্থ হইয়া যাইত, ভাষাশুদ্ধ। সুতরাং সমাজের উচ্চনীচ সকলের ভিতর একটী ভাব সাম্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই পার্থিব অবস্থার অসাধারণ পার্থক্য থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে চিনিবার বা বুঝিবার পক্ষে কোনও অসুবিধা ছিল না!

*　　　*　　　*　　　*

ভাটি অঞ্চলে (যে অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠমাস হইতে কার্তিকমাস পর্যন্ত সমস্ত মাঠ জলে ডুবিয়া থাকিত) বর্ষার শেষ দিকে, আশ্বিন-কার্তিক-মাসে, গরীবলোকের আহারের খুবই কষ্ট ছিল। সেই সময় তাহাদের

ভাত জুটিত না। সুতরাং অযত্ন-লভ্য আহার্যই তাহাদের জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় ছিল।

বর্ষার জলে প্লাবিত মাঠে প্রচুর ভেটের (কুমুদ) গাছ হইত এবং তাহা হইতে পদ্মডাটার মত ডাটাতে পাতা ভাসিয়া থাকিত। ইহার একপ্রকার ফুল হইত ও তাহা হইতে ফলও হইত। আর ভেটের গোড়াতে একপ্রকার কন্দ হইত।

গরীব লোক ভেটের ফল সংগ্রহ করিয়া আনিত। তাহাতে সরিষার ন্যায় একপ্রকার ছোট ছোট দানা হইত। এই দানা ভাজিলে তাহা হইতে একপ্রকার খৈ হয়। নমস্যুদ্র বা অন্যান্য গরীব জাতীয় লোক এই সকল ভেটের দানার খৈ আহার করিত বা তাহার বিনিময়ে চাউল সংগ্রহ করিত।

এই ভেটকে সংস্কৃতে "কুমুদ" এবং পশ্চিমবঙ্গে শালুক (হালুক-শ্রীহট্ট) বলা হইয়া থাকে। ভেটের খৈ পশ্চিমের "রামদানা"।

ভেটের গোড়াতে যে কন্দ হইত তাহা তাহারা ডুব দিয়া দিয়া তুলিয়া এক ঝুড়ির মত হইলে বাড়ীতে লইয়া আসিত। তাহা সিদ্ধ করিয়া গুড় সংযোগে আহার করা হইত। এই ভেটের কন্দ আহরণ এমন ব্যাপক ছিল যে তাহা হইতে "ডিটান" বা প্রবাদ বাক্য পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, "পতি (প্রতি) বুড়ে (ডুবে) হালুক (শালুক)"। অর্থাৎ ডুব দিলেই শালুক মিলিল আর কি! কয়েকটি কাজে কৃতকার্যতার পরে একটিতে অকৃতকার্য হইলে "পতি বুড়ে হালুক" বলিয়া শ্লেষ করা হইত।

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়াতে এইপ্রকার কুমুদ-কন্দভোজী লোকের কথা হিরোডোটাসের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন, Lotophagi, অর্থাৎ পদ্মভোজী—হিরো-

লোটাস lotus বলিতে কুমুদ (ভেট) বুঝিতেন। কারণ মিশরে যে ফুলকে lotus বলা হইত তাহা পদ্ম নহে, কুমুদ। হিরোডোটাস বলেন লোটাস মূল লেন্টিস্ক বেরির মত বড়। মিষ্টতায় ইহা খেজুরের ন্যায়। লাটোফাজীগণ ইহা হইতে একপ্রকার মদ্যও প্রস্তুত করিত। [১]

এতদ্ব্যতীত মাঠে একপ্রকার জংলী ধান হইত। পাকিলেই সেই ধান ঝরিয়া পড়িত বলিয়া ইহার নাম "ঝরা ধান"। ইহা সাধারণত গরুর ঘাস রূপেই ব্যবহার হইত। এই ধান সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন ছিল। তাই পাকিবার পূর্বেই আটদশটি ধানের ছড়া গিট দিয়া রাখা হইত এবং পাকিলে, ঐ গিটের নীচে ঝুড়ি ধরিয়া ঝাড়া দিলেই ঝরঝর করিয়া ধান ঝুড়িতে পড়িত। ইহার চাউল করিয়াও দরিদ্রগণ আহার করিত। পরবর্তীকালে, অকর্ষিত জমিতে উৎপন্ন বলিয়া ঝরা ধানের ভাত শ্রীহট্টের সাবিত্রী ব্রতচারিণীরা আহার করিতেন।

আহারে যেমন কষ্ট বস্ত্রপরিধানেও তদ্রূপ। অধিকাংশ লোকই হয় গামছা না হয় লেংটী (কৌপীন) পরিয়া থাকিত। শীতের সময় সকলের কাঁথাও জুটিত না। সুতরাং তাহাদের আশ্রয় ছিল খড়ের গাদা। নীচে খড় বিছাইয়া, তাহার উপর ছেঁড়া কাপড় পাতা হইত। উপরেও তেমনি ছেঁড়া কাপড় দিয়া তাহার উপর আবার খড় বিছাইয়া শীতের রাত্রি যাপন করিতে হইত।

দিয়াশলাইর তো কথাই নাই সকলে চকমকিও যোগাড় করিতে

---

(১) Herodotus : The Libiyans, 177

"A promontory jutting out into the sea from the country of Gindanis is inhabited by the Lotophagi, who live entirely on the fruit of the lotus tree."

"The lotus fruit is about the size of the lentisk berry, and in sweetness resemble the date. The Lotophagi even succeeded in obtaining from it a sort of wine."

পারিত না। তাই দরজার পাশে একটি গর্ত্তে তূষ দিয়া আগুন জিয়াইয়া রাখা হইত। দরকার মত ফুঁ দিয়া তাহা হইতে আগুন তোলা হইত। ইহাকে "আগুইনআল" (অগ্নিশালা) বলা হইত।

*　　　*　　　*

আহার বিহারে এইপ্রকার চরম কষ্ট সত্বেও লোকের মনে আনন্দের অভাব ছিল না। ভাদ্রমাসে মনসাপূজা ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পিঠা-পার্ব্বণে দেশের লোক মাতিয়া উঠিত।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তিকে তিলুয়া সংক্রান্তি বলে। কারণ এই সময়ে তিল দেওয়া কদমা,—যাহা তিলুয়া নামে প্রসিদ্ধ—আহার করিতে হইত। পশ্চিমে ইহা সত্যিই তিল সংক্রান্তি। [১] কারণ এই দিনে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া বৎসরের প্রথমে তিল আহার করেন।

এইদিনে আপামর সাধারণ সকলের ঘরেই কিছু না কিছু পিঠা হইত। কিছু চাউল, তেল ও গুড় হইলেই পিঠা হইয়া যাইত। চাউলের গুড়ি করিয়া গুড় মিশ্রিত করিয়া তেলে ভাজিলেই মালপোয়া বা মালপুয়া হইত।

যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাবান্ তাহারা নারিকেলের পুর দিয়া পিঠা প্রস্তুত করিতেন। এইপ্রকার পিঠার জন্য গুড়ি সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন ছিল। সিদ্ধ গুড়িকে রুটির মত বেলিয়া তাহাতে নারিকেলের পুর দিয়া সিঙ্গাড়ার মত করা হইত। পরে তাহাকে আবার বাষ্পে সিদ্ধ করা হইলে আহারের উপযোগী হইত। এই বাষ্পে সিদ্ধ করিবার জন্য একপ্রকার ছিদ্রওয়ালা হাঁড়ীর ব্যবহার ছিল। তাহাকে "ঘাই হাড়ী" বলা হইত। "ঘাই হাড়ীতে" পিঠা ভর্তি করিয়া তাহা অপর

---

(১) বিশ্বভারতীর হিন্দীভবনের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপূজন তেওয়ারী এম্, এ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

একটি হাড়ীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। নীচের হাড়ীটিতে জল থাকিত। সেই জল ফুটিয়া বাষ্পাকারে ঘাই হাড়ীর ভিতর ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিত এবং পিঠাগুলি তাহাতে সিদ্ধ হইয়া যাইত।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই 'ঘাই হাড়ীর' অপর ব্যবহারও ছিল। ইহা "বিরইণ" নামক চালের ভাত রঁাধিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। "বিরইন ধানের চাউল" জলে সিদ্ধ করিলে কাদার মত হইয়া যায়। তাই তাহা ভাপে সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা খুব মিষ্টি এবং ভাত যখন হয় তখন কতকটা পিঠার মত হইয়া পড়ে। ইহা ঘি, মাছ, ডিম, মাংস ভাজা, ক্ষীর প্রভৃতি দিয়া খাওয়া হইয়া থাকে। তিলুয়া সংক্রান্তিতে মাছ বা মাংস ভাজা দিয়া বিরইন ভাত অতি উপাদেয় খাদ্য।

* * *

এখনকার মত অভাববোধ, সিন্দাবাদ নাবিকের উপাখ্যানের বৃদ্ধের ন্যায় লোকের কাঁধে চাপিয়া বসে নাই। অভাব তখনও ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোক শান্তিতে বাস করিত। মূলকথা জগৎকে আমরা এখন যত বাস্তব বলিয়া মনে করি, প্রাচীনগণ তত মনে করিতেন না এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া দুঃখভোগ করিতেন না। অবশ্য ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, তাহারা ঐশ্বর্য্য কামনা করিতেন না বা কলহবিবাদে লিপ্ত হইতেন না। সমস্তই ছিল, কিন্তু একটি অপার্থিব জগতের, নিজ ইষ্ট দেবদেবীর প্রতি একটি অসাধারণ আকর্ষণ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিত। দুঃখে দুদিনে, বিপদে আপদে ইহা তাহাদিগের পরম আশ্রয় ছিল। আর এই অপার্থিব আকর্ষণই তাহাদিগকে মৃত্যুকালে সংসার সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া দিয়া, তাহাদিগের মনকে পরলোকের দিকে উন্মুখ করিয়া দিত।

আমরা স্বচক্ষে এই জাতীয় ঘটনা বহু দেখিয়াছি। দেখিয়াছি

যাহারা সারাজীবন নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষার জন্য নানাপ্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা মোকদ্দমায় জড়িত থাকিতেন, তাহারাও মৃত্যুকাল আগত জানিতে পারিলেই সংসার সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তা করিতেন এবং মৃত্যুকালে ইষ্টের নাম করিতে করিতে তাহারা দেহত্যাগ করিতেন।

এই যে সমাজ, যে সমাজে এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী ভাবধারা একসঙ্গে একই লোকের মনে বাস করিয়া তাহাকে অন্তে মুক্তির পথে লইয়া যাইত, সেই সমাজ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

২

দেবী মনসা

সর্পভীতি ও দেবী মনসার পূজা

পূর্ববঙ্গের ভাটী অঞ্চলে বর্ষাকালে সাপের ভয় প্রবল। কারণ ঐ সময়ে সমস্ত মাঠ জলে প্লাবিত হওয়ার ফলে সর্পকুল নিরাশ্রয় হইয়া গ্রামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সেইজন্য এই সময়ে সর্পদংশনে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। অনেক সময় দেখা যায় মাঠের মাঝখানে যে সকল গাছ জলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের ডালে আশ্রয়চ্যুত সাপের দল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এবং অসাবধান নাবিক ঐ গাছের নিকট দিয়া গমন করিলে তাহারা নূতন আশ্রয়ের আশায় তাহার নৌকার উপর উঠিতে চেষ্টা করে। একদল সর্পশিকারী এই সময়ে বেশ অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। তাহারা বড়শীর সাহায্যে সাপকে বিঁধিয়া ধরিতে থাকে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা লইয়া

যায়। এইভাবে ধৃত প্রতি সাপের জন্য যে একটি নির্দিষ্ট মূল্য ধরা আছে, তাহা ইহারা পায়।

এই সকল ভাটী অঞ্চলে সর্পভীতির প্রাবল্যের দরুণ সর্পমাতা বা নাগমাতা "বিষহরীর" বিশেষ পূজা। আচণ্ডাল ব্রাহ্মন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে এই দেবীর অর্চনা করিয়া থাকেন।

দেবীর জন্ম ও সৃষ্টিরহস্য

এই দেবী প্রাচীনা নহেন। নবীনা। অপর দেবদেবীগণ যখন পৃথিবীতে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন, তখন এই নবীনা নবোদ্ভূতা দেবীর আবির্ভাব হইল। দেবীর জন্মকাহিনী অদ্ভুত।

কথিত আছে মন্মথশর-বিদ্ধ শিবের বীর্যপাত হয়। তাহা পদ্মপত্রের উপর পড়ে। সেই বীর্য পাতালে গমন করে। তাহা শিববীর্য জানিতে পারিয়া নির্মানি সেই বীর্য হইতে দেবী মনসার শরীর গঠন করিয়া তাহাতে প্রাণসঞ্চার করেন।

এই অতি অবৈজ্ঞানিক ও অনৈসর্গিক সৃষ্টির কাহিনীকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং ইহার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শ্রীসেন এই জাতীয় আরও দুইটি বৈদিক জন্মকাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের একটি বশিষ্ঠের অপরটি বাস্তোষ্পতির। কিন্তু ইহা ছাড়াও এই জাতীয় জন্মকাহিনী ঋগ্বেদে আরও আছে। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে আদিত্যের জন্ম প্রজাপতির মন-সম্ভূত রেত হইতে হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

মানস সৃষ্টি

দেবী মনসা, বাস্তোষ্পতি ও বশিষ্ঠের জন্মকাহিনী আমাদিগকে বৈদিক

সৃষ্টিতত্ত্বে লইয়া যায়। বৈদিক ঋষির মনে জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তরও বৈদিকসূক্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রশ্ন হইল,

"যখন সৎ (মূর্ত) ছিল না অসৎ (অমূর্ত) ছিল না, যখন জ্যোতি ছিল না, আকাশ তো ছিলই না, তখন বিশ্বকে আবরণ করিয়া কে বা কি ছিল?"

উত্তর হইল, "কুহ" (অন্ধকার)।

"কাহার শর্ম ছিল?"

"অম্ভ" (জল)।

"কি ছিল?"

"শুধু জল এবং জলই ছিল।"

"সেই সময় মৃত্যুও ছিল না অমৃতও ছিল না। না রাত্রি না দিন। সেই একজন (প্রজাপতি) জলে কুম্ভক করিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন। তখন অন্ধকার অন্ধকারকে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ছিল সর্বব্যাপী এক সীমাহীন, চিহ্নহীন জলরাশি। তুষ যেমন তণ্ডুলকে আবরণ করিয়া অবস্থান করে তেমনি এই জলের দ্বারা আবৃত যে প্রজাপতি ছিলেন, তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ জল হইতে বাহির হইলেন। তখন কাম (সিসৃক্ষা) তাহার অগ্রে (মনে) অবস্থান করিলেন। তাহার (সেই জল হইতে বহির্গত প্রজাপতির) মন হইতে জাত প্রথম রেতঃ হইতে সতের (মূর্ত) বন্ধু জন্মিলেন। তাহার রশ্মি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে।"

ইহা আদিত্যের জন্মকাহিনী। ইনি মানস সৃষ্টির প্রথম সন্তান। পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা এই জাতীয় মানস-সৃষ্টির আরও সন্ধান পাই। পুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা প্রথমে সনক, সনন্দন, সনাতন ও

সনৎকুমার এই চারিজন মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সৃষ্টিতে সত্বাধিক্য হওয়ার ফলে এই সকল কুমার-ঋষিগণের মনে সিসৃক্ষার উদয় হইল না। সুতরাং তাহারা জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মাকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিলেন না।

সুতরাং সত্বগুণের সহিত অধিকতর পরিমাণে রজ ও তম মিশ্রিত করিয়া প্রজাপতি অত্রি, মরীচি, কশ্যপ ও ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন। তাহারা দার গ্রহণ করিয়া সৃষ্টির কাজে প্রজাপতিকে সাহায্য করিলেন। এইভাবে মানস-সৃষ্টি হইতে ধীরে ধীরে জৈব পার্থিব সৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে।

মানসপুত্রের আখ্যায়িকা প্রচার করিয়া আদি সৃষ্টি কাহিনীকে ধামা চাপা দিবার কতকটা চেষ্টা থাকিলেও, নাসদীয় সুক্তেই এমন সঙ্কেত রহিয়াছে যাহা হইতে অনুমিত হয় যে, হিন্দুগণ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন না। অবশ্য তখনকার দিনে চিন্তাশীলতা ও পর্যবেক্ষণ সহায়ে যতটুকু তথ্য আবিস্কার করা সম্ভব, তাহা তাহারা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই সম্বন্ধে নাসদীয় সুক্তের "আনীদবাতং" (কুম্ভক) বাক্যের উদাহরণ দিতে পারি। বাক্যটি গূঢ়ার্থজ্ঞাপক। ইহা দ্বারা প্রাণবায়ুর চলাচল হীন অবস্থার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মৃত্যুর অবস্থা নহে। এই অবস্থা প্রাণীজগতের "এককোষ" (unicelluler) প্রাণী বিশেষে লক্ষিত হয়। ইহারা শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যতিরেকেই বাঁচিয়া থাকে এবং বর্দ্ধিত হয়। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে ইহা মৃত্যু নহে বা প্রলয়কালে সৃষ্টির সাম্যভাবে অবস্থানও নহে। ইহা জৈব সৃষ্টির সর্বপ্রথম ধাপ। তখন সবেমাত্র অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় জগৎ রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বায়ু তখনও অব্যক্তাকার। তাই বায়ু না হইলেও যাহারা

বাঁচিতে পারে সেই সকল এককোষ প্রাণীর তখন আবির্ভাব হইয়াছে। এই এককোষ প্রাণী নিজ শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া অপর কোষের (এককোষ প্রাণীর) জন্ম দেয়। ইহারাই হয়ত প্রজাপতির আদি মানস সন্তান। এই সৃষ্টিতে পুরুষ প্রকৃতির সংযোগের প্রয়োজন নাই! Tape worm নামক কৃমিও এইভাবেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই প্রাচীন সৃজন ধারণাই হয়ত বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি-কাহিনীর মূল ভিত্তি। এই সৃষ্টিতে পুরুষ-প্রকৃতির দ্বৈত ধারণার স্থান নাই। অর্থাৎ এই স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিতে পুরুষ বা প্রকৃতি কাহারও কোনও অবদান নাই।

ইহার পরের অবস্থাতে মাতৃনিরপেক্ষ সৃষ্টির কাহিনীর আবির্ভাব হইল। কিন্তু ইহাতে নির্মানির প্রয়োজন আছে। প্রজাপতির বীর্যে বসিষ্ঠ ও বাস্তোষ্পতির জন্ম হইল বটে, কিন্তু সেই বীর্যরূপ পদার্থ হইতে বসিষ্ঠের ও বাস্তোষ্পতির দেহ নির্মাণ করিলেন, যথাক্রমে বিশ্বদেবগণ ও স্বাধ্যগণ।[১]

মনসা কাহিনীও এই যুগের। শিববীর্য সহায়ে নির্মানি তাঁহার দেহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করিল। মনসার জীবনচরিতে এই মাতৃনিরপেক্ষ জন্মকাহিনীর আরোপ করিয়া তাঁহাকে বৈদিক দেবতার সমান সম্মান দিবার চেষ্টা হইয়াছে। যে দেবী প্রথমে আর্য সমাজের নিম্নস্তরের লোকের পূজাতেই সন্তুষ্টা ছিলেন, তিনি প্রথমে নিশ্চয়ই বৈদিক পুরোহিতকুলের দেবী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে

১। আগে শরীর সৃষ্টি করিয়া পরে তাহাতে প্রাণ সঞ্চার করার কল্পনা ইহুদী সমাজেও প্রচলিত ছিল। বাইবেলে কথিত আছে 'ভগবান মাটীর মূর্তির মত ধুলি হইতে আদমের শরীর গঠন করিয়া পরে তাহার নাসিকায় নিজ নাসিকা হইতে প্রাণ বা নিশ্বাস প্রদান করিলেন এবং মানুষ তখন জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হইল।' Ex. 2. 7.

বৈদিক মর্যাদা দিবার জন্যই যে তিনি অযোনিসম্ভবা বলিয়া কল্পিতা হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অযোনি সম্ভবা কৃত্যা

রামায়ণে কথিত আছে সীতার জন্ম হল-কর্ষণ হইতে। তিনি সেইজন্য পৃথিবীর দুহিতা।

মহাভারতের দ্রৌপদী বা যাজ্ঞসেনী যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূতা। ইনিও অযোনি সম্ভবা।

এই দুইজন মাতৃপিতৃ-নিরপেক্ষ সৃষ্ট দেবী কৃত্যা জাতীয়া। একজন রাবণ বধের জন্য ও অপর ভীষ্মবধার্থ সৃষ্ট হইয়াছিলেন। শত্রুহননের জন্য যজ্ঞাদি হইতে যে আভিচারিকা শক্তির উদ্ভব হয় তাহাকে কৃত্যা বলে।

পিতৃনিরপেক্ষ সৃষ্টি

পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের পুরাণ কাহিনীতে কথিত আছে যে তাহাদের উপাসীত দেবতা, তামাজ, হোরাস, আদুনোই (Adonis), যিশু প্রভৃতি কুমারী মাতার সন্তান।

বেদ পরবর্তী ভারতেও অনুরূপ ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। তাই দেবী অদিতি, দেবতা, গন্ধর্ব, ঋষি প্রভৃতির জননী হইয়াও কুমারী বা অচ্ছিন্নপত্রা।[১]

জন্মরহস্যের অজ্ঞতা প্রযুক্ত, প্রাচীন মানব মনে করিতেন যে সন্তানের

(১) অদিতের্দেবা গন্ধর্বাম মুষ্যা পিতরঃ সুরাঃ, তেষাম্ সর্বভূতানাম্ মাতা, মেদিনী, মহতী, মহী. সাবিত্রী. গায়ত্রী, জগতী, উর্বী, পৃথ্বী, বহুলা, বিশ্বভূতা, কায়া সা সত্যেতি অমৃতেতি বসিষ্ঠাঃ। তৈ, আ, ১০।২১।১। অদিতি অচ্ছিন্নপত্রা। কৌ, সং ১।১১ : মৈ, সং ১২।৩২৪ ; আপস্তম্ব ২।১.৬

জন্ম ভগবানের কৃপায় হইয়া থাকে। কারণ তাহারা লক্ষ্য করিতেন যে স্ত্রীপুরুষ একত্র বাস করিলেও সকল নারীর সন্তান হয়না। সুতরাং পুরুষ সান্নিধ্য সন্তান জন্মের যে হেতু নহে ইহাই তাহারা অনুমান করিয়াছিলেন। তাই প্রাচীনকালে এই সকল পিতৃনিরপেক্ষ জন্মের পুরাণ কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতে পৌরাণিক যুগে অদিতিকে আর কুমারী রাখা সম্ভব হইল না। তাই তিনি বাধ্য হইয়া হইলেন কশ্যপ (দ্যৌ) গৃহিণী। আর দেবগণ কশ্যপের ঔরসে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন।

*   *   *   *

দেবী মনসা কে ?

দেবী মনসা যে কোন দেবী তাহা জানিতে হইলে তাঁহার ধ্যানগুলি বিশ্লেষণ করিতে হয়। আর, যে সকল মনসা মূর্তির ধ্যান পাওয়া যায় না, সেই সকল মূর্তির রূপ বিশ্লেষণ হইতেই দেবীর স্বরূপ জানা যাইবে। রঘুনন্দনের মতে,

সুপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসা-দেবীং স্নুহীবিটপ সংস্থিতাম্।
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈরনন্তরম্।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল যে ভগবান বিষ্ণু যখন দেবগণ সহ নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন পন্নগী জাগিয়া উঠেন এবং সেই সময়েই স্নুহী বিটপ-সংস্থিতা দেবীর পূজার প্রশস্ত সময়। আর আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতেই এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

বিষ্ণুর নিদ্রা

মৎস্যপুরাণের মতে,

"শেতে বিষ্ণু সদাষাঢ়ে ভাদ্রে চ পরিবর্ততে
কার্তিকে প্রতিবুধ্যতে শুক্লপক্ষে হরের্দিনে।"

অথবা ভবিষ্যপুরাণের মতে—

"নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্তনম্।"

মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক হইতে দেখা যায় যে বিষ্ণু আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ চারি মাস কাল তাঁহার জগৎ পালন রূপ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখে নিদ্রাতে কালহরণ করেন। জগৎপাল বিষ্ণুর উপযুক্ত কাজই বটে! কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ জগদীশ্বর বিষ্ণুর নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উপরোক্ত বাক্যের অপর অর্থ আছে।

আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবান বিষ্ণু শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেন। বিষ্ণু আদিত্য। সুতরাং তাঁহার নিদ্রা হইল তদীয় অদর্শন। আষাঢ় মাসের আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সূর্য দেখাই যায় না। তাই কল্পনা হইল, সূর্য তখন নিদ্রাতে মগ্ন। সুতরাং বিষ্ণুর ইহা নিদ্রার সময়। তাই হিন্দুগণ তাঁহাকে নিদ্রাতে মগ্ন হইবার জন্য উপরোধ করিয়া বলেন, "ওঁ পশ্যন্তু মেঘাণ্যপি মেঘশ্যামং হ্যুপাগতং। সিচ্যমানাং মহীমিমাং নিদ্রাং ভগবন্ গৃহাতু"।

পদ্মগীর জাগরণ

বিষ্ণু যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন বিশ্বে কে জাগে? জাগে মেঘ। সুতরাং বিষ্ণুর নিদ্রাতে জাগরণপ্রাপ্তা পদ্মগী মেঘ ছাড়া আর কে হইবেন? সুতরাং পদ্মগী এইস্থানে বৃষ্টির দেবতা।

বেদে মেঘের নাম অহি[১]। সুতরাং বেদের অহি আর এই পন্নগী এক।

ভারতের বাহিরে গ্রীস, মিশর ও চীনে সর্পরূপী মেঘ ও জলদেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন,

গ্রীসে—টাইফন্ নামক অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ সর্প পৌরাণিক জন্তু ঝড় ও বজ্রের গ্রীক দেবতা। গ্রীক দেবতা জিউসের সহিত এই টাইফনের অবিরাম যুদ্ধ কাহিনী আর ইন্দ্রের সহিত অহির অবিরত সংগ্রাম কাহিনী একই প্রাকৃতিক দৃশ্যের দুই ভাষাতে বর্ণনা মাত্র। কখনও দেবতা জিতেন কখনও টাইফন। যখন টাইফন জিতে, তখন সে জিউসের হাতের বাঁকা খড়্গ কাড়িয়া লইয়া তাহা দিয়াই দেবতার হাতের ও পায়ের মাংসপেশী কাটিয়া ফেলে এবং দেবতাকে 'করিসিয়ান' গুহাতে নিক্ষেপ করে। পরে কিন্তু জিউসই জয়ী হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের কাহিনীতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে অহির প্রবল প্রতাপ থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রই জয়ী হইয়া অহিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়াছিলেন।

চীনে—চীনা পুরাণকাহিনীতে এই অতিপ্রাকৃত সর্প "চী লিন্" (ড্রাগন) নামে পরিচিত। ইহা কতকটা ঘোটকাকৃতি সর্প। কথিত আছে, চীন সম্রাট "ফু সি"কে এই ড্রাগন আটটী চিত্রাক্ষর দান করে (Eight Diagrams)। ইহা খৃঃ পূঃ ২৮৫২ অব্দের ঘটনা। সেই সময়ে চীন সম্রাট "ফু সি" একজোড়া "চী লিন" (ড্রাগন) দেখিতে পাইয়াছিলেন।

১। অহিং মেঘং। সায়ন। ঋ ১।৩২।১, ২ : Swami Sankarananda : *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus*, Vol. I p. 85 (1st edition 1945), 2nd edition op. cit. (1946) ch. xi. p. 141 : স্বামী শংকরানন্দ : বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব, বিশ্ববাণী, চতুর্দশবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৯।

কথিত আছে শুভ সময় জ্ঞাপন করিবার জন্যই এই "চী লিনে"র আবির্ভাব হইত। ইহা মায়াবী। ইচ্ছামত রূপ ধারণ করা বা অদৃশ্য হইয়া অবস্থান করা ইহার মায়া। আকার ও রূপ পরিবর্তনও তাই ইহার স্বেচ্ছাধীন। বসন্তকালে ইহা আকাশে অবস্থান করে এবং শরৎ কালের পূর্ব পর্যন্ত আকাশে থাকিয়া বারি বর্ষণ করে। শরৎকালে ইহা আকাশ পরিত্যাগ করে এবং হ্রদ, জলাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বজ্রঝড়ের পূর্বসঞ্চারী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আগে আগে এই "চী-লিন" (ড্রাগন) চলিতে থাকে। চীনের ড্রাগন, পদধারী সর্প বিশেষ।

উপরের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে চীনের ড্রাগন, বৈদিক অহি ও পৌরাণিক নাগের সংমিশ্রণ। বৈদিক অহি আকাশের জলের দেবতা আর নাগ পার্থিব জল বা জলাশয় নদী, হ্রদ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা।[১]

মিশরে—মিশরের মেঘ-সর্পের নাম সাবু (সাপ), নাক (নাগ)। মিশরীয় চিত্রে দেখা যায় একটী বিড়াল কাটারি দিয়া একটী সাপ কাটিতেছে। বিড়াল মিশরীয় পুরাণ কাহিনীতে আদিত্য (Sun-Cat)

মিশরীয় পেপিরাসে আছে, "তোমার শত্রুকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাকে অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যখন তাহার শত্রু হত হইল তখন দেবতা দৃষ্টিপথ গোচর হইলেন।"[২] "সর্পাসুর নাক (নাগ) ভূমিতে পাতিত হইয়াছে, তাহার হাত কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।"[৩]

১। কাশ্মিরী ভাষায়, নাগ=হ্রদ, প্রস্রবন।

২। Papyrus of Quena (See, Luman, Papyrus Egyptian, 1. 2 : plate 2) : Swami Sankarananda, Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus vol I 1st ed. p. 82.

৩। Papyrus of Hu nefer Brit. Mus. no. 9901, Sheet 1 (trans, Sir Wallis Budge) : Swami Sankarananda : op. cit, p. 138-139.

ভারতীয় মেঘদেবতা অহিব সহিত উপরের তিনজন ভারত বহির্ভূত মেঘ-দেবতার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বৈদিক অহির আধুনিক রূপধারিণি দেবী মনসাও তাহা হইলে বৃষ্টির দেবী হইলেন। আবার মেঘরূপে তিনি শেষ নাগরূপী বিষ্ণু-শয্যা। বিষ্ণু সহস্রফণ শেষ নাগের শয্যাতেই শয়ন করেন। আর বর্ষাকালের মেঘই সহস্রফণ অনন্ত।

অহ্রিম্যান ও শয়তান

বৈদিক অহি পারস্যে অহ্রিম্যান-এ পরিণত হন। অহি বা অহ্রিম্যান আদিতে অমঙ্গলের দেবতা ছিলেন। কিন্তু ভারতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রষ্টা একই দেবতাতে বিলীন হওয়াতে, বৈদিক দ্বৈত সৃষ্টির ধারণা ভারত হইতে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু পারস্যে প্রাচীন বৈদিক ধারণা থাকিয়া যায় এবং অহ্রিম্যান অমঙ্গলের দেবতা বলিয়া পূজা পাইতে থাকেন। বাবিলনীয় বন্দীদশায় যখন ইহুদীগণ পারসিক ভাবধারার সংস্পর্শে আসেন তখন তাহাদের প্রগতিশীল সম্প্রদায় পারসীকগণের নিকট হইতেই স্বর্গ, নরক, দেবদূত, শয়তান প্রভৃতির ধারণা লাভ করেন। সেইজন্য তাহা-দিগকে গোড়া ইহুদীগণ ফারসী (Pharisee) বা পারসীক বলিয়া ঠাট্টা করিত। ইহুদীগণের হাতে অহ্রিম্যান শয়তান নাম গ্রহণ করিল। এই শয়তান সর্পরূপী। (Gen. 3. 1-14.)

বিষ্ণুর শয়ন কাহিনীর বিশ্লেষণ

আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে ভগবান্ বিষ্ণু শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। ফলে তিনি লোক লোচনের অন্তরালে চলিয়া গেলেন। সেই সময় আকাশে মেঘের ঘন ঘটা। আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসই মেঘের এই ঘনঘটা, সুতরাং ভগবানের নিদ্রার ইহা খুব উত্তম সময়।

বিষ্ণুর নিদ্রার সময় জাগে কে? জাগে মেঘ। জাগে বৈদিক অহি এবং রঘুনন্দনের পন্নগী। সুতরাং পন্নগীরূপিণী দেবী মনসা যে বৃষ্টির দেবী তাহাতে সন্দেহের স্থান কোথায়?

আবার দেবী মনসা কালিদহে বাস করেন। কালিদহে বাস করার দরুণ তিনি পার্থিব জলেরও দেবী। তিনি জলদেবতা বাসুকির ভগিনী। সুতরাং মনসাতে আকাশের ও পৃথিবীর জলের দেবতার মিলন হইয়াছে। তাই তিনি অহিও বটেন আবার হ্রদ, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে নাগ বা সোমও বটেন[৩]। সোম আদিত্যের দুহিতা[৪] তাই তিনি গৌরী[৫], মনসাও জগৎ গৌরী[৬]।

পূর্ববঙ্গে দেবীর বার্ষিক পূজা ছাড়াও দেবী বিষরীর একটী বিশেষ পূজার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা সাধারণতঃ মৎস্যজীবিগণের ভিতর প্রচলিত। কিন্তু ব্রাহ্মণাদি অন্যবর্ণও মানসপূজারূপে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহাকে নৌকা পূজা বলা হয়। একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তেত্রিশজন দেবতার মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহাদের পূজা হয়। কিন্তু মূল পূজা দেবী মনসা বা দেবী বিষরীর।

কৈবর্তগণের কিংবদন্তি অনুসারে দেবী মনসা নদীর দহে বা গভীর বিলে বাস করেন। তিনি মৎস্য নক্রাদি জলচরগণের রক্ষাকারিণী দেবী। তাই নদীর দহে বা বিলে মাছ ধরিতে নামিবার পূর্বে তাঁহার পূজার

৩। বৃহৎ গম্ভীরং তব সোমধাম। ঋ ১।৯১।৩ : যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্বতেষু ওষধীষু অপ্সু। ঋ ১।৯১।৪ ; সোমঃ পয়ঃ। শ ১২।৭:৩।১৩ : স্বামী শংকরানন্দ, বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব। বিশ্ববাণী।

৪। সোমঃ সূর্যস্য দুহিতা। ঋ ৯,১।৬

৫। সোমোগৌরী : ঋ ৯।১২।৩

৬। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন : মনসা বিজয় পৃঃ ২।

প্রবর্তন। বিল বা নদীর দহে বাসকারিণি দেবী বিষরীর সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনীর প্রচলন আছে। মাছ ধরিবার কালে ডুব দিয়া অনেকে নাকি তাঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ঐশ্বর্যের দেবী, তাই তাঁহার রত্নাগারে হঠাৎ উপনীত এই সকল ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাঁহার আবার অশেষ করুণা, বিশেষ পূজা দিলে, বিবাহাদি ব্যাপারে ব্যবহৃত বাসন প্রভৃতিও তদীয় অধ্যুষিত জলাশয়ে ভাসিয়া উঠে। আবার কাজ সারা হইলে তাহা ফেরৎ দিলেই চলে। শোনা যায় কোনও জমিদারের দাসী নাকি একটী সোনার বাটী চুরি করিয়া গোবর গাদায় পুতিয়া রাখিয়াছিল, সেই হইতে আর দেবীর অনুগ্রহ হয় না।

এতদ্ব্যতীত গ্রামের বৃহৎ গভীর ও প্রাচীন দীঘি প্রভৃতিও দূষিত অর্থাৎ দেবী কর্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া কথিত হয়। বৃহৎ পুষ্করিণীটি যখন মজিয়া যাইতে থাকে, তখন নাকি দেবী তাঁহার ধনসম্পদ (মাত্তা) সহ তাহা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া যান। তাঁহার নির্গমনের চিহ্ন থাকিয়া যায় দীঘির ভাঙ্গা ঈশান কোণে। এই প্রকার একটী দীঘির ভাঙ্গা ঈশানকোণ দেখিয়া প্রশ্ন করাতে আমাকে উপরোক্ত কাহিনী শোনান হইয়াছিল।

সুতরাং দেবী মনসা জলের দেবী রূপে যে এক সময়ে জনগণের প্রিয় ছিলেন, তাহা উপরের গ্রাম্য কাহিনী হইতে বুঝিতে পারা যায়। দেবী যে জলের দেবতা তাহা আরও প্রতিপন্ন হয় জালুমালু ও হালুয়া বছাইর কাহিনী হইতে। এই দুইটী কাহিনী স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে দেবীর উপাসনা জলের জন্যই। কারণ কি জেলে, কি চাষী উভয়েরই প্রয়োজন জলের। নদী বা বিল শুকাইয়া গেলে তাহাতে মাছ থাকিতে পারে না, আবার কালে বারিধারা বর্ষণ না হইলে চাষ হইবে না।

সুতরাং জালুমালু বা হালুয়া বছাইর ইষ্টদেবী হইবেন জলদাত্রী, সর্পভয় নিবারণকারিণি নহেন।

সুতরাং বৃষ্টি ও হ্রদ-সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পন্নগী মনসার পূজা যে প্রথমে জলদেবীরূপেই ছিল তাহা উদ্ধৃত বাক্য ও প্রমাণসমূহ হইতে প্রতিপন্ন হয়। তাহার উত্থান বা আবির্ভাবের ফলে ভগবান বিষ্ণু (আদিত্য) শয়নাগারে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুর পার্শ্ব পরিবর্তন

দেবী পন্নগী জাগরিতা, সুতরাং বিষ্ণু তখনও নিদ্রিত। কিন্তু তাঁহার ঘুম পাতলা হইয়া আসিয়াছে। তাই ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে তিনি পার্শ্বপরিবর্তন করিয়া শয়ন করিলেন। দুইমাস ক্রমাগত বারিবর্ষণ করিয়া দেবী পন্নগী পরিশ্রান্তা, ক্লান্তা। সুতরাং বৃষ্টিপাতের আর পূর্বের জোর নাই। মাঝে মাঝে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাই এই সময়ে সূর্যের চকিত দর্শন লাভ দুর্লভ নহে। ভগবান বিষ্ণুর সুষুপ্তির ঘোরও কাটিয়া গিয়াছে এখন তিনি স্বপ্নাবস্থার ভিতর দিয়া জাগ্রত অবস্থাতে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় আছেন।

বিষ্ণুর উত্থান

দেবী পন্নগী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। গভীর পরিশ্রমের পর তিনি এখন গভীর নিদ্রায় নিপতিতা। আদিত্য তাঁহার পাশ হইতে মুক্ত ও সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত। তাই কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণুর উত্থান। পন্নগী বা মেঘ আকাশ ত্যাগ করিয়াছেন। নির্মল আকাশে শ্রীহরির অবাধ প্রকাশ। তাই বরাহ পুরাণ বলেন।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগৎ সুপ্তং উত্থিতে চোত্থিতং জগৎ॥

গতা মেঘা বিয়চ্চৈব নির্মলং নির্মলা দিশঃ।
শারদানি চ পুষ্পানি গৃহাণ মম কেশব।

এই আনন্দের সুর সমস্ত দেশব্যাপী। কার্তিকমাস পড়িতেই আর বৃষ্টি নাই। তাই সকলেই আনন্দিত। কাদা শুকাইয়া গিয়াছে, মাঠে ধান পাকিতেছে, কি আনন্দ!

দেবীমনসার চরিত আলোচনান্তে তিনি যে জলের দেবী—তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু দেবীর ধ্যান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ধারণার উদয় হইয়া থাকে। যেমন,

রঘুনন্দন ধৃত ধ্যানে দেবী—

দেবীমম্বামহীনাম্ শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদান্যাং
হংসারূঢ়াং উদারাং অরুণিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।[১]
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কণকমনিগনৈর্নাগরত্নৈরনেকৈঃ।
বন্দেঽহং সাষ্টনাগাং উরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং॥[২]

শ্রীহট্টে প্রচলিত ধ্যানে দেবী—

বিষহরীং গৌরবর্ণাং ত্রিনেত্রাং নানালঙ্কার ভূষিতাং।
কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রীং অনন্ত-বাসুকি-তক্ষকমুকুটাং কুলীরকর্কট
কর্ণাভরণাং।
শঙ্খপদ্ম কম্বলান্বিতাং[৩] পদ্মহারাং প্রসন্নবদনাং ধ্যায়েৎ [৪]।

১। পাঠান্তর……সুললিত বসনাং সেবিতাম্ সিদ্ধিকামেঃ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম, এ কর্তৃক প্রদত্ত (বিশ্বভারতী)

২ ও ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত (বিশ্বভারতী)।

৩। শঙ্খ, পদ্ম ঃ কম্বল এই শব্দ দ্বারা তিনটি বিশেষ বিশেষ সর্প বুঝায়।

কবি নারায়ণদেব বর্ণিতরূপে দেবী—

চারিখানি হস্ত দেহ তিন নয়ান।
শিবের লক্ষণ করি করহ নির্ম্মাণ।
এত শুনি নির্মালি হুঙ্কার মারিল।
এতক্ষণে পদ্মাবতি নির্ম্মাণ হইল॥
দাড়া[1] সুন্দর বত্তিস পাঞ্জর
দেবির মস্তক নির্মালি কৈল আগে।
খ্রিজিলেক দুইকান তিন গোটা নয়ান
বিমল কমল মুখ জার
খগপতি জিনি নাসা জন্ম হইল মনসা
নারিলোক দেয়স্তি জোকার।
প্রকাশিত তিন আঁখি জেন রক্তবর্ণ দেখি
সর্পফণা সিরেতে সোভিত
জ্ঞানে চৈতন্য পাইয়া বসিলেক উঠিয়া
নাগ অলঙ্কারে বিভূষিত।

উপরের তিনটী ধ্যানে দেবীকে নরকায় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি সর্পের বা নাগের দেবী বটেন কিন্তু নিজে সর্পাকারা নহেন, ত্রিনয়না মানবী মূর্তি। এই তিনটী ধ্যানের ভিতর রঘুনন্দনই শুধু দেবীর বাহনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে দেবী হংসবাহনা।

হংস, দেবী সরস্বতী ও প্রাতঃ গায়ত্রীর বাহন। ইহা ব্রহ্মারও বাহন বটে। সুতরাং দেবী মনসা এই তিন দেবতার একজনের ভিতর পড়িবেন। তাঁহার ত্রিনয়ন হইতে প্রতীয়মান হয় দেবী আদিত্য-রূপিনী। দেবী আদিত্যরূপিনী হইলেই তাঁহার নাগের অলঙ্কারের

১। দাড়া=রূপ, আকার, পথ। cf.—দাড়া—দিশা।

ব্যাখ্যা মিলে। কারণ আমরা দেখিয়াছি, আদিত্যরূপী বিষ্ণু নাগ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। নাগ এই স্থানে মেঘ। সুতরাং ত্রিনয়না দেবী মনসা আদিত্যরূপিনী বলিয়াই নাগরূপী মেঘের দ্বারা তিনি আবৃতা। সুতরাং দেবী এই স্থানে শুধু জলরূপিনী বা জলের অধিষ্ঠাত্রী নহেন তিনি সাক্ষাৎ আদিত্য রূপিনীও বটেন।

সর্পবাহনা দেবী

দেবীর অপর দুইটী ধ্যানে তাঁহাকে সর্পারূঢ়া বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন,

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ধ্যানে দেবী—

চারু চম্পকবর্ণাভাং সর্বাঙ্গসুমনোহরাং।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শোভিতাং সুক্ষ্মবাসসা।
করবীর-ভার-শোভাঢ্যাং রত্নাভরণ-ভূষিতাং।
সর্বাভয়প্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহকাতরাং।
নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবীং ভজে নাগেশ্বরীং পরাং।[১]

কেতকাদাস ধৃত মনসা ধ্যানে—

সাপের আসন সাপের ভূষণ
হাতেতে সাপের শঙ্খ
সাপের দুধাবলি হিয়ার কাচলি
অতি বিরাজিত অঙ্গ।

১। নলিনীকান্ত ভট্টশালী: Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum p. 220. footnote pl. Lxxiii. শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য: বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। স্বামী শংকরানন্দ: বাংলার লোককাব্যে বৈদিক প্রভাব, বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৫৯।

বাজুবন্ধ নাগে ভেকরাজ সাজে
উপায় নাহিক তার—
সজ্জা করিয়া অহিতে চাপিয়া
বিদায় করিল সুখে।[১]

এই দুইটী ধ্যানে দেবী সর্পবাহনা। তিনি নাগেন্দ্রবাহনা ও অহি-বাহনা। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ধ্যানে তিনি নাগেন্দ্রবাহিনী ও নাগেশ্বরী বলিয়া কথিত হইলেও, তাঁহার অঙ্গের কোথাও সাপের নাম গন্ধ নাই। অথচ, রঘুনন্দন ধৃত ধ্যানে, বা শ্রীহট্টে প্রচলিত ধ্যানে দেবীর অঙ্গ-সজ্জাতে নাগের ব্যবহার রহিয়াছে, এমন কি কেতকাদাস ও তাহাতে বাদ পড়েন নাই।

এই সর্পবাহনা দেবী যে সাপেরই দেবী তাহাতে সন্দেহ থাকে না, কিন্তু হিন্দু সমাজে যে সকল দেবদেবী উপাসীত হন তাহাদের ভিতর, দুর্গা, তারা, শিব ও বিষ্ণুর সহিত নাগের বা সাপের সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা কেহই সাপের দেবতা নহেন। সুতরাং সাপের অলঙ্কার পরিধান করিলেই বা সাপের উপর আরোহণ করিলেই দেবী যে সাপের দেবতা তাহা প্রমাণিত হইল না। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, যে সর্প বৃষ্টিরও প্রতীক। সুতরাং সর্পাসনা বা সর্পবাহনা দেবী মেঘের উপর অবস্থান কারিনী কোনও দেবী হইতে পারেন কারণ, অনন্তকে "বিষ্ণুশয্যা" বলা হয়। সুতরাং সর্পাসনাদেবী বিষ্ণুর বা আদিত্যেরও শক্তি হইতে পারেন। আদিত্যের শক্তি সোম। সুতরাং দেবী মনসা এই স্থানে বৈদিক সোমের রূপান্তর হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল।

হস্তীবাহনা দেবী

এতদ্ব্যতীত আসাম হইতে প্রাপ্ত এক মনসামূর্ত্তির হস্তী বাহন রহিয়াছে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই মূর্ত্তির সহিত "নাগেন্দ্রবাহিনীং" দেবীকে এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ নাগেন্দ্র শব্দে গজরাজও বুঝাইতে পারে।

গজ মেঘের দেবতা। সুতরাং দেবী এইস্থানেও মেঘারোহিণী। সুতরাং তিনি যে আদিত্যের শক্তি সোম তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। হস্তী আবার ইন্দ্রেরও প্রতীক। ইন্দ্র মেঘ ও বজ্রের দেবতা। সুতরাং হস্তীবাহনা দেবী ইন্দ্রের শক্তিও হইতে পারেন।

উপরের উদ্ধৃত মনসা ধ্যান হইতে আমরা দেখিয়াছি দেবী স্বরূপতঃ আদিত্যরূপিণি এবং তিনি আদিত্যের শক্তি সোম। কিন্তু দেবীকে কোনও কোনও স্থলে চণ্ডিকাও বলা হইয়াছে। বর্দ্ধমানের এক অজ্ঞাত মনসামঙ্গল রচয়িতা দেবীর নিম্নলিখিত রূপের সন্ধান দিয়াছেন,

আইলা চণ্ডিকা দেবী যে বাগবাহিনী।
আগে পাছে চলে নাগ হাকিনি কাকিনি। [১]

এইস্থানে দেবীকে চণ্ডিকা নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং তিনি যে "বাগ"বাহিনী তাহাও বলা হইয়াছে। এইস্থানে "বাগ" কি "বাঘ" না "নাগ"। তবে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীর সন্ধান তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্বরিতা বিদ্যার মঞ্জীর ও মেখলা সর্পের। আভিচারিকা কাত্যায়নী দেবীর সর্পালঙ্কার। [২] আভিচারিকা দেবীর বাহন বহু স্থানেই ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি। [৩]

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল এম, এ ঃ পুঁথি পরিচয়, মনসামঙ্গল, পৃঃ ৩৫।
২। প্রপঞ্চসার তন্ত্র ঃ — ১৪।২৮
৩। প্রপঞ্চসারতন্ত্র ঃ ১৪।২৬-২৭

অথবা বানান ভুলে "নাগ" স্থলে বাগ হইয়া যাইতে পারে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এই দেবীও নাগবাহনা। নাগবাহনা দেবী হইলে, তিনি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের নাগেন্দ্রবাহনা ও কেতকাদাসের অহি-বাহনা দেবীর সহিত এক।

দেবী মনসার উপরি উদ্ধৃত ধ্যানসমূহ হইতে তিনি যে জলের দেবী ও আদিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয় মধ্যযুগীয় নাগোপাসনাই দেবী মনসার উপাসনাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। মধ্যযুগীয় নাগ জলদেবতা। সুতরাং জলদেবী মনসা নাগদেবতারই রূপান্তর। এতকাল আমরা জলের দেবতা সর্পদেবীর সন্ধানই পাইয়াছি।

কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে সত্যিকারের সর্পদেবীরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত লৌকিক কিংবদন্তি অনুসারে সাপের একটিমাত্র চক্ষু। সুতরাং নাগমাতা পদ্মাবতীরও একচক্ষু থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি সর্বত্রই দেবীকে ত্রিনয়না বলা হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের একটী মনসা মূর্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় লিখিয়াছেন: "মূর্তিটি ১ ফুট উচ্চ। দেবী প্রস্ফুটিত কমলে উপবিষ্টা। তাঁহার একপদ পদ্মপুষ্প শোভিত ঘটে ও অপর পদ ভাঁজ করিয়া রাখা। দেবী দ্বিভুজা। দুই চক্ষুর একটি অন্ধ।...[১]

এই যে একচক্ষু দেবী ইনি সত্যিকারের সর্পমাতা। দেবী মনসার একচক্ষু নামের ব্যাখ্যার জন্য একটি পৌরাণিক কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে আরও একজন সর্পদেবী মনসার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

১। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন: মনসা বিজয়, পৃ: ১৯৪, (মূল ইংরাজীর ভাবানুবাদ)

তিনি পূজা গ্রহণ করেন অর্দ্ধমানবী ও অর্দ্ধসর্পিনীরূপে। আবার তিনি শিবলিঙ্গের ন্যায় প্রস্তরের টুকরাতেও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সুতরাং দেবী যে এইস্থানে সর্পমাতা তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না।

সিদ্ধান্ত

দেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাই তিনি একাধারে তিন দেবতার সম্মিলিত রূপ। যথা,

১। তিনি বৈদিক অহি ও সোম, অর্থাৎ মেঘের দেবতা।

২। তিনি মধ্যযুগীয় নাগমাতা এবং হ্রদ, সরোবর ও নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই রূপে তিনি সোমও বটেন।

৩। তিনি সর্পমাতা। তিনি পৌরাণিক কদ্রুর নব রূপ। এই সর্পমাতার কাহিনী পদ্মাপুরাণ ও মনসামঙ্গল সমূহে বিবৃত হইয়াছে।

৪। ইনি হয়ত বৌদ্ধ জাঙ্গুলী তারার সহিত মধ্যযুগীয় নাগ দেবতার মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছেন। [২]

নাগের সহিত মেঘের একত্ব কল্পনা কেন হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শ্রুত নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারা যাইবে। তিব্বত

২। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ধৃত দেবী মনসার ধ্যান হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তাহাতে জাঙ্গুলী তারাও মিশিয়া গিয়াছেন। যথা,

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং।
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণিময়ীং দিব্যাঙ্গরাগান্বিতাং।
চার্বঙ্গীং দধতীং প্রসাদমভয়ং নিত্যং করাভ্যাং মুদা।
বন্দে শঙ্করপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্॥

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৩৪-১৩৫

ভ্রমণকালে তিনি দেখিতে পাইতেন, "পাহাড়ের গভীর খাদ হইতে মেঘরাশি উত্থিত হইতেছে, না, কুণ্ডলী পাকাইয়া যেন বিরাট অজগর সর্প বায়ুভরে উপরে উঠিতেছে।" আমার মনে হয় এই জাতীয় কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতেই সাপ ও মেঘের একত্ব-কল্পনা হইয়াছে।

দেবীর পূজা (জলদেবী)

১

হালুয়া বছাইর পূজা

চাষী বা হালুয়া বছাই যে ভাবে পূজা করিয়াছিল, সেইভাবে পূজা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেবীর যে পূজা হয় তাহাই বছাইর পূজা নামে খ্যাত। ইহা একদিন-সাধ্য পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে ইহা উদ্‌যাপিত হয়। পাঁঠা, হাঁস, কবুতর প্রভৃতি ঐ দিনেই বলি প্রদত্ত হয়। নারায়ণ দেব এই পূজার নিম্নলিখিত বিধান দিয়াছেন। দেবী বলিতেছেন :

"জন্ম মোর সংসারে   য়াগে[১] পূজা তোর ঘরে
সাবধানে শুন মালতী।
নব নাগে ন'টী ঘট   জেন ধরি থাকে পট[২]
য়ার লাগে সেত[৩] য়াসন।
নাগাই[৪] আগুতের বাতি   পুষ্প ধূপ সংহতি
বিস্তর নাগে[৫] অগর চন্দন।

১। য়াগে—আগে। ২। পট—ফট (শ্রীহট্ট), ফণা। ৩। সেত—শ্বেত।
৪। নাগাই—লাগাইয়া, জ্বালাইয়া। ৫। নাগে—লাগে।

হংস ছাগল বেড়া[৬] পূজ দিয় মইস গেজা
নির্ত[৭]গীত মঙ্গল জয়কার
চাপাকলা পঞ্চপাতে তিল চাউল দুগ্ধ সাঁতে[৮]
কৈল[৯] তোরে পূজার বিস্তর
জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু পঞ্চমী দিবসে
এথ পূজ এই তিথি পাইয়া।

হালুয়া বছাইর বাড়ীতে দেবীর যে নিত্যপূজা হইত তাহা কতকটা সত্যপীর, শনিঠাকুর প্রভৃতির পূজার ন্যায়। কারণ পূজাতে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না। ইহা মেয়েলি ব্রতবিশেষ ছিল এবং পূজার পরে দেবীর চরিত শ্রবণ করিয়া পূজা সমাপ্ত হইত। নারীদের ভিতর একজন দেবীর কথা বা চরিতকথা বলিতেন আর সকলে করজোড়ে তাহা শুনিতেন। দেবীর এই চরিত কথনই পরে হয়ত পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল সমূহের ভিত্তি হইয়াছে।

২

জালুমালুর পূজা

ইহা কৈবর্ত জাতির পূজা। ইহাও একদিন-সাধ্য পূজা। এবং পূজাতে প্রচুর ক্রিয়াকাণ্ডের অভাব। দেবীর পূজাতে ভেটের (কুমুদ) ফুলই ইহারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কারণ জল-প্লাবিত মাঠে তখন এই ফুলটিই প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে।

কৈবর্ত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত নৌকাপূজা নামক নৈমিত্তিক

৬। বেড়া—ভেড়া।
৭। নির্তগীত—নৃত্যগীত।
৮। সাঁতে—সাথে।
৯। কৈল—কহিলাম, বলিলাম।

ও কাম্য বিষয়ী পূজারও প্রচলন আছে। ইহা বিশেষ উপলক্ষে বা মানত শোধ করিবার জন্যই উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

চন্দ্রধরের পূজা

ইহাকে রাজার পূজাও বলা হইয়া থাকে। এইস্থানে দেবী বৈদিক সোমের প্রতীক। পূজা অপর দেবদেবীর ন্যায় ব্রাহ্মণ কর্তৃক করান হইয়া থাকে। পূজা পদ্ধতি, বলি সমস্তই অপর শক্তি দেবতার পূজার ন্যায়।

এই পূজা দুইদিন ব্যাপিয়া হইয়া থাকে। সংক্রান্তিতে বিশেষ পূজা হইয়া ১লা ভাদ্র দেবীর শেষ পূজাতে পশু, পক্ষী বলি দিয়া পূজা উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে। এই দিনেই পদ্মাপুরাণ পাঠও সমাপ্ত হয় এবং লখিন্দরকে জিয়াইয়া শান্তিজল ছড়ানোর পর পূজা সমাপ্ত হইয়া থাকে।

যে দেবী জালুমালুর ঘরে কুলনারী উপাসিতা ছিলেন, যাঁহাকে সনকা আনিয়া নিজ ঘরে স্থাপন করিয়া নিজেই পূজা করিতেন; সেই দেবী, চন্দ্রধরের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নারী-সমাজের হাত হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং অন্যান্য শক্তি দেবতার ন্যায় ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক পূজিতা হইতে লাগিলেন।

৪

মনসার সিন্নি

পূজার কাল বগা পঞ্চমী।

পূজার ফর্দ—১। সওয়া সের আতপ চাল।

২। ধূপ, গন্ধ, চন্দন, পুষ্প।

৩। সুপারি, পঞ্চগুড়ি।

৪। জলপূর্ণ ঘটের উপর তুলসী।

৫। শঙ্খ ইত্যাদি।

সিন্নির কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। যেমন সকল সিন্নিতে হইয়া থাকে, মনসার সিন্নিতেও তাহাই হইবে।

তাই লেখক বলেন,

সিন্নির নিয়ম নাই জেবা জাহা পারে।
(সন্ধ্যা)র বেলাতে বন্ধু ডাকি ঘরে ঘরে।
পুজার নিঅম পৃতি পঞ্চমির দিনে (৪খ)

কবি রহস্যছলে দেবীর পূজার কারণ বলিতেছেন,

কাচাপাকা হালামালা ছেল্যাপিল্যা জার।
জলে খালে কালে দেবি তুমি পারাপার।
অপহেলা করে জেবা মদ অহংকারে।
না জানি পড়িবে কবে তোমার খাপরে।[১]

দেবী মনসার এই পূজা সিন্নি আকারে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হইতেছে। খুব সম্ভব ইহাই দেবীর আদিমতম পূজা পদ্ধতি। কারণ হালুয়া বছাইর মা যে ভাবে দেবীর পূজা করিত তাহা এই সিন্নি জাতীয় ছিল বলিয়াই আমার মনে হয়।

৫

বাগ্দীগণের পূজা (সর্পদেবী)

দেবী মনসার এক প্রকার বিশেষ পূজা বর্দ্ধমানের বাগ্দী ও

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল, এম্, এ : পুঁথি পরিচয়, পৃঃ ৩৬

অপরাপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত আছে। (হলদী, চণ্ডীপুর, সাটীনন্দী প্রভৃতি গ্রামে)

পূজার কাল—১। দশহরা, আষাঢ় ; অথবা,

২। বগা [২] পঞ্চমী বা ভাদ্রের শুক্লাপঞ্চমী।

দেবীর মূর্তি—১। মৃন্ময়ী। উপরার্দ্ধ চতুর্ভুজা দেবী মূর্তি, অধোভাগ সর্পাকারা। হলদী, চণ্ডীপুর গ্রামে দেবীর এই প্রকার মূর্তি নির্মিত হয়।

২। প্রস্তরের টুকরা—সাটীনন্দী গ্রামে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির স্থান অধিকার করিয়াছে শিবলিঙ্গাকৃতি প্রস্তর খণ্ড। অর্থাৎ শিবলিঙ্গেই দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

গুণিন্—তান্ত্রিকপূজাতে যেমন তন্ত্রধারক বা গুরু, বৈদিকযজ্ঞে যেমন ব্রহ্মা তেমনি এই দেবীর পূজাতে গুণিনের স্থান। পূজা ও তাহার আনুসঙ্গিক সকল ব্যাপারই এই গুণিনের নির্দেশে পরিচালিত হয়। দেবীর মূল পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে গুণিন দেবীর পূজা করিয়া থাকে। মনে হয় দেবীর পূজাতে যাহাতে কোনও প্রকার অঙ্গ হানি বা বিঘ্ন না হয় সেইজন্যই গুণিন্ প্রথমে দেবীর পূজা করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করে।

এতদ্ব্যতীত সর্বপ্রকার বিঘ্ন দূর করিবার ব্যাপারও গুণিনের জানা থাকা চাই। গুণিন্দের ভিতর বিদ্যার যাচাই হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক সময় এক গুণিনের কাজ অপর গুণিন্ পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সুতরাং গুণিন্কে সকল প্রকার কাটান মন্ত্রও শিখিয়া রাখিতে হয়।

২। বগা শব্দটী মনে হয় "বক" শব্দ হইতে জাত। বকের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তিথি বিশেষ। শ্রীহট্টে বক = বগা। আসামে বগা = শ্বেতবর্ণ।

নিসিজল—নিসিজল তোলার ব্যাপারেই গুণিনের আসল প্রয়োজন। নিসিজল তোলার পূর্বদিন গুণিন্‌কে কামাইয়া পরিষ্কার হইতে হয় এবং সেইদিন সে নিরামিষ আহার করিয়া সংযম করিয়া থাকে।

নিসিজল বারিতে তুলিবার পূর্বে গুণিন্ ঘাটের পাশে পূজা করিতে বসে। পূজান্তে একটী কালো পায়রা বা মাগুর মাছ বলি প্রদত্ত হয়। বলি প্রদত্ত পায়রা বা মাগুর মাছের রক্ত মাটীর সঙ্গে মিশাইয়া একটী ঢেলার মত করা হয়। তাহাতে আবার কোন এক গাছের শিকড় বা জড়ী—মিশান থাকে। গুণিন্ এই ডেলাটী বারি বা ঘটের ভিতর ফেলিয়া দেয়। তাহার পর বারি বা ঘটের মুখে একখানি গামছা বিড়ের মত করিয়া বাঁধিয়া বারিটী 'বেরো'র মাথায় চাপাইয়া দিতেই, 'বেরো' আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। [যে লোক 'বারি' (ঘট) তোলে তাহাকে বেরো বলে।]

বেরো সেই বারি মাথায় রাখিয়াই তদবস্থায় পুকুরে অবগাহন স্নান করে। বেরো তখনও আচ্ছন্ন অবস্থাতেই থাকে। পাছে সে সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া যায়, সেইজন্য তাহাকে চারিদিক হইতে সকলে ঘেরিয়া থাকে।

বারি তোলা—ইহার পরদিন আসল বারি তোলার কাজ। বেরোরা বারি তোলার পূর্বদিনে কামাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং নিরামিষ আহার করিয়া সংযম করিয়া থাকে। পরদিন অর্থাৎ বারি তোলার দিন সম্পূর্ণ উপবাস।

এই সকল বারিতে পঞ্চফণাযুক্ত সাপের মূর্তি থাকে। ইহাদিগকে "নাগবারি" বলে। বেরোরা বেশ কায়দা করিয়া কাছা দিয়া কাপড় পরিধান করে। গলায় ফুলের মালা পরে। কোমরে গাছের শিকড় বা জড়ী বাঁধিয়া দেয়। সিন্দুর ও হরিদ্রা দিয়া ঘট—রঞ্জিত হয়।

গুণিন্ পূর্বদিনের নিসিজল লইয়া ঘাটে যায়। এবং বেরোদের স্নানের পূর্বে প্রতি ঘটে কিছু কিছু ঐ নিসিজল ছড়াইয়া দেয়। তারপর 'বোরোদের' মাথায় ঘট চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে স্নান করিতে বলে। ঘট মাথায় করিয়া স্নান করিতে করিতে 'বেরোরা' আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। দেবাবেশ দরুণ ভাবের আতিশয্যে তাহাদের শরীর দড়ির (সর্পের) মত পাকাইতে থাকে। এই ভাবেই বেরোরা ঘাট হইতে বারি মাথায় লইয়া টলিতে টলিতে দেবীমণ্ডপে আসে। সেইস্থানে বেরোদের মাথা হইতে ঘটগুলি নাবানো হয়। তাহাদের মস্তক হইতে 'বারি' নামাইয়া লইবার পর ধীরে ধীরে তাহাদের ভাবের ঘোর কাটিয়া যায়।

এই বারি তোলার পরদিনই মূলপূজার অর্থাৎ বগা পঞ্চমী (ভাদ্র) বা দশহরার (আষাঢ়) দিন।

পূজা অন্যান্য শক্তি পূজার ন্যায় হয় এবং ছাগ, পায়রা ইত্যাদি বলি প্রদত্ত হয়।[১]

বর্তমানে প্রচলিত সকল পূজার ভিতর এই পূজাই দেবীর সত্যি-কারের সর্পরূপের পূজা। ইনিই যে জাঙ্গুলীর রূপান্তর তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ 'নিসিজল' প্রস্তুত প্রণালীতে ও জল তোলার ব্যাপারে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবহার রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং বৌদ্ধতন্ত্রে যে জাঙ্গুলী দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, তিনিই এই নবরূপে পূজা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়।

চরিত্র বিশ্লেষণ

সরলা বালিকা—মনসা বিজয়ে যে কাহিনী রহিয়াছে, তাহাতে

১। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ দত্ত, B. A. : সম্পাদক গন্ধ বণিক সমিতি, কলিকাতা, কর্তৃক সংগৃহীত।

বিপ্রদাস দেবী মনসাকে সরলা বালিকার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শিব তাঁহাকে চণ্ডিকার কোপের কথা বলিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না বরং বলিলেন,

"জতনে করিব সত্ত-মায়ের সেবন
নহিবেন রুষ্ট মোরে শুন ত্রিলোচন। ১।২০

অর্থাৎ যত্ন করিয়া সৎ-মায়ের সেবা করিব, তাহা হইলে তো তিনি রুষ্টা হইবেন না। সুতরাং দেবী পিতৃগৃহে গেলেন। কিন্তু গোপনতার আশ্রয় লইতে গিয়া শিব হিতে বিপরীত ঘটাইয়া বসিলেন। দেবী গৌরী সত্যিকারের বিমাতা রূপেই দেখা দিলেন। পদ্মার রূপদর্শনে তিনি ঈর্ষাবিষে দগ্ধ হইলেন। ফলে দেবী পদ্মার একটি চক্ষু গেল।

স্বামী-পরিত্যক্তা স্বাধীনা নারী

দেবীর বিবাহ হইয়াছিল যাযাবর ঋষিকুলের জরৎকারুর সহিত।[১] পিণ্ডলোপের ভয়ে ঋষির বিবাহে সম্মতি হইয়াছিল। যাযাবর ঋষি কিছুকাল গৃহে বাস করিয়াই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। উন্মুক্ত আকাশ, সীমাহীন প্রান্তর ও পথ তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, "এসো, এসো, এসো"। সুতরাং তাঁহার আর ঘরে মন বসিল না। একটি ছল আবিষ্কার করিয়া তিনি দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পথের লোক, পথের স্বাধীনতার বাতাসে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

দেবী এখন স্বাধীনা। নিজ খুশীমতে চলাফেরা করিতে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। প্রয়োজন বোধে তিনি চন্দ্রধর বা ধন্বন্তরীর শালিকার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এমন কি কার্যসিদ্ধির

১। মহাভারত আদি পর্ব।

জন্য ইহাদিগকে নিজ দেহ দানের প্রতিশ্রুতি দান করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।

বৈদিক ঋষি যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন না। অন্তত বোধায়ন তাহাদিগকে এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে বারণ করেন। সুতরাং এই যাযাবর ঋষিকুল বৈদিক ঋষিকুল নহেন। ইহারা নিশ্চয়ই কোনও অবৈদিক সম্প্রদায়। এই যাযাবর ঋষিকুলের জরৎকারু মুনি হয়ত আধুনিক বাদিয়া বা বেদেগণের পূর্বপুরুষ। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মনসা কি বাদিয়ানী ছিলেন? তবে কি আমরা এই বুঝিব যে, মনসা কাহিনী এক বাদিয়ানীর সত্য জীবন কাহিনী অবলম্বনে রচিত?

দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায়যুক্তা

চন্দ্রধরের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিতে হইবে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা সাধন করিতে দেবী মনসাকে যথেষ্ট অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে উষা-অনিরুদ্ধ হরণ ও তাহাদের মর্ত্যে জন্মান, বিবাহ বাসরে বেহুলা বিধবা হইবে বলিয়া অভিশাপ দেওয়া, চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করা, তাহার মহাজ্ঞান হরণ ও বাগান ভস্মকরণ, এতদ্ব্যতীত লোহার বাসরে যাহাতে ছিদ্র থাকে তাহার জন্য কেশাই কামারকে ভীতি প্রদর্শন এবং সর্বশেষ কালীয় নাগকে লখাই দংশন ব্যাপারে নিয়োগ করা। এই সকল কার্য তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় সূচক।

নারীসুলভ দুর্বলতা

কিন্তু এতকাল পুরুষসুলভ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিলেও, তিনি যে নারী তাহা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাহা দেখা দিল যখন বেহুলা

স্বর্গলোকে উপনীত হইলেন। দেবী মনসা তখন জ্বর করিয়া বসিলেন। শিব, দূতের পর দূত পাঠাইতে থাকেন, কিন্তু দেবী অসুস্থা, তাই আসেন না। অবশেষে নারদের উপর দেবীকে আনয়ন করিবার ভার পড়িল। কার্তিক গণেশ সহ নারদ চলিলেন। দেবী অসুস্থা। কার্তিক গণেশ তাঁহাকে মাথায় ধরিয়া তুলিল, দেবী বলিতে লাগিলেন,

বিসহরি বোলে ভাই কাতিক গোনাই
আজ সিবের জতন কি লাগিয়া।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধর কাকালি ভাঙ্গিল মর
উঠিল বিস দুবদিন পাইয়া।
বুলিলেক পদ্মাবতি স্থন কাত্তিক গণপতি
সরির দগদে মর দুক্ষে
চান্দোর ঠাঞো পাইয়া ডর গায় আইল কম্পজ্বর
সেহি বিস উঠে মাসে পক্ষে
দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর গায়ের না ছাড়ে জ্বর
স্থন ভাই নারদ মহামনি
বিসম জরের তেজে খাড়া হইতে মাথা কাপে
কাইল না খাইছি অন্ন পানি ॥

নারদ গায়ে হাত দিলেন। দেখিলেন সর্বাঙ্গ জলের মত ঠাণ্ডা। সুতরাং তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, দেবী ছল করিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি দেবীর ছলেব ভিতরে ছল করিয়া তাঁহার রোগের ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। রোগও যেমন অপূর্ব ঔষধও তদনুরূপ। নারদ দুঃখের ভাণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,

নারদে বলিল পুনি জরের ঐসদ আমি জানি
জদি খাও দধি নারিকেল

ঘোলে মাখী পান্ত অন্ন জদি কর ভক্ষণ
অথনে খণ্ডিব গায়ের জর।
কাচা দুধের কাচা লনী জরের ঐসদ আমি জানি
খাও ভইন্ গো প্রভাত সময়
জর জাইব তোমা ছাড়ি খণ্ডিব মুখের জারি
তবে তুমি এড়াইবা সংশয়।

আর চাতুরী চলেনা সুতরাং এখন তাঁহার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ হইল। চাঁদের হেমতালের বাড়ি খাইয়া কি করিয়া যে তাঁহার কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ইত্যাদি। এইভাবে দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে দুঃখের ভারের কিছু লাঘব হইল। তখন তিনি কার্তিক গণেশ ও নারদসহ দেবসভায় গমন করিলেন।

দেবসভায় উপস্থিত হইয়া দেবী লখাইর মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার দায়ীত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। তাঁহার কোনও নাগ লখাইকে খায় নাই। তখন সকল নাগের ডাক পড়িল। কালী তাহার ন্যাড়া লেজ সহ দেবীর আসনের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেবীকে প্রণাম করিবার ছলে বেহুলা তাঁহার আসনের নীচ হইতে কালিনাগকে বাহির করিয়া আনিল। ধরা পড়িয়া দেবী লজ্জিতা হইলেন এবং লখাইকে জিয়াইয়া দিতে রাজী হইলেন। কিন্তু বিপদ হইল বেহুলাকে লইয়া। সে বলিয়া বসিল লখাইর দেহ আগুণে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তখন দেবী সকোপে বলিতে লাগিলেন,

আমি নারিলাম লখাইরে জীয়াইতে
বোলহ সুন্দরি বেউলা দেসেরে জাইতে।
সংসারের জিব জাতি তারে শ্রীজে প্রজাপতি
আমি না পারি তনু গঠিবারে।

কেনে বেউলা মরা না দেয় মরে।
কামদেবের মুরারি তারে যে কেন ত্রিপুরারি
রাত্রি দিনে দেবে স্তুতি করে।
সিবে সেই না জিয়াইল তারে॥
চণ্ডির কথা জগতে প্রচুর চণ্ডি লৈক্ষে লৈক্ষে বধিলা অসুর।
আর কথ করিল সংকর।
এক লখাইর লাগি এতেক তোলপার।

শিব বল, বিষ্ণু বল, চণ্ডী বল, কেহই তো তাহাদের দ্বারা হত কোনও মরাকে জীবিত করেন নাই। তবে আমার বেলাই বা এত দাপট কেন?

দেবীর এই ফিরিস্তিতে সত্যই চিন্তার বিষয় আছে। জীব একবার দেহ ত্যাগ করিয়া গেলে যে সেই দেহে আবার ফিরিয়া আসে কিংবদন্তি ছাড়া তাহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি পদ্মাপুরাণ ভিন্ন অন্য পুরাণেও ইহার সন্ধান কদাচিৎ পাওয়া যায়। ইহা কেন হয়?

এই যে মৃতাস্থিতে জীবন সঞ্চারের ধারণা ইহা আসিয়াছে পুনরুত্থানের (Resurrection) কল্পনা হইতে। যে সমাজের লোক মনে করিত যে, মৃত্যুর পরে কোনও এক সময়ে মৃতদেহের অস্থিপঞ্জরের ভিতর মেদ, মজ্জা, রুধির সংযোজিত হইয়া জীব আবার পুনর্জীবিত হইবে, সেই সমাজের কোনও পৌরাণিক কাহিনীর ইহা অবশেষ মাত্র। যে সমাজে পুনর্জন্মবাদের প্রভাব রহিয়াছে, সেই সমাজে এই জাতীয় কাহিনীর উদ্ভব সম্ভব নহে। সুতরাং যদি ইহা ভারতীয় কাহিনী হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা একটি অতি প্রাচীন কাহিনী।

অবশেষে বেউলা লখাইর অস্থিপঞ্জর বাহির করিয়া দিলে দেবী তাহাতে প্রাণসঞ্চার করিয়া দায়মুক্ত হইলেন।

চাঁদ সদাগরের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিবার সময় আবার দেবীর মানব ভাব প্রকাশ পাইল। হেমতালের বাড়ি (দণ্ড) দেখিয়া তিনি ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহস পান না। তাই নারায়ণ দেব সোনকার মুখ দিয়া বলাইলেন,

> কর জোর করি বলে সোনকা সোন্দরি
> হরসিতে তরে[১] উঠে জয় বিসহরি।
> পদ্মা বোলে এই কথা উটিতে না পারি
> কালডণ্ড এহেন দেখ হেমতাল বারি।
> যদি পূজিব সত্য করুক সদাগর।
> হেমতাল পালাউক[২] জলের ভিতর। নাঃ, পৃঃ ৩৩২

চাঁদ সদাগর হেমতালে দণ্ড ফেলিয়া দিলেন, দেবী তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন। সেই হইতে দেবী, জেলে, চাষী প্রভৃতির ঘর হইতে ভদ্রসমাজে উঠিয়া আসিলেন।

মারি অরি পারি যে কৌশলে

মনসা চরিত্রে তৎকালীন সমাজ জীবনের ছাপ পড়িয়াছে। দেশ তখন মাৎস্য ন্যায়ে শাসিত। জোর যার মুল্লুক তার। চাঁদের ছয় পুত্র নাশ, তাহার বাগান ধ্বংস এবং তাহাকে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত করিবার দেবীর কি কারণ ছিল। যদি চাঁদ তাঁহার পূজা না-ই করে তাহা হইলেও দেবীর তাহাকে বলিবার কি আছে? অথচ তাহার এই সকল দুর্গতি তিনি ঘটাইয়াছেন। তাঁহার কাজে ন্যায় অন্যায় ধর্ম অধর্ম কিছুরই যেন অপেক্ষা নাই।

১। তরে—তড়ে (শ্রীহট্টে), তটে।

২। পালাউক—ফেলিয়া দিক।

মনসা মঙ্গলের দেবী

এতৎসত্ত্বেও মনসা মঙ্গলের দেবী। তিনি যে ক্ষতি করেন তাহা সহস্রগুণে ফিরাইয়া দিবার জন্য। দেবীর চরিত্র বাঙ্গালাতে প্রচলিত শনি, সত্যনারায়ণ, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতির চরিত্রেরই ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। কারণ শনি, সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতার কথাতেও আমরা অনুরূপ ঘটনার আভাস পাই। এই সকল লৌকিক দেব দেবী পূজা না পাইলে রুষ্ট এবং পূজা পাইলেই তুষ্ট হইয়া থাকেন।

মনসা প্রতিদ্বন্দ্বী দেবী

মনসা চরিত্র আলোচনা করিলে মনে হয় যে দেবী পদ্মাবতী আদিতে শিবের কন্যা ছিলেন না। তিনি চণ্ডিকা বা গৌরীর সমতূল্য অপর এক লৌকিক দেবী ছিলেন। চণ্ডিকা এবং তাহাতে বিরোধিতা ছিল। কারণ আমরা দেখিতে পাই নেতাকে যখন শিব গৌরীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তখন তিনি এবং গঙ্গা তাহাকে কন্যার ন্যায়ই স্নেহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই কন্যার বেলায়ই বা এত কলহের কারণ কি ?

সুতরাং খুব সম্ভব দেবীপদ্মা বা মনসা চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক দেবী ছিলেন। তাঁহার উপাসক সম্প্রদায় সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তিনি দেবী চণ্ডিকার ভক্তমণ্ডলীতে হানা দেওয়াতেই কলহের সূত্রপাত। পরে মনসাকে উচ্চবর্ণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করিবার জন্যই তাঁহাকে শিবের কন্যা বলিয়া চালানো হইয়াছে।

মন্চা ও মনসা

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, দেশিকোত্তম মহাশয় মনসা শব্দকে কানাড়া ভাষার 'মন্চা' অম্মা' হইতে বুৎপন্ন করিতে চান। আমার

মনে হয় তাহার মতই সমীচীন। কারণ সর্পদেবীর 'মনসা' নাম কোনও ভাবেই সংস্কৃত হইতে ব্যুৎপন্ন করা সম্ভব নহে। অপর পক্ষে 'মন্চা' শব্দটী সংস্কৃত ধাতু 'মন্চ' হইতে ব্যুৎপন্ন করা যায়। কারণ 'মন্চ পূজায়াম্'।

চন্দ্রধর (চাঁদো)

মনসা কাহিনীতে দেবী মনসার পরেই চন্দ্রধরের স্থান। মনসা ও চন্দ্রধরই মূল গায়েন। চরিত্র হিসাবে দ্বিতীয় স্থান হইলেও কবি চন্দ্রধরের চরিত্র যে ভাবে ফোটাইয়াছেন, তাহাতে চাঁদ প্রথম হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। চরিত্র বিশ্লেষণে দেবী মনসা চাঁদের নিকটেও আসিতে পারেন নাই।

মনসা মঙ্গল কাব্যসমূহ যে যুগের লেখা, সেই যুগকে এবং যুগধর্মকে লেখক উপেক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সেই যুগে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে আপামর জনসাধারণের ভিতর ইষ্টনিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল তাঁহার দৃঢ় ইষ্টনিষ্ঠা।

চাঁদ সদাগর গন্ধবণিক। কুলধর্ম অনুসারে হরগৌরী তাহাদের কুলদেবতা। গৌরী তাহাদের কুলদেবী বলিয়া তাঁহার নাম গন্ধেশ্বরী। তিনি চতুর্ভুজা সিংহাসীনা। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের আওতায় সুবর্ণবণিক সমাজ আকৃষ্ট হইলেও গন্ধবণিক সমাজ তাহাদের চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করেন নাই। তাহাদের কুলদেব শিব এবং কুলদেবী গৌরী এখনও যথারীতি পূজিতা। অবশ্য গন্ধবণিক সমাজে অনেকেই এখন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত।

তপস্যা ও সিদ্ধি

তপস্যাই যে জাগতিক অভ্যুদয়ের প্রধান উপায়, এই কথা তখনও লোকে ভুলিয়া যায় নাই। চাঁদ তাই,

মনোনীত বাঞ্ছিত সু-বর অভিলাষে।
শিবদুর্গা অপবর্গা সেবে অনায়াসে॥
চিরকাল ভূপাল ভক্ষিয়া ফলমূল।
অপরূপ বহু তপ করে সমতুল॥ বিঃ ৪। ১০।১৭-২০

আশুতোষ শিব ও ভক্তাধীনা গৌরী সন্তুষ্ট হইয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি তোর অভীষ্টবর মাগ নৃপবর। বিঃ ৪। ১০।২৬

চাঁদ তখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া প্রার্থনা করিলেন,

"যদি বর দিবে মোরে কহি সন্বিধান
কুতূহলী সিদ্ধি-ঝুলী দেহ মহাজ্ঞান" বিঃ ৪।১০।৩১-৩২

তখন, জয় নেত শিরে হস্ত দিলেন শঙ্কর
সিদ্ধি-জটা অতি ছটা হইল সত্বর।
মহাতেজা চাঁদোরাজা হৈল শিববরে।
সংসারে অবধ্য সিদ্ধি চাঁদো নরেশ্বরে। বিঃ ৪। ১০।৩৭-৪০

চাঁদ সদাগর শুধু যে বণিক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন ছোটখাট রাজাও ছিলেন। তাহার বহু প্রজা, পাইক, বরকন্দাজ ও সৈন্যসামন্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র যাত্রার উপযোগী সাতখানি নৌকা ছিল। বিরাট ফলের বাগান বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে ছিল। তাহার হেমতালের[১] দণ্ডের ভয়ে সাপ তাহার বাড়ীর ত্রিসীমনায়ও যাইত

১। ভূমিকাতে আমরা 'হেমতালকে' হেমদণ্ড হইতে ব্যুৎপন্ন করিয়াছি। কিন্তু শ্রীহট্টে হেমতাল নামক একপ্রকার গুল্ম আছে। পীর, ফকির এই হেমতালের গুল্মের

না। ঘরে অতুল ঐশ্বর্য, ইন্দ্রানীর ন্যায় সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী পত্নী সোনকা, রাজপুত্রের মত সুন্দর ছয় পুত্র, রাজকুমারীসদৃশা ছয় পুত্রবধূ। এইভাবে চাঁদ সদাগর যখন সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে অবস্থান করিয়া হর-গৌরীর সেবায় নিযুক্ত, তখন দেবী মনসা আসরে নামিলেন।

মৌনী অমাবস্যা ও দেবী মনসা

হিন্দুসমাজে যেমন হয়, নারীগণ নানাপ্রকার ব্রতোপবাস করেন, তেমনি সোনকা একবার মৌনী অমাবস্যার উপবাস করিয়া রহিয়াছেন।

এথায় সনকা পুত্রবধূ লৈয়া ঘরে।
মুনি অমাবস্যা[২] ব্রত হরষিতে করে।
গুঙ্গড়ি করিতে স্নান জায় কুতুহলে।
ছয় বধূ সংহতি প্রচুর সখী চলে।
হেনকালে আচম্বিতে শুনিল সত্বরে।
বিশাল বাজনা বাজে জালুমালু ঘরে। বিঃ ৫।১০।৬৭-৭২

লাঠি প্রস্তুত করেন। হেমতালের পাতাগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে পাতা ফেলিয়া দিলে দণ্ডটী সাপের মত বলিয়া মনে হয়।

যাহারা সর্পের গতি প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ তাহারা বলেন যে, বড় মোটা লাঠি হইতে কঞ্চির ন্যায় লাঠিই সর্প মারিবার পক্ষে অধিকতর প্রশস্ত। কারণ এই লাঠির আঘাত সাপের আলগাভাবে সজ্জিত মেরুদণ্ডের হাড়গুলিকে আরও আলগা করিয়া দিতে পারে। ফলে সাপ আর নড়িতে পারে না। সুতরাং মনসা মঙ্গল কাব্যসমূহে ব্যবহৃত 'হেমতাল' শব্দ দ্বারা এই গুল্মও বুঝাইতে পারে।

২। সোমবারে অমাবস্যা তিথির যোগ ঘটিলে তাহাকে মৌনী অমাবস্যা বলে (বিশ্বভারতীর সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয় হইতে প্রাপ্ত।)

সোনকা আশ্চর্যান্বিতা হইলেন। অন্নহীন দরিদ্র জালিয়ার বাড়ীতে বাদ্যোদ্যম? দাসী খবর লইয়া আসিল। সোনকা নিজেই সংবাদ জানিতে অগ্রসর হইলেন। জালুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

অন্ন অন্নশূন্য তুমি ছিলা এই স্থান
এতেক বিভব হৈল কহ ত কারণ। বি, ৫।১১।৩-৪

তখন, জালুর জননী বলে শুনহ বচন
ভকতি-প্রণতি পূজি মনসা চরণ
সমুদ্র-সলিলে জালে উঠে দিব্য বারি।
তাহার প্রসাদে মোর স্বর্ণময় পুরী। বি, ৫।১১।৮-১১

পূজার বিধান জিজ্ঞাসা করাতে জালুর মাতা বলিল,

সুবর্ণের ঘটে দিবা সিজের পল্লব।
রত্নসিংহাসনে রাখি মনের উৎসব।
দশমী দশহরা তিথি জ্যৈষ্ঠবাসরে
নানাদ্রব্য উপহার করিয়া বিস্তরে॥
মিষ্ট-অন্ন রচনা নৈবেদ্য দশ ফল।
দুই বধূ লইয়া গাই পদ্মার মঙ্গল॥ বিঃ ৫।১১।২১-২৬

পদ্মার আবির্ভাব

এমন দেবতার পূজা কে না করে! সোনকা জালুর মায়ের কাছে একটি ঘট চাহিলেন। জালুর মাতা প্রমাদ গণিল। ইতিমধ্যে দেবী মনসা আবির্ভূতা হইয়া আদেশ করিলেন।

ঝাট পদ্মা রথত্তরে ডাকি বলে নিছনিরে
হরষিতে দেহ দুই বারি। বিঃ ৫।১২।১১-১২

সোনকা আনন্দে মত্ত হইয়া,

সনকা করুণ-আখি পদ্মার প্রতাপ দেখি
বুঝাইয়া জালুর জননী
যত্নে লইলা সুন্দরী হাতে কাখে দুই বারি
নিজপুরে গেলা রাজরাণী। বিঃ ৫।১২।১৩-১৩

হিতে বিপরীত

পুরীতে উপস্থিত হইয়া সোনকাও পূজা জুড়িয়া দিয়াছেন, এমন সময় তাহার দাসী এই ব্যাপার দেখিতে পাইল। দাসী গিয়া চাঁদ সদাগরকে এই অজ্ঞাতদেবীর পূজা-প্রবর্তনের কথা বলিয়া দিল।

চাঁদ সদাগর হেঁতালের দণ্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং

দেখিয়া পদ্মার পূজা ক্রোধে জ্বলে চাঁদো রাজা
হেতালের দণ্ড করে ধরি
আপদ সঞ্চারে নৃপে আপন পাসরে কোপে
ভাঙ্গিলেক মনসার বারি[১]। বিঃ ৫।১২।২৯-৩১

সুতরাং দেবী মনসার আর চাঁদের বাড়ীর পূজা খাওয়া এই যাত্রায় হইয়া উঠিল না। তিনি ভয়ে পলাইয়া গেলেন।

সংঘর্ষের সূত্রপাত

চাঁদ সদাগরকে জব্দ করিতে হইবে। নেতার বুদ্ধিতে পদ্মা তাঁহার নাগবাহিনী প্রেরণ করিলেন, তারা,

জিনিয়া অমরাবতী নানাবৃক্ষ রম্য অতি
নাগগণে কাটে তরাতরি। বিঃ ৫।১২।৫৫-৫৬

১। নারায়ণদেবের মতে, চাঁদ সদাগর দেবী বিষহরির কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাই মনসার কথাতেই দেখিতে পাই, 'দুষ্ট বেটা চন্দ্রধর কাকালি ভাঙ্গিল মর।'

তখন নাখরা-রক্ষক চাঁদ সদাগরের নিকট ছুটিয়া গেল। চাঁদ আসিয়া দেখিলেন বন প্রায় সাবাড়। তখন,

"মহাজ্ঞান জপে মনে জয় নেত আচ্ছাদনে
নিমিষে নাখরা জিয়াইল। বিঃ ৫।১২।৯৩-৯৪

সুতরাং দেবী মনসাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে হইল। না হইলে আবার নাগগণকে হাতে পাইলে চাঁদ যে কি করিবে তার স্থিরতা নাই।

মহাজ্ঞান হরণ

দেখা গেল ঠিকে ভুল হইয়া গিয়াছে। মহাজ্ঞান থাকা পর্য্যন্ত চাঁদের কোনও ক্ষতিই করা সম্ভব নহে। সুতরাং মহাজ্ঞান হরণ করিতে হইবে। উপায় কি? নেতা যুক্তি দিলেন চাঁদের শালীর রূপ ধরিয়া, কাম-মোহিত চাঁদের নিকট হইতে মহাজ্ঞান হরণ করিতে হইবে। গরজ বড় বালাই। পূজা প্রচার না করিলে চলে না। সুতরাং দেবী পদ্মাকে বেশ্যার ভূমিকা অভিনয়ও করিতে হইল! তাই,

নেতোবলে পদ্মা বালি হইয়া চাঁদোর শালি
ছলিয়া আনহ মহাজ্ঞান।৫।১২।৯৭-৯৮

* * *

নেতোর বচন শুনি মনসা হৃদয়ে গুনি
সুবেশ হইলা ততক্ষণ। বিঃ ৫।১২।১১৭-১১৮

* * *

দেবী মনসা সোনকার ভগ্নীর বেশ ধরিয়া চাঁদের অন্তঃপুরের রামেশ্বর ঘাটে বসিয়া কান্দিতে লাগিলেন। সোনকা বাহির হইয়া শুনিতে পাইলেন,

কি কর্ম করিব এবে জাইব কোথায়ে
সোনকা বহিনী বাড়ী কোনরূপে পায়ে ॥ বিঃ ৫।১৪।১২-১২

সোনকা শুনিতে পাইয়া ভগিনী জ্ঞানে তাঁহাকে তো লইয়া আসিলেন। এদিকে চাঁদ সদাগর ছদ্মবেশী পদ্মাকে দেখিয়া কাম-মোহিত হইয়া তাহার ইচ্ছা সোনকাকে বলিলেন। সোনকা ভৎ‍র্সনা করিলেন। কিন্তু চাঁদের নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, তিনি পদ্মাবতীকে একান্তে পাইয়া বলিলেন :

দুরন্ত নৃপতি তোমা দেখিল কেমনে।
মদনে কাতর হইয়া চাহে আলিঙ্গনে। বিঃ ৫।১৪।৩৬-৩৭

পদ্মাও তাহাই চান, সুতরাং তিনি বলিলেন,

পদ্মা বলে আমা লাগি দুঃখ পাও মনে।
তুষিব নৃপতি তব পিরিতি-কারণে। বিঃ ৫।১৪।৩৯-৪০

কাজ সহজ হইয়া আসিল। কাম-মোহিত চাঁদ সদাগর জয়নেত পদ্মার হাতে দিতেই, তিনি জয়নেত ও চাঁদের পরচুলা লইয়া উধাও হইলেন।

কুবুদ্ধিয়া নৃপতি আঁচল দিল হাথে।
শীঘ্র জটা ছিড়ি পদ্মা ভর কৈল রথে। বিঃ ৫।১৪।৬৭-৬৮

জয়নেত ও জটা হারাইয়া চাঁদ সদাগর নির্বীষ সাপের মত হইয়া পড়িলেন। অবশ্য দেবী পদ্মার পক্ষে বলিবার আছে, যে, 'There is nothing unfair in love and war !'

চাঁদের দুর্গতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজপুত্রের মত তাহার ছয়পুত্র গেল আর প্রাণসম নাথরা বাগানখানিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অনমনীয় চরিত্র

কিন্তু চাঁদের মাথা নোয়াইবার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না। ছয়পুত্র মরণে সোনকার ক্রন্দনেও তাহাকে নড়াইতে পারিল না।

সোনকা দুঃখে শোকে জর্জরিত হইয়া যখন চাঁদোকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, তখন চাঁদ উত্তর করিলেন,

ক্রুদ্ধ হইয়া বলে রাজা চাঁদ অধিকারী।
দৈব দোষে পুত্র মৈল কি করিতে পারি।
তোমা আমা কুশলে থাকিলে দুইজন।
দুই সম বৎসরে হবে কএক নন্দন। বিঃ ৮।৮।২৯-৩২

যখন ব্রাহ্মণগণ পুত্রদেহ সৎকার করিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন,

তবে চাঁদো রাজা বলে হইয়া ক্রোধিত।
দক্ষিণার লোভে সভে কহ অনুচিত ॥
কাণির উচ্ছিষ্ঠ খুয়া ভ্রমিব নগরে।
অপমান তবে কাণি বলিব আমারে ॥ বিঃ ৮.৮।৪১-৪৪

বিপুলা যখন সাতপুত্র ধনজন সহ ফিরিলেন তখনই চাঁদের সর্বপেক্ষা বড় পরীক্ষা। তিনি সেই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিপুলা গৃহে উপাস্থত হইলেন সোনকা চিনিতে পারিয়া বিপুলার গলায় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময় চাঁদ সদাগর উপস্থিত, তখন

লর দিআ গেল বেউলা ঘরের ভিতর। নাঃ পৃঃ ৩২৮

চাঁদ সোনাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিলেন, তখন

সোনাই বলে শুন চান্দ অধিকারি—
এই যে পরম সতি সাহের কুমারি।
একলৈক্ষ পুজা দিআ পুজ বিষহরি। নাঃ পৃঃ ৩২৮

চন্দ্রধর শুনিয়া—

বিষ্ণু বিষ্ণু বোলে রাজা জপে রাম রাম।
চান্দে বলে সোনাই তোর হইল কুমতি।

কোন কার্য সাধিব পূজিব পদ্মাবতি।
জানি জাউক জে ধনজন আমার নিছনি!
কণ্ঠে প্রাণি থাকিতে না পূজিব লঘু কাণি।
জাবত জে চন্দ্রধর জিঅম পরাণে॥
তাবত না পূজিব আমি দর[1] কৈল মনে॥ নাঃ পৃঃ ৩২৮

ইষ্টনিষ্ঠা

বিপদের সময়েই লোকের মনের জোর কতটুকু তাহা জানিতে পারা যায়। তাহারা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি কতটুকু ভক্তিমান তাহা তখন বুঝিতে পারা যায়। চৌদ্দডিঙ্গা ডুবিল। সদাগর নিরাশ্রয় হইয়া সমুদ্রে ভাসিতেছেন। দেবী পদ্মা মাধব রথে চড়িয়া টিট্‌কারী দিতেছেন,

যদি চাই ফুল পানি তবে বোল লঘু কাণি
অখনে মুড়াই কার মাথা।
আমার সনে বাদ যার জিবনের সাধ নাহি তার
কি মতে জাইবা দেখি ঘরে॥ নাঃ পৃঃ ২৪২

চন্দ্রধর তাহার উত্তর দিতে কসুর করেন নাই, তিনি বলিলেন

ডিঙ্গা ডুবাইবা করি কিবা বোল আছিলা ধরি
কাছে না পাম দিতে প্রতিফল
জর্ম মোর রাহু শনি কুভগু হইয়াছে মুণি
তে কারণে ডিঙ্গা হইল তল। নাঃ পৃঃ ২৪২

যদি চাঁদ সদাগর জলে ডুবিয়া মরে তাহা হইলে অপযশের সীমা

---

(১) দর—দঢ়।

নাই, তাই দেবী পদ্মা একটী শুক্‌না লাউ ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু চাঁদের মনে কোনও পরিবর্তন নাই, তাই

বুকে লাউ দিয়া ভাসে চান্দো সদাগর
জানিলাম কাণির আমারে আছে ডর।
ধাম্‌না ভাতারী বলি নাহি দিমু খোঁটা
তে কারণে দিয়া আছে এই লাউ গোটা। নাঃ পৃ ২৪২

সুতরাং লাউও গেল। অতঃপর

নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে
পদ্মপুষ্প দিলা তবে চান্দো বিদ্যমানে। নাঃ পৃঃ ২৪২

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল,

পদ্মপুষ্প দেখি সাধু লাগে বুলিবার
বিষ্ণু বিষ্ণু শিব দুর্গা জপে সাতবার।
কাণির নামে পুষ্প গায়ে লাগীল আমার
এহি দায়ে প্রায়শ্চিত্ত চাহি করিবার।
পদ্মার নামে পুষ্প দেখি কুপিত সদাগর
কুলকুনা[২] ফেলাইল সাধু ফুলের উপর। নাঃ পৃঃ ২৪২

সুতরাং পদ্মাকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। চাঁদকে ঘাটাইয়া গালি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ নাই। এই যে আসন্নমৃত্যু জানিয়াও নিজ ইষ্টকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা না করা ইহা চাঁদ সদাগরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের ভিতর এই ভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত।

(২) কুলকুনা—কুলকুচা।

বাণিজ্য-গমন

বাণিজ্য গমন কাহিনীতে খুব মজার মজার কথা আছে কিন্তু তাহার সহিত আমাদের আলোচনার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকাতে আমরা সেইসকল বিষয় নিয়া আলোচনা করিলাম না। শুধু তাহার বদল বাণিজ্য সম্বন্ধে দুই চারি কথা এবং নৌকাতে মূর্তি স্থাপন বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব।

(১) **বদল বাণিজ্য**—শ্রীযুক্ত তমোনাশ দাশগুপ্ত মহাশয় বদল বাণিজ্যে চাঁদের অসাধুতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "সদাগরের চরিত্রের দুইটি দুর্বলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার একটি হইতেছে তাঁহার বণিকসুলভ অসাধুতা।" ইহা তিনি সত্যই ধরিয়াছেন, কারণ, চাঁদ ষড়যন্ত্র করিতেছেন,

> ভিমা মির্দ্ধা জাউক ভিন্ন দেসি হইয়া
> বস্তু বাছা করি দিব জহরি হইয়া।
> তুলাই বুলিব মূল্য রাজার মন বুঝি
> তেড়া তবে আগু হইয়া দরে দিব ভাঙ্গি॥ না, পৃঃ ২১০

কিন্তু ডাঃ দাশগুপ্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বৈশ্যসমাজের বৃত্তির নাম হইল "সত্যানৃত"। অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ। সেই মিশ্রণে সত্যের পরিমাণ কতটুকু আর মিথ্যার পরিমাণই বা কতটুকু থাকিবে তাহার কোনও নির্দেশ স্মৃতিশাস্ত্রে না থাকায় এ ব্যাপারে বণিকসম্প্রদায়ের গতি নিরঙ্কুশ! সুতরাং এই স্থানে চাঁদের বদল বাণিজ্যে কিছুমাত্রও অসাধুতা প্রকাশ পায় নাই।

(২) **নৌকাতে ইষ্ট দেবদেবী**—ইহা একটি অপূর্ব সংবাদ। কারণ আমরা যদি এই কাহিনীকে ভারতীয় বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য যাত্রার কাহিনীর অবিকৃত রূপ বলিয়া ধরি তাহা হইলে, আমরা

প্রাচীন ইতিহাসের অনেক ঘটনাই ব্যাখ্যা করিতে পারিব। কারণ নিজ ইষ্ট দেবদেবীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রথা হইতে অনুমান করিতে পারি যে, যে সকল ভারতীয় বণিকগণ দেশে আর ফিরিয়া আসিতেন না তাহারা উপনিবেশে স্বকীয় দেশ হইতে গৃহীত দেবদেবীর উপাসনাই করিতেন। তাহা হইলে বৈদিক পণি, যদু, তুর্বসু প্রভৃতি ভারতীয় সম্প্রদায় যাহারা বিদেশে গমন করিতেন, তাহারা নিজ নিজ পারিবারিক বা কুলগত দেবদেবীর উপাসনাই সেই সেই অঞ্চলে বা দেশে প্রচলন করিয়া থাকিবেন।

ফিরিবার পথে ধনসম্পদ সহ সমস্ত নৌকা নিমজ্জিত হইল এবং চাঁদ শুধু প্রাণ নিয়াই গৃহে ফিরিলেন।

হরগৌরীর নিরপেক্ষতা

চাঁদের দুর্দিনে তাহার ইষ্ট দেবদেবীর উদাসীনতা ও নিরপেক্ষতা খুব চোখে লাগে। কারণ, চাঁদের দুর্গতির কারণই হইল তাহার ইষ্টনিষ্ঠা। শুধু তাহাই নহে, যে স্থানে তিনি বামহাতে পূজা করিলেই দেবী পদ্মা সন্তুষ্টা হইতেন, সেই স্থানে হরগৌরীর দিকে চাহিয়া তাহাও তিনি করেন নাই। কারণ, তাহার মতে,

চেঙ্গ বেঙ্গ খায় কাণি কোন দেব নাহি জানি। না, পৃঃ ২৮০

শুধু তাহাই নহে প্রাণমাত্র রাখিয়া চাঁদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চালাইতে পদ্মাকে অনুমতি দিতেও তাঁহাদের বাধে নাই। কিন্তু ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে এই জাতীয় ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্তকে শাসন করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা ভগবান নিজেই করিয়া থাকেন তার জন্য আমমোক্তার নিয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। আর অপর দেবতা কর্তৃক নিজ ভক্ত উপদ্রুত হইলে ভগবান নিজেই

তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কারণ ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রানুসারে ভগবান ভক্তাধীন। সুতরাং মনসা কাহিনীতে শিবগৌরীর ভক্ত চাঁদ সদাগরের উপর পদ্মার অত্যাচার চালাইবার অধিকার লাভের কাহিনী নিশ্চয়ই ভারতীয় নহে। ইহা নিশ্চয়ই বহিরাগত। ঠিক অনুরূপ একটি ঘটনার সংবাদ বাইবেলেও পাওয়া যায়।

বাইবেলের অনুরূপ ঘটনা

বাইবেলে (Old Testament) কথিত আছে, "উজ নগরে 'জব' নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। তাহার সম্পত্তির ভিতর ছিল সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উট, পাঁচশত জোড়া বলদ ও পাঁচশত গর্দভী।

কথিত আছে, একবার ভগবানের পুত্রগণ পিতৃসন্দর্শনে স্বর্গলোকে গমন করেন। সেই সময়ে সয়তানও তাহাদের সহিত উপস্থিত ছিল। সয়তানকে দেখিয়া ভগবান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ভক্ত 'জবকে' তোমার কেমন মনে হয়?"

"কি আর মনে হইবে? তুমি তাহাকে ধনে জনে, সুখে ঐশ্বর্যে রাখিয়াছ, তাই সে তোমার জয়গান করে। তার ধন জন সম্পদের উপর হাত দিয়া দেখ, যে মুখে সে তোমার জয়গান করিত সেই মুখেই সে তোমাকে গালি পাড়িতে থাকিবে"

"জবের পরীক্ষার ভার তোমার কিন্তু দেখিও তাহাকে প্রাণে মারিও না।"

শয়তান তাহার কাজে লাগিয়া গেল। সুতরাং একদিনেই 'জবের' ধনজন পুত্রকন্যা সব গেল। কিন্তু 'জব' ভগবানকে ভুলিলেন না। Job. 1.

ভারতীয় কাহিনীতে জবের স্থানে চন্দ্রধর এবং শয়তানের স্থানে দেবী মনসাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার মনে হয় গল্পটি সেমেটিক জাতীয় মুসলমানগণ কর্তৃক ভারতে আনীত হইয়াছিল এবং তাহা জনসাধারণের ভিতর চলিত হইয়া যাওয়ার ফলে মনসামঙ্গলকার তাহা চাঁদ সদাগরের কাহিনীর সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন।

লখাইর বিবাহ, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন

বেহুলার সহিত লখাইর বিবাহ হইল। সর্পাঘাতের ভয়ে কাল-রাত্রিতে তাহাদিগকে লৌহনির্মিত গৃহে রাখা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সর্পাঘাতে সেই রাত্রেই লখাইর মৃত্যু হইল। বেহুলা ভেলায় করিয়া লখাইর মৃতদেহ লইয়া স্বর্গপুরে উপস্থিত হইলেন।

লখাই পুনরুজ্জীবিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র, ধন্বন্তরি প্রভৃতিও সঞ্জীবিত হইলেন এবং ধনজন সহ চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরও সমুদ্র হইতে উঠিল। লখাই-বেহুলা সমস্ত সঙ্গে করিয়া চম্পকনগরের ঘাটে ডিঙ্গা লাগাইলেন। ছদ্মবেশে বিচনী হাতে লইয়া বেহুলা চাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পথেই চাঁদের সহিত দেখা। সুন্দর বিচনী দেখিয়া চাঁদ সদাগর তাহা হাতে লইলেন। কিন্তু তাহাতে পদ্মার চিত্র ও পদ্মার পদতলে নিজ চিত্র দেখিয়া ব্যজনী মাটিতে ফেলিয়া লাথি মারিতে লাগিলেন। ক্রোধ শান্তি হইলে চাঁদ কাণির চরের সন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। চাঁদ কিন্তু অটল।

চাঁদের পূজা

কিন্তু এবার শুধু সোনকা বা ঘরের পুত্রবধূ নহে, এবার সমস্ত দেশের

লোক খেপিয়া গিয়াছে। কারণ নৌকাতে কাহারও বাপ, কাহারও ভাই, কাহারও স্বামী ইত্যাদি রহিয়াছে। লোকমতের চাপ চাঁদের অতবড় দৃঢ়তাকেও শিথিল করিয়া আনিল, কারণ,

ব্রাহ্মণে হাতে ধরে শূদ্রে ধরে পায়।
পাত্রগণ চাঁদের আগে কহিয়া বুঝায়॥ নাঃ পৃঃ ৩২৯

চারিদিকে কান্না ও তিরস্কার-বাণীর রোল। চাঁদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না বাধ্য হইয়া দেবীর পূজা করিতে স্বীকৃত হইলেন, তবে,

পিচ্[১] দিয়া বামহাতে তোমারে পূজিব।
শিবলিঙ্গ আমি পূজি যেই হাতে।
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে। নাঃ পৃঃ ৩৩২

অবশ্য সমস্তই মিটিয়া গেল। কিন্তু দেবীর ভয় তখনও যায় নাই। কারণ চাঁদের হাতে তখনও সেই সর্বনেশে হেমতালের দণ্ড। সুতরাং সোনকা যখন বলিলেন,

করজোর করি বলে সোনকা সোন্দরি।
হরষিতে তরে উটে জয় বিষহরি॥ নাঃ পৃঃ ৩৩২

তখন পদ্মা বলিয়া বসিলেন,

"পদ্মা বলে এই কথা উটিতে না পারি
কালদণ্ড এহেন দেখ হেমতাল বারি।[২]
যদি পূজিব সত্য করুক সদাগর।
হেমতাল পালাউক[৩] জলের ভিতর। পৃঃ নাঃ ৩৩২

চাঁদ হেমতালের দণ্ড ফেলিয়া দিলেন এবং লক্ষ বলি দিয়া দেবীর

১। পিচ্ দিয়া—পশ্চাৎ ফিরিয়া। পিচ্—পিছন, পশ্চাৎ।
২। বারি—বাড়ি, দণ্ড, লাঠি।
৩। পালাউক—ফেলিয়া দিক।

পূজা করিলেন। জগতে দেবীর পূজার প্রচার হইল। দেবী আর নারী সমিতির ব্রতকথার দেবতা রহিলেন না। তাহার পূজা পদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে রচিত হইয়া প্রচারিত হইল।

৪

বেহুলা—লখাই

মনসা কাহিনীতে বেহুলা-লখাইয়ের একই ভূমিকা। তাহারা দেবীর পূজা প্রবর্তনের জন্যই শুধু রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবীর পূজা সমাপন হইলেই তাহারা স্বধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহারা উভয়েই জাতিস্মর ছিলেন।

বেহুলা জন্মিলেন উজানি নগরে আর লখাই চম্পকে। বিবাহ হইল। বেহুলার অভিশাপ ছিল কালরাত্রিতে সর্পদংশনে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইবে। যাহাতে সর্পাঘাত হইতে না পারে সেইজন্য চাঁদ বরকন্যার জন্য লোহার মাঞ্জস বা ঘর প্রস্তুত করাইলেন। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে মাঞ্জস বলিতে লোহার ঘরই বুঝাইত। যেমন,

বিষহরি বলেরে কেসাই কামার
মাঞ্জুস গঠিলা কার বলে। নাঃ পৃঃ ৩০৭

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত মতানুসারে 'মাজস' শব্দ দ্বারা ভেলা বুঝাইয়া থাকে। আমার মনে হয় মাঞ্জস শব্দের ইহা গৌণ ব্যবহার। প্রাচীন কালে হয়ত সমুদ্রে বাণিজ্যকারী বণিকগণ তাহাদের মৃতদেহ বাক্সে করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিত। ভারতবর্ষে এখনও সন্ন্যাসীগণকে জল সমাধি দেওয়া হয় বাক্সের ভিতর করিয়া।

এই প্রথা হয়ত আদিত্যের সহিত মানবের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার ফলে হইয়াছিল। কারণ লৌকিক কাহিনীতে ভগবান আদিত্য বা বিষ্ণু ভবনদীর কাণ্ডারী। তিনি নৌকায় করিয়া মৃতাত্মাকে স্বর্গলোকে পৌছাইয়া দেন। আদিত্যরূপী 'রা'এর নৌকায় উঠিবার জন্য মিশরীরা আকাংখা পোষণ করিত। এখন কি করিয়া 'রা' বা সূর্যের নৌকায় আরোহণ সম্ভব? ইহার উত্তরে মিশরীরা কল্পনা করিলেন যে পার্থিব সমুদ্র ও আকাশ সমুদ্র দিক্‌চক্রবালে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং মৃতদেহ নৌকায় বা বাক্সে করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলে তাহা একসময়ে না একসময়ে দিক্‌চক্রবালে উপস্থিত হইবে এবং সেইস্থানে তাহা আকাশ সমুদ্রে গমন করিয়া 'রা' এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, তিনি তখন মৃতকে তাহার নৌকায় তুলিয়া লইবেন। ইহাই হয়ত প্রাচীনকালে বাক্সবন্দী করিয়া মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার প্রযোজক কারণ ছিল। সমুদ্রে ভাসমান বাক্সরূপী মঞ্জুসা, মাঞ্জস বা মাজস, পশ্চিমবঙ্গে ভেলা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে মাঞ্জুস বলিতে লৌহ নির্মিত বাক্স জাতীয় ঘর বিশেষ। ইহা প্রাচীন বাঙ্গালার পেটারা জাতীয়। তাই ইহার চাল চেপ্টা না হইয়া মধ্যস্থানে উঁচু, কতকটা পেগোডা বা আটচালা 'টাইপের' গৃহের মত। সর্পদংশনের ভয়ে লখাই এই জাতীয় গৃহে রাত্রিবাস করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু রোধ হইল না। লোহার বাসরেও তাহার সর্পাঘাত হইল।

লখাইর এই কাহিনীর সহিত তিনটী প্রাচীন কাহিনীর সম্মিলন হইয়াছে। যথা,

১। বৈদিক শ্যেনের কাহিনী—শ্যেন বলিতেছেন, "আমাকে শত তাম্রময় পুরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আমি শ্যেন, নিজ বাহুবলে

তাহা ভগ্ন করিয়া বাহির হইয়াছি।"[১] এইস্থানে শ্যেন আদিত্য। আদিত্য যখন অস্ত যান, তখন মনে হয় কেহ যেন জোর করিয়া তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিতেছে। এই কল্পনা হইতেই শ্যেনের বেদোক্ত কাহিনীর সৃষ্টি।

২। মিশরীয় অসুরের কাহিনী—মিশরীয় পুরাণে মহারাজ অসুর, আদি সভ্যতার প্রবর্তক। তিনি তাহার সংস্কৃতিমূলক বিদ্যাসমূহ দেশ-দেশান্তরে প্রচার করিবার জন্য, তাহার ভগিনী ও পত্নী আইসিসের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইলেন। যে সকল দেশে তিনি গমন করিলেন, সেই সকল দেশে তিনি কৃষিবিদ্যা ও সভ্যতার বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন। যে সকল দেশে দ্রাক্ষালতার চাষ সম্ভব ছিল না সেই সকল দেশে তিনি গম হইতে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক অসুর অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জাতি কর্তৃক প্রদত্ত বহু উপহার সম্ভার সঙ্গে করিয়া অসুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তদবধি অসুর তাহার স্বদেশবাসিগণ কর্তৃক দেবতার ন্যায় পূজিত হইতে লাগিলেন।

অসুরের সেট্ নামক এক ভ্রাতা ছিল। সে অতিশয় দুর্বৃত্ত। অগ্রজের এই অভ্যুদয় অসহ্য হওয়াতে সে অসুরকে হত্যা করিবার এক নির্দোষ উপায় আবিষ্কার করিল। এই দুষ্কার্যে তাহার বাহাত্তর জন সহচর সেট্‌কে সাহায্য করিয়াছিল।

উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, অসুরের দেহের মাপে একটী বাক্স প্রস্তুত করান হইল। অবশেষে একদিন অসুর যখন সেট্ ও তাহার সঙ্গীদের

১। ঋগ্বেদ; ৪।২৭।১।

সহিত পান-ভোজন করিতেছিলেন, তখন সেট্ যেন রহস্যচ্ছলে বলিল, "যাহার শরীরের মাপের সহিত এই বাক্সের মাপ মিলিবে তাহাকেই বাক্সটী দিব।" সেট্ এবং তাহার সঙ্গীরা একে একে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে অসুরের পালা। অসুর বাক্সের ভিতর প্রবেশ করিতেই তাহার শরীরের মাপের সহিত মিলিয়া গেল। সহচরগণ সহ সেট্ তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিল এবং তাহাতে কুলুপ দিয়া বাক্সটী নীল নদীতে ভাসাইয়া দিল। অসুর এই স্থানে অস্তগামী আদিত্য।

৩। আদিত্যের সর্পদংশন—বেদে মেঘকে বিরাট সর্পরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। মেঘ যখন সূর্যকে আবরণ করিয়া ঢাকিয়া ফেলে তখনই তাহার দংশন। লখাই কাহিনীতেও তাই কৃষ্ণবর্ণ কালিনাগিনী তাহার দংশনকারিণি।

লোহার বাসরে রাত্রি যাপন ও সর্প দংশন এই দুইটী পৃথক পৃথক সৌর ঘটনা (অস্তগমন ও মেঘের দ্বারা আবৃত হওন) একাধারে লখাইতে আরোপ করা হইয়াছে।

৪। পত্নীর সাহায্যে পুনর্জীবন লাভ—বেহুলা লখাইকে নিয়া সমুদ্রে ভাসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ভেলা প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর মঞ্জুসা বা মাঞ্জস প্রস্তুত করাইয়াছেন। কবি নারায়ণদেব বলেন:

যাও তুমি সাধুর পাস　　খুজিয়া লও রামকলার গাছ
বান্ধ ভুরা[১] যেমন প্রকার
হাতের কঙ্কন ধর　　খোলের[২] মাঞ্জুস গড়
অমূল্য রতন দিমু তরে।[৩]

১। ভুরা (শ্রীহট্ট)—ভেলা। ২। খোলের—কলার পেটোর। ৩। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণদেব।

সুতরাং বেহুলা তখন লোহার মাঞ্জস ত্যাগ করিয়া কলার খোলের মাঞ্জসের অধিবাসিনী হইলেন। বহু কষ্টে বেহুলা লখাইর দেহের অস্থি মাত্র লইয়া দেবনগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নৃত্যের দ্বারা দেবসমাজকে মুগ্ধ করিয়া দেবী মনসা দ্বারা লখাইর পুনর্জীবন সঞ্চার করাইলেন।

পত্নীর সাহায্যে পুনর্জীবন লাভ অসুর কাহিনীতেও আছে। সেই স্থানে পত্নী আইসিস্। আইসিস্ শব্দটী উষা শব্দেরই অপভ্রংশ। সুতরাং বেহুলার অতীত নাম অনিরুদ্ধ পত্নী "উষার" সহিত আইসিসের নামগত ও কার্যগত সাদৃশ্যও আছে।

মিশরের আদিমতম একচ্ছত্র সম্রাট অসুর ও তাহার পত্নী আইসিসের সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র প্লুটার্চের লেখা হইতেই জানা যায়।[8] পরবর্তী-কালে অসুরের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে লেখা আছে যে, "যখন 'রা' দেখিলেন পৃথিবী দেব "গেব" (গবা, গাব, গো) এর স্ত্রী "নূ" (ন — আকাশ) অসতী এবং সন্তানসম্ভবা, তখন যাহাতে 'নূ' কখনই সন্তান প্রসব করিতে না

৪। Plutarch : Isis et Osiris, 30, অসুর সম্বন্ধীয় প্রাচীনতম কাহিনী, প্রার্থনা, স্তোত্র ও উপাসনা-পদ্ধতির নিদর্শন 'সাকরার' পিরামিডের, দেওয়াল, গ্যালারী, এবং পথিপার্শ্বে মিশরীয় চিত্রাক্ষরে লিখিত আছে। ইহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজ-বংশের আমলের, এবং খৃঃ পূঃ ২৬২৫ অব্দের পূর্ববর্তী। কিন্তু এই সকল কাহিনীর রচনা ভঙ্গী হইতে অনুমিত হয় যে অসুর সম্বন্ধীয় এই সকল প্রার্থনা, স্তোত্র প্রভৃতি আরও প্রাচীন। কারণ পিরামিড্ গাত্রের লেখাতে এমন গ্রন্থ সকলের উল্লেখ রহিয়াছে যাহাদের অস্তিত্ব বহুকাল হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তদুপরি এমন ঘটনা সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, যে সকল ঘটনা তখনই ঘটিয়াছিল, যখন উত্তর ও দক্ষিণ মিশর পৃথক রাষ্ট্র ছিল। খৃঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দের পূর্বে দুই মিশর পৃথক ছিল। সুতরাং ঐ সকল ঘটনা তারও পূর্বের।

পারেন সেইজন্য অভিশাপ দিলেন "কোনও মাসে বা কোনও বৎসরে তোমার সন্তান প্রসূত হইবে না।" 'নূ' দেবীর আরও একজন প্রণয়পাত্র ছিলেন। তিনি থত্। থত্ চন্দ্রদেবীকে আকর্ষণ করিয়া তাহার নিকট হইতে দিনের ১/৭২ ভাগ প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি মিশরীয় ৩৬০ দিনের বৎসর হইতে পাঁচদিন বাহির করিয়া লইলেন। ইহা বৎসর বা মাসের অংশ নহে। এই পাঁচদিন 'রা' দেবতার অভিশাপের বাহিরে। সুতরাং 'নূ' দেবীকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। এই পাঁচদিনের প্রথমদিনে তিনি অসুরকে জন্ম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হইল "জগতের অধীশ্বর জন্মগ্রহণ করিলেন।" কেহ কেহ বলেন, থিব্‌সের মন্দির হইতে ঘোষিত হইয়াছিল, "জগতের হিতকারী মহারাজ অসুর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ইহা নাকি "পামিলেস্" শুনিতে পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে জন্মিলেন "হর" (হোরাস)। তৃতীয় দিনে সেট্ (গ্রীক টাইফন্)। চতুর্থ দিনে আইসিস্ ও পঞ্চম দিনে "নেফ্‌থিস্" জন্মগ্রহণ করিলেন।

অসুর স্বীয় ভগিনী আইসিস্‌কে এবং সেট্ নেফথিস্‌কে বিবাহ করেন।

অসুর মিশরের রাজা হইলেন। তিনি মিশরবাসীকে সভ্য হইতে শিক্ষা দিলেন, সমাজবিধি প্রণয়ন করিলেন এবং দেবতা উপাসনা প্রবর্তন করিলেন। অসুরের আবির্ভাবের পূর্বে মিশরবাসীরা নরভুক্ ছিল। তাহার স্ত্রী আরণ্য গম আবিষ্কার করেন। অসুর গমের চাষ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। মিশরবাসিগণ সেই সময় হইতে গমের আটা হইতে প্রস্তুত রুটী আহার করিতে শিখে এবং নরমাংস আহার ত্যাগ করে।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, এ হেন হিতকারী রাজা অসুরকে কি

ভাবে কৌশল করিয়া সেট্ ও তাহার সঙ্গিগণ হত্যা করিয়াছিল। হত হইবার সময় অসুরের বয়স মাত্র আঠাশ।

আইসিস শোকাকুলা চিত্তে অসুরের মৃতদেহ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, অসুরের কফিন্ বিব্লসে উপস্থিত হইয়াছে। ভূমিস্পর্শ হইবাব সঙ্গে সঙ্গেই একটি এরকা গাছ জন্মিয়া রাতারাতি অসুরের দেহসমেত সিন্দুকটি গ্রাস করিল। সুন্দর বৃক্ষ দেখিয়া স্থানীয় রাজা তাহা কাটাইয়া নিজ গৃহের খুঁটিরূপে ব্যবহার করিলেন।

আইসিস্ অসুরের মৃতদেহ খুঁজিতে খুঁজিতে বিব্লসে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানের একটী কূপের পার্শ্বে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজবাটীর দাসীগণ জল তুলিবার জন্য আসিলে তিনি তাহাদের চুল অতি সুন্দর অপরূপ বিনুনী করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। আইসিসের সংস্পর্শে আসিয়া দাসীগণের শরীরে পদ্মগন্ধের আবির্ভাব হইল। দাসীগণের কেশসজ্জা দেখিয়া এবং তাহাদের শরীরে পদ্মগন্ধের আবির্ভাব জানিয়া রাণী বিস্মিতা হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন এবং বিদেশিনী নারীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন।[১]

আইসিস্ সেইস্থানে ধাত্রীর কাজ পাইলেন। রাজকুমারকে তিনি স্তনের পরিবর্তে অঙ্গুলী চুষিতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মর্ত্যশরীরের সমস্ত মলিনতা পোড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রাণী তাহা হঠাৎ দেখিতে পাইয়া ভয় পাইয়া গেলেন। সুতরাং রাজকুমারের স্থূল মলিনতা আর দূর করা হইল না এবং তিনি অমরও হইতে

---

1. J. G. Frazer ; Golden Bough, Part IV Adonis, Attis, Osiris, part II (3rd ed.) P. 6-8 : Diodorus Siceculus, i, 14, 17, 20 ; Tifulus, i, 7·99. Sqq.

পারিলেন না। রাজবাড়ীতে বিলাসে বাস করিলেও আইসিস দয়িতের শোকে নিতান্ত শোকাকুলা ছিলেন এবং রাত্রিতে সোয়ালোপাখীর রূপ ধরিয়া স্তম্ভের চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া রোদন করিতেন।

অবশেষে দেবী নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া স্তম্ভটি রাজার নিকট যাচ্ঞা করিলেন। রাজা সানন্দে আইসিস্‌কে স্তম্ভটি দান করিলেন। আইসিস্ স্তম্ভটি কাটিয়া তাহার ভিতর হইতে কফিন বাহির করিলেন। বাক্সটি দেখিয়া তাহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল এবং বাক্সের উপর পড়িয়া তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার রোদনের উচ্চ ধ্বনিতে ভয় পাইয়া রাজার একটি ছেলে মরিয়াই গেল।

আইসিস্ স্তম্ভটিকে তৈলদ্বারা মার্জিত করিয়া পূজা করিবার জন্য রাজাকে প্রদান করিলেন। ভক্তিমান্ রাজা আইসিসের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে স্তম্ভটি প্রোথিত করিলেন।

অসুরের দেহধারণকারী সিন্দুক সঙ্গে লইয়া আইসিস্ অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে চলিল রাজার একটি পুত্র। নৌকাতে বাক্সটির ডালা খুলিয়া তিনি অসুরের দেহ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমার কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া যেই তাহা দেখিতে গিয়াছে অমনি আইসিস্ তাহার দিকে রক্তচক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন। রাজপুত্র সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কাহারও মতে রাজপুত্র সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছিল। অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিয়া পুত্র হরকে দেখিবার জন্য আইসিস্ বুটো নগরীতে গমন করিলেন।

ঘটনাচক্রে সেট্ সেইদিন মৃগয়া করিতে ঐস্থানে উপস্থিত হইয়াছিল। সিন্দুক দেখিয়াই সে তাহা চিনিতে পারিল। সেট্ তখন সিন্দুক

হইতে অসুরের দেহ বাহির করিয়া তাহা বাহাত্তর খণ্ডে বিভক্ত করিল এবং যাহাতে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারে তজ্জন্য স্বীয় দুষ্কৃতের সহায়কারী প্রত্যেককে এক খণ্ড করিয়া প্রদান করিল।

অসুরের দেহ সিন্দুক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া আইসিস্ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভেলায় চড়িয়া নীল নদীর মোহনায় অসুরের দেহখণ্ডগুলি খুঁজিতে লাগিলেন। সেই হইতে নীল নদীর কুমীরগণ ভেলারোহীদিগকে আক্রমণ করে না। এইভাবে খুঁজিতে খুঁজিতে অসুরের দেহখণ্ডসমূহ আবিষ্কার করিয়া আইসিস্ প্রত্যেক দেহখণ্ডের উপর একটি করিয়া মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

অপরে বলেন, উল্লিখিত বিবরণ ঠিক নহে। অসুরের প্রকৃত সমাধিস্থল কোথায় তাহা সেট্ যাহাতে জানিতে না পারে এবং অসুর যাহাতে সর্বত্র পূজিত হন সেই উদ্দেশ্যে আইসিস অসুরের প্রতিমূর্ত্তি সমূহ ঐসকল মন্দিরে প্রোথিত করিয়াছিলেন। অসুরের পুরুষাঙ্গটি মাছে খাইয়া ফেলিয়াছিল, তাই অসুরের পুরুষাঙ্গের প্রতীক স্বরূপ একটি স্তম্ভ আইসিস্ কর্তৃক প্রতি মন্দিরে স্থাপিত হয়। মিশরীয়গণ তাহার পূজা করিতে থাকে।[1]

অপর মতে অসুরের প্রতি-দেহখণ্ডের জন্য আইসিস্ একটী করিয়া মোমের অসুর মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন। পরে প্রত্যেক অসুর মন্দিরের পুরোহিতকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আহ্বান করিয়া তাহাকে সেই মূর্তি প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে একমাত্র তাহাকেই ঐ মূর্তি প্রদান করা হইল, আর, যেন এই তথ্য প্রকাশিত না হয়। তাহারা অসুরের প্রতিমূর্তি নিজ নিজ মন্দিরে সমাহিত করিবে এবং তাহার পূজার

1. Frazer, op. cit. P. 9-10. ; Plutarch, op. cit. 8. 18

ব্যবস্থা করিবে। ঐ সকল অসুর মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ আইসিস্ মিশরের ভূমির এক তৃতীয়াংশ পুরোহিতগণকে দান করেন। রাণীকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার সুযোগে প্রচুর বিত্ত লাভ করিয়া পুরোহিতগণ এই বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিল না।

আইসিস্ অসুরের উদ্দেশ্যে একটি করিয়া পশু পবিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া দিলেন। মিশরের এপিস্ ও মেনভিস্ পবিত্র কারণ তাহারা অসুরের। অসুরের দেহখণ্ড সমূহ কোথায় কোনস্থানে আছে তাহার একটি তালিকাও দেন্দেরার মন্দির গাত্রে লিখিত আছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে অসুরের হৃদয় "অথ্রিবিশে" পৃষ্ঠাস্থি "বুসাইরিসে", গলা "লেটোপোলিসে" এবং মস্তক "মেম্ফিসে" পড়িয়াছিল। তাঁহার হাত পড়িয়াছিল "আবিডসে" এবং "মেম্ফিসে"। তাহার পদ পড়িয়াছিল বহু স্থানে।[1]

জনসাধারণে প্রচলিত কাহিনী আবার সম্পূর্ণ পৃথক। এই কাহিনী অনুসারে, অসুরের ভগিনী আইসিস্ ও নেপথিস্ তাঁহার মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়া শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতে থাকেন। তাহাদের রোদন ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আদিত্যদেব "রা" তদীয় নৌকার গতি স্তব্ধ করিলেন, এবং তাহার ভিষক্ আনুবিস্‌কে অসুরের প্রাণ সঞ্চারের জন্য প্রেরণ করিলেন। আনুবিস্, থত্, হর, আইসিস্ ও নেপথিস্, অসুরের অঙ্গসমূহ যথাস্থানে যোড়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে যখন অসুরের সমস্ত শরীর যোড়া হইল তখন তাহা একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেহখণ্ডগুলিকে একত্র করিয়া রাখা হইল। আইসিস্ তখন পাখীর রূপ ধরিয়া অসুরকে পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

1. Frazer op. cit. P. 14-11.: Diodorus Siceulus. i. 21. 5-11..

সেই পাখার বাতাসই অসুরের দেহে প্রাণ সঞ্চার করিল। অসুর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু অসুর আর মর্ত্যলোকের অধীশ্বর হইলেন না। তিনি মৃত্যুলোকের অধীশ্বর হইলেন। ইনিই ভারতে পিতৃলোক-পতি যম। শং ৪।১।৩।৪

সর্বশেষ বর্ণিত ঘটনার সহিত বেহুলা-লখাইর ঘটনার মিল আছে। লখাইও পুনর্জীবন লাভ করিয়া সংসারী হন নাই। দেবী বিষরীর পূজার প্রবর্তন করিয়াই তিনি স্বধামে গমন করিলেন। সুতরাং অসুরের কাহিনীর সহিত লখাইর কাহিনীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বাক্সে করিয়া অসুরের দেহ ভাসাইয়া দেওয়া এবং মাঞ্জস (মঞ্জুসা) করিয়া লখাইর দেহ ভাসাইয়া দেওয়ার ভিতরেও উভয় কাহিনীর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

অসুর উপাখ্যানের আইসিস্ ও পদ্মাপুরাণের বেহুলার চরিত্রগতও সাদৃশ্য আছে। উভয়েই মৃতভর্তার পুনরুজ্জীবনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসুর কিন্তু মর্ত্যলোকে বাঁচিয়া উঠিলেন না। তিনি পুনরুজ্জীবিত হইয়া পিতৃলোকের অধীশ্বর হইলেন। লখাই পুনরুজ্জীবিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র। কারণ দেবীর পূজার প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সস্ত্রীক স্বর্গে গমন করিলেন।

আইসিস ও সতী

সতীকাহিনীর সহিতও আইসিস্ কাহিনীর কতকটা সাদৃশ্য আছে। সতীকাহিনীর সতীর দেহাংশের উপর যেমন একান্ন পীঠের উদ্ভব হইয়াছিল তেমনি অসুরের দেহখণ্ডসমূহের উপর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সতী অবশ্য তাহার প্রাচীন রূপে, বা প্রাচীন দেহে আর আবির্ভূতা হইলেন না। তিনি নবরূপে হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ

করিলেন। কারণ ভারতে এই যুগে পুনরুত্থানের মতবাদের স্থানে পুনর্জন্মবাদ আবির্ভূত হইয়াছে।

বেহুলা-লখাই-কাহিনী রূপক বিশেষ

গন্ধবণিক চন্দ্রধর এবং বেহুলা-লখাইর অস্তিত্ব ছিল কিনা তাহা লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ আছে। আমার মনে হয় বেহুলা-লখাইর কাহিনী একটি রূপক বিশেষ। ইহা প্রাচীন যুগের আদিত্য সম্বন্ধীয় রূপক। আদিত্যের রূপক কাহিনী যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে।

১। আদিযুগে কল্পনা ছিল প্রত্যহ একটি করিয়া আদিত্য জন্মায় ও একটি করিয়া মরে। মরিয়া কোথায় যায়? নরওয়ে সুইডেনের লোক মনে করিত আদিত্য একটি আপেল ফল। তাহা রোজ বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে এবং পাতালপুরীতে রক্ষিত হয়। মৃত্যুলোকে গমন করিয়া যাহারা এইসকল আপেল খাইবে তাহারা অমর হইবে। এই মতে মৃত্যুই শেষ। মৃত্যুর পরে আর এই জগতে আবির্ভাব হইবে না। ভারতীয় শৈবগণ (লিঙ্গায়েত্) এখনও ইহা বিশ্বাস করেন।

২। পরে এই ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হওয়ার ফলে, মানব ভাবিতে লাগিল যে, একই আদিত্য প্রত্যহ মরিয়া আবার জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে। আদিত্য মরেন বটে কিন্তু তিনি আবার বাঁচিয়াও উঠেন। অর্থাৎ আদিত্য যে এক তাহা জানা গিয়াছে কিন্তু তাহার অদর্শনের হেতু জানা যায় নাই। আদিত্য যদি মরিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতে পারেন, তবে মানবই বা তাহা না পারিবে কেন? সুতরাং এই সময় হইতে পুনরুত্থানের (resurrection) মতবাদ, প্রচলিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ মৃতদেহ সমাধিতে রক্ষিত হইলে, কোনও অলৌকিক উপায়ে তাহাতে প্রাণসঞ্চার হইতে পারে। লখাইর

কাহিনী এই যুগের ধারণা বহন করিয়া আনিয়াছে। তাই লখাইর অস্থিতে স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও রুধিরের সঞ্চার হইয়া প্রাণের আবির্ভাব!

প্রাচীন অবিকশিত মনের এইসকল ধারণা আমরা আর বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি না যে মৃতদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইতে পারে। তাহার স্থানে আমরা পুনর্জন্মবাদে, নব কলেবর ধারণে বিশ্বাস করি। আমরা এখন ভালরূপেই জানি "জীব কখনও এক শরীরে দুইবার বাস করে না।[১]

লখাই-বেহুলার কাজ ছিল দেবী মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার, তাহা সমাধা হইতেই তাহারা স্বধামে প্রয়াণ করিলেন।

৫

লখাইর ছয় ভ্রাতার মমি

শ্রীসেন বলেন, "Vishnupala's description of the disposal of the dead bodies by Manasa and Neto is very interesting and is quoted below :[২]

"একথা শুনিঞা মাতা উঠিলা হাসিঞা ।।
সেখানে হইতে মাতা করিলা গমন।
জরানি মণ্ডপে জাঞা দিলা দরশন ॥
নেতো ছটা তামার কুর্ষ্যা আনিল টানিঞা।
ছয় কলসী বিষ তায় দিলেক ঢালিঞা।

১। স্বামী বিবেকানন্দ।

২। শ্রীসুকুমার সেন ; মনসা বিজয়, P. 306, VIII, 8. 54 (notes)

সেই ছয় মড়া দেখ বিষেতে ভাজিঞা।
জয়ানি মণ্ডপে মরা রাখিল টানিঞা॥ (50. 6)

মৃতদেহ রক্ষা করিবার এই পদ্ধতির কথা বিষ্ণুপাল কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? রামায়ণে তো দশরথের মৃতদেহ তেলের ভিতর রাখা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। সুতরাং মৃতদেহ রক্ষা করিবার ইহা অপর একটি পদ্ধতি এবং ইহা সমাজের কোনও না কোনও অংশে প্রচলিত ছিল। তাহাই পরে বিষ্ণুপালের লেখাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই প্রথা কতকটা মিশরের মমি প্রস্তুত করিবার প্রথার ন্যায় বলিয়া মনে হইতেছে। মিশরীয়গণ কি করিয়া যে মমি প্রস্তুত করিত তাহার বিস্তৃত বিবরণ হিরোডোটাস দিয়াছেন। তাহার মতে:

সর্বাপেক্ষা উত্তম ও নিখুঁত পদ্ধতি

শবদেহ উপস্থিত হইলে মমিপ্রস্তুতকারক একটি বাঁকা লোহার সূচী শবের নাসিকার ভিতর দিয়া মস্তিষ্কে চালনা করে। ইহাতে মস্তিষ্কের কতক অংশ নাসাপথে বাহির হইয়া পড়ে। তারপর মস্তিষ্কের ভিতর ঔষধ ভিজান জলের পিচকারী দিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত মস্তিষ্কটিই বাহির করিয়া ফেলা হয়। পরে একখানি ইথিওপিয়া দেশীয় পাথরের ছুরী দিয়া দেহের একপাশ কাটিয়া দেয় এবং সেই ছিদ্রপথে হাত প্রবেশ করাইয়া তাহারা সমস্ত অন্ত্রকে বাহির করিয়া ফেলে। এই অন্ত্রকে তাহারা খেজুর বা তালগাছ-জাত মদ দিয়া পরিষ্কার করে। সঙ্গে সঙ্গে গুড়া করা সুগন্ধি দ্রব্য ভিজান জল দিয়াও তাহা পরিষ্কার করা হয়। ইহার পর তাহারা উদরটি খুব সূক্ষ্ম Myrrh মীরের (মলয়জ, চন্দন) গুড়া দিয়া পূর্ণ করে। ইহার সহিত ক্যাসিয়া এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য

দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ধুনা দেওয়া হয় না। উদর এইভাবে সুগন্ধি পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিয়া পূর্ব কর্তিত ছিদ্রপথ সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। তারপর শবদেহটি ক্ষার (Sub-Carbonate of Soda), জলের ভিতর সত্তর দিন ধরিয়া রাখা হয়। সমস্ত পাত্রটি সম্পূর্ণভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এই সময় অতীত হইলেই (কারণ এই নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন হইতে একদিনও অধিক রাখা অসম্ভব) শবদেহটি পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া তাহা বস্ত্রের ফালি দিয়া বাঁধা হইত। বস্ত্রের ফালিতে এক-প্রকার বৃক্ষজাত গম ব্যবহৃত হইত, সিরিষ[1] নহে।

মধ্যম পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে সিডার তেল পিচকারীতে করিয়া পেটের ভিতর প্রবেশ করান হইত। শরীরের কোথাও কাটা হইত না বা অন্ত্র বাহির করিয়া লওয়া হইত না। যে সকল পথ দিয়া ইহা বাহির হইয়া আসিত পারে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। তখন সেই শবদেহ সত্তর দিন ধরিয়া ক্ষার জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে পর শবদেহ সেই ক্ষার জল হইতে উত্তোলিত হইত। সেই সময় যে সকল নির্গম পথ বন্ধ করা হইয়াছিল, তাহা খুলিয়া দেওয়া হইত এবং সিডার তেল দ্বারা ক্ষয়িত অন্ত্র গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িত এবং সমস্ত পেশী গলিয়া গিয়া শুধু চর্ম্মদ্বারা আবৃত কঙ্কালই অবশিষ্ট থাকিত। এই অবস্থাতেই তাহা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে ফিরাইয়া দেওয়া হইত[2]।

---

1. Herodotus ; History of Egypt P. 86.
2. Herodotus : op. cit. P. 87.

প্রথম পদ্ধতি

তৃতীয় প্রথায়, শবদেহ হইতে অন্ত্র বাহির করিয়া, তাহাকে সত্তর দিন ক্ষার জলে ভিজাইয়া রাখা হইত এবং নির্দিষ্টদিন অতীত হইলে, যাহারা লইতে আসিত তাহাদের হাতে মৃতদেহটি বুঝাইয়া দেওয়া হইত। বিষ্ণু পালের বর্ণনার সহিত এই পদ্ধতির কিছু কিছু মিল রহিয়াছে।[১]

গঙ্গা ও গৌরী ও চণ্ডিকা

মনসাবিজয় অনুসারে গঙ্গা শান্তনু ঋষির স্ত্রী। মহাভারতে ইনি শান্তনু রাজার স্ত্রী ছিলেন। দৈত্যাসুর যজ্ঞে রন্ধনের জন্য গঙ্গার আমন্ত্রণ হয়।

"গঙ্গারে আদেশ কৈল করিতে রন্ধন
শান্তনু-আশ্রমে গেলা দেব ত্রিলোচন।
সম্ভ্রমে পূজিয়া ঋষি দিলেন আসন
কর-জোড় জিজ্ঞাসিলা কোথা আগমন।
তবে প্রত্যুত্তর কৈলা দেব পশুপতি
যজ্ঞের রন্ধন হেতু দেহ ভাগীরথী।
শান্তনু বলেন গোসাঞি শুন ত্রিলোচন
আজি আনি দিহ গঙ্গা আমার সদন।
যদি ভাগীরথী আজ বন্ধেন তথাই।
তবেত গঙ্গারে আমি নাহি দিব ঠাঞি।"[২] ১৬।১৭-২৬

১। Herodotus : Op. cit. p. 88

২। শ্রীসুকুমার সেন : মনসাবিজয় : ১৬ পৃঃ ৫।

রাজসূয় যজ্ঞের কথা শোনা গিয়াছে। কখনও যে দৈত্যসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল তাহা শোনা যায় নাই। সুতরাং ইহা বিপ্রদাসের মৌলিক কল্পনা।

ত্রিলোচন তো গঙ্গাকে লইয়া আসিলেন। যজ্ঞের রন্ধনকার্য করিয়া লোকের আহার শেষ হইতে হইতে রাত্রি হইয়া গেল। গঙ্গাকে আর কথামত শান্তনু ঋষির ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল না। তিনি সেই রাত্রি যজ্ঞ বাড়ীতেই শয়ন করিলেন। পরদিন গঙ্গাসহ ত্রিলোচন শান্তনু ঋষির আশ্রমে গেলেন, কিন্তু,

কোপে ঋষি গঙ্গারে না লইল নিজ ঘরে
গঙ্গা লইয়া গেলা নিজপুর মহেশ্বরে[১]। ১।৬।৩৩-৩৪

কাজেই গঙ্গা মহেশ্বরের গৃহিনী হইলেন। কিন্তু শিবের গৌরী নামক আরও এক স্ত্রীর কথা আমরা নারয়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে পাই। যেমন,

রথভরে কৈলাসেতে মিলিলেক নেতা।
সতমাও সনে কহিল জর্ম্মের কথা।
গঙ্গা গৌরীর চরণ বন্দিলেক সিরে।
তাহাক দেখি দুইজনের বাড়িল আদরে[২]। পৃঃ ১৭

গঙ্গা শিবের ঘরে রহিলেন। এদিকে দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শিব নিরঞ্জনকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছেন। অবশেষে দেব নিরঞ্জন তাহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শিবের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। তিনি,

ধবলছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলুকে করিয়া আরোহণ।

১। শ্রীসুকুমার সেন : মনসাবিজয় ; ১ ৬, পৃঃ ৫।

২। শ্রীতমোনাশ দাশগুপ্ত : পদ্মাপুরাণ, নারায়ণদেব ; পৃঃ ১৭।

ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন[১]। ১।৮

নিরঞ্জন শিবের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। শিব তখন তপস্যায় গিয়াছেন। সুতরাং দেবী গঙ্গা ডাক শুনিয়া বাহির হইলেন। শিবের তপশ্চর্যার ফল তাহাতে ফলিল। কারণ

দেখি নিরঞ্জন-কায় গঙ্গা চমকিত হয়
কর-জোড়ে কৈলা পরিহার।
ধর্মের বদন দেখি গঙ্গা ধবলমুখী
রথে ভর কৈলা অবতার।[২]

নিরঞ্জনকে দেখা মাত্র গঙ্গা শ্বেতাকায়া হইয়া গেলেন। তখন নিরঞ্জন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

দ্বাদশ বৎসর হয় আমা পূজে নিরন্তর
আইলাম তাহারে দেখিতে।
না দেখিনু ত্রিলোচন আছিল অনন্য মন
আমারে দেখিল দৃষ্টি বলে।[৩]

হরকে দেখা দিবার জন্য গঙ্গা নিরঞ্জনকে অনেক অনুরোধ করিলেন। তাহার উত্তরে নিরঞ্জন বলিলেন,

তোমারে দেখিলে হর সেই দেখা মোরে।
শিরে জটা মেলি যেন লয়ে তোমা শিরে ॥[৪]

এইরূপে নিরঞ্জনের অকস্মাৎ আসরে প্রবেশের কোনও কারণ খুঁজিয়া

১। শ্রীসুকুমার সেন : মনসাবিজয় ; ১।৮, পৃঃ ৬
২। শ্রীসুকুমার সেন : মনসাবিজয় ; ১।৮, পৃঃ ৬
৩। শ্রীসুকুমার সেন : ঐ ; ১।৮, পৃঃ ৬
৪। শ্রীসুকুমার সেন : ঐ ; ১।৯, পৃঃ ৭

পাওয়া যায় না। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে এই উলূকবাহন, ধবল নিরঞ্জন, পশ্চিমবঙ্গে উপাসীত ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুরকে হঠাৎ পরব্রহ্মে উন্নীত করিয়া, শিবকে তাহার উপাসনায় নিয়োগ হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, যে লেখক বিপ্রদাস, ধর্মঠাকুরের বিশেষ ভক্ত। সুতরাং ধর্মঠাকুর যে ঐ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের উচ্চ সমাজে স্থান পাইয়া একেবারে শীর্ষে চড়িয়া বসিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।[১]

এদিকে নিরঞ্জন তো চলিয়া গেলেন। তখন গঙ্গা নিরুপায়। শ্বেতকায় হইয়া তিনি শ্বেতঘাটে বসিয়া রহিলেন। শিব তপস্যা শেষ করিয়া বাড়ীতে আসিলেন। আসিয়াই গঙ্গার রূপ পরিবর্তন দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবীর শরীরের জ্যোতিঃ দুর্নিরীক্ষ্য।

দেবী শিবকে সমস্ত আনুপূর্বিক বলিলেন। সমস্ত শেষ হইলে শিব জটা মেলিয়া দেবীকে শিরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শিবের মস্তকে গঙ্গার অবস্থানের পৌরাণিক কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ পুরাণে গঙ্গা হইতেছেন জলীয় ভাব প্রাপ্ত সাক্ষাৎ বিষ্ণু। নারদের কীর্তন শুনিয়া মাধব বিগলিত হইলে, ব্রহ্মা সেই জলীয় বিষ্ণু-তনু তাঁহার কমণ্ডলুতে ধারণ করেন। ইহাই গঙ্গার উৎপত্তির কারণ। মর্ত্যে অবতরণের সময় তিনি পাতালগামিনী হইতেছেন দেখিয়া শিবকে আহ্বান করা হইয়াছিল। শিব তাই গঙ্গাকে মস্তকে ধরিলেন।

ব্রহ্মার কমণ্ডলু ও গঙ্গার জন্মের সম্বন্ধে যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, তাহা বহু প্রাচীন। কারণ কমণ্ডলু-হস্ত ব্রহ্মার চিত্র সুমেরিয়াতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে ইন্দ্র সমুদ্রে গলিয়া সলিল হইয়া

১। শ্রীসুকুমার সেন : মনসাবিজয় ; ২।৩, পৃঃ ২১

গিয়াছিলেন। Rv. 9. 77. 5. পরবর্ত্তীকালে বৈদিক ইন্দ্রের বহু গুণ বিষ্ণুতে আরোপিত হয়। যেমন: ইন্দ্রের চক্র বিষ্ণুর হাতে সুদর্শনে পরিণত হইয়াছিল। Rv. 1. 131. 9; 2. 34. 9.

মনসাবিজয়ে গঙ্গা ও গৌরী এক। কিন্তু পুরাণে ইহারা দুইজন এমন কি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণেও ইহারা দুইজন পৃথক। কিন্তু গঙ্গাকেও গৌরী বলা যাইতে পারে তাহার শ্বেত জলধারার বর্ণ হইতে। ঋগ্বেদে সোমকে গৌরী বলা হইয়াছে। সোম আর জল একই। সুতরাং বেদে যাহাকে সোম বলা হইত তাহাই যে পরে গঙ্গা নামে পরিচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সোম আদিত্যে অবস্থান করেন। তাই বলা হয় 'সোম সূর্য্যস্য দুহিতা'। পরবর্ত্তী যুগে, বৃষ্টি যে আদিত্য হইতেই আসে, ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ।" সুতরাং হরি বা বিষ্ণু যে বিগলিত হইয়া গঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নয়। কারণ হরি বা বিষ্ণুই আদিত্য। আর আদিত্যের রথ হইতেই ইন্দ্র চক্রটী খুলিয়া লইয়াছিলেন।

মনসা বিজয়কার গঙ্গা-গৌরী ছাড়া চণ্ডিকা নাম্নী অপর এক দেবীর নাম করিয়াছেন। যথা:

দেবগণে সিদ্ধাযজ্ঞ করে হেনকালে।
চণ্ডিকারে নিয়োজিল করিতে রন্ধন।

হঠাৎ সিদ্ধা-যজ্ঞে চণ্ডিকার নিয়োগ কেন হইল আর চণ্ডিকা হঠাৎ সিদ্ধাগণের মনই বা কেন হরণ করিলেন? সিদ্ধা শব্দে সাধারণতঃ গোর্খ সম্প্রদায়ের সাধুকেই বুঝায়। হঠাৎ মনসা বিজয়কার কেন গোর্খ ও তাহার সম্প্রদায়কে ইহার ভিতর টানিলেন? নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে এই কাহিনী নাই।

গঙ্গা-গৌরী ও চণ্ডিকার কাহিনী হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে

বিপ্রদাস পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক দেবতা ধর্ম ঠাকুর এবং গোর্খনাথের কাহিনী মনসা কাহিনীর সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য, শ্রোতৃ-মনোরঞ্জন। আঞ্চলিক দেবতা ধর্ম ঠাকুরের কাহিনী যে শ্রোতৃগণের খুবই উপভোগ্য হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মনসাবিজয়কারের গঙ্গা-গৌরী ও চণ্ডিকার সহিত নারায়ণদেবের গৌরী ও গঙ্গার সম্বন্ধ অতি সামান্য।

শিব

মনসাবিজয় এবং অন্যান্য মনসা মঙ্গল কাব্য অনুসন্ধান করিলে বহু শিবের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমনঃ

১। শ্রীসেন উদ্ধৃত কেতকার স্বামী শিব[১]—ইনি ধর্মরাজ। কেতকা ইহার কন্যা ও পত্নী। তাঁহার তিন পুত্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ধর্মের মৃত্যু হইল। তাঁহার তিনপুত্র মিলিয়া তাঁহাকে মাটী দিলেন।[২] মৃত্যুকালে ধর্ম শিবকে কহিলেন যেন তিনি কেতকাকে (তাহার জননীকে) বিবাহ করেন। কেতকার স্বামী এই দ্বিতীয় শিবের সন্ধান আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই কাহিনী হইতে দুইটি প্রাচীন প্রথার সন্ধান পাওয়া যায়, যথা,

(১) কন্যাকে বিবাহ।

(২) মাতাকে বিবাহ।

দক্ষিণ ভারতে আদিবাসীদিগের ভিতর এই দুই প্রথাই প্রচলিত আছে। যেমন :

(১) শ্রীসুকুমার সেন : মনসা বিজয়, Introduction, P. XXXI—XXXII

২। মাটী দেওয়ার ব্যাপার হইতে মনে হয় ইহা শৈব সম্প্রদায়ের কাহিনী। কারণ দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়েত শৈবরা সমাধিতেই শব সৎকার করিয়া থাকেন।

(ক) কন্যাকে বিবাহ[৩]—মালাবার উপকূলের "আর্ণাদন" নামক আদিবাসিগণের ভিতরে এই প্রথা প্রচলিত। ইহাদের কুলপ্রথা অনুসারে প্রথমা কন্যা পিতার দ্বিতীয়া ভার্যা হয়। নিজ কন্যাতে উপগত হওয়ায় কাহিনী ভারতীয় পুরাণে রহিয়াছে। ব্রহ্মা নিজ কন্যাতে উপগত হইয়াছিলেন। বাইবেলেও অনুরূপ কাহিনী আছে। সোডনের পতনের পর পলায়িত লাট্, তাহার দুই অনূঢ়া কন্যাতে পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন।

(খ) মাতাকে বিবাহ[৪]—এই প্রথাটী ঘাট পর্বতমালার দারুচিনি বাগানের কৃষি-দাস 'কুডিজা'গণের ভিতর প্রচলিত। এই জাতির বিধবাগণ তাহাদের জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিবাহ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রথাটি যেন একটি অপরটির পরিপূরক! প্রথম প্রথাতে জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতাকে বিবাহ করে আর দ্বিতীয় প্রথাতে জ্যেষ্ঠপুত্র মাতাকে বিবাহ করে। এই সম্পর্কে গ্রীকনাটকের ইডিপাসের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য। ইডিপাস তাহার জননীকে বিবাহ করিয়াছিল। অবশ্য নাট্যকার এইস্থানে একটি অজ্ঞানের আড়াল দিয়াছেন। খুব সম্ভব একটি প্রাচীন প্রথাকে দৈববাণীর সহায়তায় সেই যুগের উপযোগী করিয়া লইয়া নাটক রচিত হইয়াছিল।

২। তপস্বী শিব—ইনি ঋষি শান্তনুর পরিত্যক্তা গৃহিণী গঙ্গাকে নিয়া ঘর করিলেন। ইনি ধর্ম নিরঞ্জনকে দর্শন করিবার জন্য দ্বাদশ বৎসর

(৩) Thurston & K. Rangachari : Castes and Tribes of South India, Vol. II "Arnadan"

(৪) Thurston & K. Rangachari : Op. cit. Vol. IV, "Kudijas" "The Kudijas do not object to marriage between a widowed woman and her eldest son. Among these attached to a landlord at Neriya, two such cases were pointed out—in one there was no issue, but in the other a son had been born to the mother wife."

তপস্যা করিয়াছিলেন। মনসা বিজয় অনুসারে ইনি গৌরী বা গঙ্গার স্বামী। গৌরী ইহার দ্বিতীয়া স্ত্রী নহেন।

নারায়ণদেবের রচনা অনুসারে ইনি গৌরী ও গঙ্গার স্বামী। চণ্ডিকা ও গঙ্গা তাঁহার দুই স্ত্রী।

৩। দুর্গার স্বামী শিব—ইহার চরিত্র অতি জঘণ্যভাবে চিত্রিত। ইনি অতি কামুক। তপস্বী স্বভাবের বিন্দুমাত্রও ইহাতে নাই।

৪। চন্দ্রধরের ইষ্ট শিব—ইনি সগুণ ঈশ্বর। ইহার পত্নীও চণ্ডিকা।

শিবচরিত্রে এইভাবে নানা বিচিত্রতা আসিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুর শিব, যিনি মহাযোগী এবং সগুণ ঈশ্বর, তাঁহাকে হীনভাবে চিত্রিত করা কেন হইল এই প্রশ্নের উত্তরে শুধু এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহাই তখনকার বৌদ্ধভাবাপন্ন সমাজের পদ্ধতি ছিল। বৌদ্ধগণ এবং জৈনগণ চিরকাল হিন্দু দেবদেবীকে ছোট করিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মনসা কাহিনীতে দেবী মনসাকে বড় করিয়া দেখাইবার জন্য শিব ও চণ্ডীকে অতি হীনভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে। সুতরাং এই শিবচরিত্র চিত্রণে যে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রধর যে শিবের উপাসনা করিতেন তিনি যক্ষগণের কুলদেবতা। যক্ষরাজ কুবের ছিলেন ব্যাঙ্কার। তাহার অতুল ঐশ্বর্য। আধুনিক গন্ধবণিক সম্প্রদায় এই যক্ষরাজ কুবেরের বংশধর। তাই তাহাদের কুলদেবতা শিব ও দুর্গা। এই যক্ষগণই গ্রীকগণের নিকট 'জিগাস' ও ইংরাজী ভাষাতে 'Giant' জায়েন্ট।

ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যে বস্ত্রালঙ্কার পরিহিত যক্ষগণের মূর্তি আছে। যক্ষিণী অতি সুশোভন বস্ত্রালঙ্কার পরিহিতা। ঐ যুগে রাজা, রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ কটিবাস মাত্র পরিধান করিতেন।

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত কৌপীন পরিধান করিয়া সেতার বাজাইতেছেন এমন চিত্রও আছে।

মিশরেও দেখা যায় রাজা কটিবাস পরিহিত, কিন্তু কায়স্থ বা Scribe উত্তম বেশভূষায় ভূষিত। সুতরাং ইহার মূলে কোনও বিশেষ কারণ থাকাই স্বাভাবিক।

আমার মনে হয় রাজারা হয়ত মনে করিতেন, তাহাদের হাতে শাসনদণ্ড, তাহাদের আর লোক দেখানো ভাবে বস্ত্র পরিধান করিবার প্রয়োজন কি? তাহারা কাহার সম্মান রক্ষার জন্য শরীর আবরণ করিবেন।

অপর পক্ষে যক্ষ বা শ্রেষ্ঠী এবং লিপিকর যখন রাজসকাশে গমন করিতেন তখন হয়ত শুধু রাজাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্যই সমগ্র শরীর আবরিত করিয়া যাইতেন।

ভারতীয় লোককাব্যে যোগী ভিখারী শিব ও তাহার সহধর্মিনীর আবির্ভাব কবে ঘটিয়াছে তাহা এখন বলা শক্ত। কারণ যোগী শিব যিনি নিত্য ধ্যানে মগ্ন তাহার বিবাহ করিবার চিন্তার সময় কোথায়? আবার যোগিগণের ধ্যেয় শিব সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহার স্ত্রী থাকিবার কথাই নাই।

সুতরাং ইহাও বৌদ্ধ উপপ্লাবনের ফল। বৌদ্ধধর্মের পতনের সময় যখন সন্ন্যাসের উপর লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতে লাগিল তখন বহু সন্ন্যাসী সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। তাহাদের এই আশ্রম-ত্যাগকে সমর্থন করিবার জন্যই হয়ত ইহারা শিবেরও বিবাহ ঘটাইয়াছেন। শিবই তখন তাহাদের নজির।

ভারতীয় গৃহস্থ যোগি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব মনে হয় এই ভাবেই হইয়াছিল। ইহারা সমাজের লোক ছিলেন না বলিয়াই ইহারা সমাজের

এক বৃত্তিহীন জাতি। তাই দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে যোগিগণ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, কোথাও বা তাহারা তাঁতি, কোথাও বা চাষী-ইত্যাদি। যোগিগণের 'নাথ' উপাধি প্রমাণ করে যে ইহারা শিবোপাসক ছিলেন।

শ্রীহট্টের যোগি-সম্প্রদায়ের ভিতর এক আশ্চর্য প্রথা আছে। ইহারা চাষবাস শেষ হইলে, পৌষমাসের শেষে জটাধারী সন্ন্যাসীর বেশে গায়ে ভস্ম মাখিয়া লোটাহস্তে দেশভ্রমণে বাহির হন। ইহাদিগকে "কেউন্‌ড়া" যোগি নামে অভিহিত করা হয়। খুব সম্ভব যাঁহারা প্রথমে গৃহী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমের আনন্দ ভুলিতে পারেন নাই। তাই হয়ত তাঁহারা বৎসরে একবার করিয়া ব্রত হিসাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ প্রাচীনগণের মনের কি ভাব ছিল তাহা না জানিয়াই পূর্বাচরিত রীতির ন্যায় ইহা এখনও পালন করিতেছেন। অথবা, হয়ত ইহাঁরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের অবশেষ। কারণ বৌদ্ধধর্মে গৃহস্থগণের পক্ষে জীবনের কোনও না কোনও এক সময়ে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া কিছুকাল মঠে বাস অবশ্য কর্তব্য।

৮

সপ্তমুখ জীব

মনসাবিজয়ে আছে,

> তবে অবশেষে দুই কুমার সৃজনে।
> দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছপদভাগে॥
> ব্রহ্মার বরেতে অমর বর মাগে॥ ২।৩ ; ২১ পৃঃ

সপ্তমুখ কাহার ? বেদে বৃহস্পতিকে সপ্তমুখ বলা হইয়াছে।[১] অগ্নি সপ্তশীর্ষ।[২] আদিত্য (ইন্দ্র) সপ্তরশ্মিবৃষভ।[৩] অগ্নির সপ্ত জিহ্বা।[৪] অর্কের সপ্তশীর্ষ।[৫] অগ্নির সপ্তরশ্মি।[৬]

সুতরাং এই দেবকায় সপ্তমুখ দেবদ্বয় যে বৈদিক আদিত্য ও অগ্নির সহিত সম্পর্কবান তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

(১) বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো মহোজ্যোতিষঃ পরমে ব্যোমন্।
সপ্তাস্যস্তু বিজাতো রবেন বি সপ্তরশ্মিবধমত্ তমাংসি। ঋক ৪।৫০।৪

(২) পাতিনাভা সপ্তশীর্ষানমগ্নিঃ। ঋ ৩।৫।৫

(৩) সপ্তরশ্মি র্বৃষভঃ। ঋ ২।১২।১২

(৪) ঋ ৩।৬।২

(৫) যস্মা অর্কং সপ্তশীর্ষাণমানৃচু। ঋ ৮।৫১।৪

(৬) ঋ ১।১৪৬।১

প্রথম পরিশিষ্ট

কথ্য ভাষার নমুনা

১

পদ্মাপুরাণ

১। আমা এড়ি কথা তুমি জাইবা একেশ্বর। ৩ পৃঃ
২। তোমা লাগি সর্ব অঙ্গ দহিব আমার। ৩ পৃঃ
৩। মোরে বিধি লেখিছে কপালে। ৫ পৃঃ
৪। ঝলমলি লাড়ি (নাড়িয়া) বোলে হের আছে কড়ি। ৮ পৃঃ
৫। বাইলে বাইলে (প্রতি ঘোড়ে) লয় পানি। ৮ পৃঃ
৬। তবে কেনে পার না কর আমারে। ৮ পৃঃ
৭। করি (কড়ি) দিমু পার করি দেয়। ১০ পৃঃ
৮। তোমাকে কাটিয়া আইজ ফালাইব গাড়ি (পুতিয়া)। ১৩ পৃঃ
৯। আইজ বিফল হইল ইরূপ জৌবন। ৪৫ পৃঃ
১০। বেউলা বোলে শুন মাও অস্তিকের আই ৪৭ পৃঃ
১১। জিব (জীবিত হইবে) লখাই স্থির কর মন। ৪৮ পৃঃ
১২। রিদয়ের (হৃদয়ের) দুই কুচ চন্দনে লেপীয়া। ৫০ পৃঃ
১৩। রঞ্জন রাঙ্গে তারকা কানের লড়ে (নড়ে) সোনা। ৫৭ পৃঃ
১৪। ঘরে ই কাল সাশুড়ি। ৫৯ পৃঃ
১৫। ই কোন তোমার ঠাকুরালি। ৬২ পৃঃ
১৬। সতেক বৎসর জিয়। ৬৭ পৃঃ
১৭। ই পঞ্চমাণিক্য ফেলায় মুখ খানি নিছিয়া। ৬৮ পৃঃ

১৯। জাগিয়া আষুকার (অন্ধকার) রাত্রি। ৬৯ পৃঃ

১৮। মায়া (ছল) করি আইলা নাগ আমাক ভারিবারে (ছলিবার)

পৃঃ ৭৩

২০। বেঙ্গারে ধরিয়া বেজি লাগীছে কীলাইবার। ৭৪ পৃঃ

২১। পূজা খায় তথা পদ্মা আপন মূর্তি ধরি। ৮০ পৃঃ

২২। সইয়া (সহ্য করিয়া) থাকি আমী ভাঙ্গড় বাপের ডরে। ৮১ পৃঃ

২৩। উড়া দিয়া পৈল (পড়িল) গিয়া মাগুস উপরি। ৮২ পৃঃ

২৪। ডরাইয়া মরিলে লজ্যা পাইবা সভাত। ৮৪ পৃঃ

২৫। কান্দে বাড়ি (লাঠি) জাগে সদাগর। ৮৮ পৃঃ

২৬। মেড়ের উপরে মাও উড়া দড়ির ফান্দ রয়। ৮৮ পৃঃ

২৭। অখন চান্দোর বৈয়া খাইমু পানি। ৮৮ পৃঃ

২৮। সিয়র হনে নাগ পৈথানেতে (পায়ের দিকে) যায়। ৮৯ পৃঃ

২৯। কাটিয়া সুজিব (শোধ করিব) আমি মরা পুত্রের ধার। ১০১ পৃঃ

৩০। সমুদ্রের তিরে বরসি বায় সারি সারি। ১১৬ পৃঃ

৩১। সতি কন্যার বাক্যে ভুরা আপনে উজায়। ১১১ পৃঃ

৩২। উড়াত্ (উড়িতেছে এই সময়) গণিতে পারে পক্ষির পাখনা।

১২৪ পৃঃ

৩৩। ধনারে নায়ের তলে ধরিল পাড়িয়া (চাপিয়া)। ১২৫ পৃঃ

৩৪। ছয় মাস এথা হনে না লড়িব নাও। ১২৭ পৃঃ

৩৫। নেতা বোলে জিয়া থাক চন্দ্র দিবাকর। ১৪১ পৃঃ

৩৬। জানিতা (তুমি জানিতে) যে মহাজ্ঞান—বিপ্রদাস।

৩৭। কাইল না খাইছি অন্নপাণি। ১৫১ পৃঃ

৩৮। পাইম গিয়া কার ঠাঁই। ১৬৪ পৃঃ

৩৯। কামড় দীয়া ধরে গীয়া জমের মৈধ্য দেসে। ১৭৪ পৃঃ

২

শ্রীহট্টের কথ্য ভাষা

ক

এক্ আচ্‌লা রাজা। তান্ তিন্ বউ। হাত্ পুয়া। রাজা জাইতা বনিজ্যে। ঘাট নাও। লগে যাএর্ ডুল্ রাম্। নাও ছাড়ার্ দিরং (দেরী) আছে। ভালা দিন্ নাই। হের্ লাগি রাজা আইজ্ যাত্রা কর্‌চইন্। যাত্রা করি লাকারি (বৈঠকখানা) ঘর বইয়া হক্‌লর্ লগে কথা কইত্‌রা।

রাম—ইবার্ রাজ্যির্ পানি অহ্ইছে। পানির লগে লগে বড় বড় মাচ্ আইচে। আমি কাইল কুচা শিকার গেছ্‌লাম্। রউ, গুজা, গুয়াল্ ইতা কুচা দি গাথি গাথি রাজ্যির্ (অনেক) মার্‌চি।

ডুকল—কাইল আমিও গেছ্‌লাম। নিরাই (বাতাসহীন শান্ত অবস্থা) পাইলাম্ না। খালি একটা গুজা আর্ একটা কালিয়ারা বাগ্‌ড়ী পাইচি।

রূপ—হুন্‌চইন্‌নি কাইল্ হুওরর পাল দেখা দিচে।

সকলে—কই? কই?

রূপ—ডাকাইতর্ ভিটার অংলাত্।

রাজা—তে হকল্‌রে ডাক্‌। তিটা বের্‌ দেও। হুঅর্‌ মারণ্‌ লাগ্‌ব। হুঅর্‌ খাইয়া বাড়ীত্‌ থনে বারইমু। মড়ল্‌রে ডাক্‌।

রূপ—জাইত্‌রাম।

রাজা—গেল্‌বার্‌ আর্‌ হুঅরের পাল্‌ আইচিল্‌ না। হারা বাইরার্‌ মাজে আমি একটা ছেদা খাইচি।

ডুকন—ইবার মনে লয় হুঅর্‌ খাঅন্‌ জাইব। বাড়ীত্‌ গিয়া ছুল্‌পি ধারাই।

রাজা—আচ্চা তে জাও।

[দৃশ্যান্তর, শুকর মারা হইয়াছে, কাটিয়া ভাগ হইতেছে।]

রাজা—অ রাম্‌পুতি, অ রাম্‌পুতি পেগাম্বরের্‌ ছুরি নি পাইচ।

রাম—পাইচি।

রাজা—কই দেখাও। দেখইন্‌ ভট্‌ মাশয় পেগাম্বরের্‌[1] ছুরি। ভট্‌ মাশয়রে মাংস দেখি হুনি দিও, বাড়িত্‌ মানুষ্‌ বেশি।

খ

কৃষি

বংশী—অ কলাই, রামর্‌ মারে কহ্‌ ভাত্‌ দিবার লাগি। খিদা পাইচে।

কলাই—অ বড় বউ ঠাকুর্দারে ভাত্‌ দেও। অ ঠাকুর্দা ইবার্‌ খেতর্‌ কি কর্‌লায়। চাহ্‌ রাখ্‌চ্‌ নি।

---

(১) কথিত আছে যখন ভগবানের উদ্দশ্যে বলি প্রদান করিবার জন্য পয়গম্বর করকে লইয়া আসিলেন, তখন সে নাকি পয়গম্বরের ছুরি সহ পলাইয়া যায়। সেই সময় হইতে শূকর হারাম অর্থাৎ অপবিত্র হইয়াছে। খুব আশ্চর্য্যের বিষয় শূকরের শরীরের ভিতর এক খণ্ড মাংস আছে যাহা দেখিলে বাটছদ্ধ একখানি ছুরি বলিয়া মনে হয়।

বংশী—চাহ্ রাকুচি গুপি চঙ্গর্ পুয়ারে। চাইর্ মাসে হুল্ল টেকা ফুড়াইচি।

কলাই—চাহ্ আরম্ভ অইচে নি।

বংশী—আইজ্ তহুয়া বিলর্ পারর্ জমিন্ তিন্ চাহ্ দিচি।

[দৃশ্যান্তর জমিতে চাষ হইতেছে

বংশী—অ রাম আহ্‌ল উবা করাইয়া আয়্, তামাক্ খাইয়া জা, আমি আহলর্ গাছে (কাছে) যাইয়ার্।

রাম—আইয়ার্ বংশী পুতি। আইজ্ চা-মৃই অহইলে কাইল্ ধান বাইন্ করণ্ জাইব। ধান্ ভিজাইচ নি।

বংশী—ভিজাইচি। (পাজইন্ হাতে লইয়া তি তি তি, তে তে তে বলিয়া গরুর হাল তাড়াইতে লাগিল।) ইবার্ আগ্‌ড়ি মেগ্ অহ্‌ইচে। ধান বাহ্‌লা অহ্‌ইব মনে লয়।

রাম—হাচা কথা কইচ। ইবার্ চা দিয়া মই দিমু। মই দিয়া ইটা ভাঙ্গলে কাইল্ বাইন্ করণ্ জাইব।

বংশ—আমি মুগইর্ আন্‌ছি। বড় বড় ইটারে (ঢিল) বাড়িয়া ভাংমু।

রাম—বংশীপুতি আহ্‌ল্ অখন্ আমারে দেও। তুমি বড় বড় ইটা হকল্ দেখি দেখি ভাঙ্গ।

বংশী—ইটা ভাঙ্গিয়ার্। অখন্ লাঙ্গল খুলি মই লাগাই দে। অইচে অইচে। অখন্ চৌকামর্ উপর উট্।

[দৃশ্যান্তর, বংশী ও রাম বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত]

রাম—অ বংশীপুতি লাঙ্গলে হু মাটি কাহ্‌ইচে।

বংশী—তে ইস্ খুলিয়া লাঙ্গলখান্ পানিত্ পালাই দে। আর পানিত্ থনে ভিজাইল্ বিচর্ টুক্‌রি তুলি ল।

রাম—তুলচি।

বংশী—লাকারি গহ্র থহ্। অখন্ বাড়িত্ যা।

[দৃশ্যান্তর, কার্ত্তিক মাসের শেষ]

বংশী—অ কলাই উটান্ লেপন্ লাগ্ব। ইবার্ কাতিয়াইন্ বাহ্ল অহ্ইছে। ধান বাহ্ল অহ্ইব।

কলাই—তে কাইল্ আহ্ল্ দিয়া উটান্ আর খলা ভালা করি পেক্ করিয়া দিয়।

বংশী—আচ্চা দিমু। ভালা করি পেক্ করি মই দিয়া দিমু।

কলাই—মই দি দিলে তো কাম্ হকাল্ হকাল্ অহ্ই জাইব।

[দৃশ্যান্তর, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম—ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে]

কলাই—অ ঠাকুর্দা কয় কিয়ারর্ ধান্ কাট্লায় ?

বংশী—চাইর্ কিয়ারর্ (কেদার)। আইজ খলর্ বন্দর্ বড় টুমার্ ধান কাট্মু। আর হাত্ (সাত) কিয়ারর ধান বন্দ রইচে। চাইর্ কিয়ারর্ ধানে আট্ পারা অহ্ইচে। আইজ্কুর ধান আইলে নাইয়া (নৌকার) পারা দিচ্। আইজ্ রাইত্ বড় পাবার্ মাড়া অহ্ইব। মাড়া ভাঙ্গি গরু জুতি রাকিচ্।

কলাই—গরু ত তিন্টা। তিন্টা দিয়া অত বড় পারার ধান মাড়া অহ্ইব নি।[1]

বংশী—আইজ্ চদ্রী বাড়ীর্ চাইর্টা দামা চাইচি। হে চাইর্টা বিয়ালে লইয়া আইচ্। বিয়াল গুইট্ অহ্ইতে বাড়িত্ ফিরবার্ কাল দামা আন্তে জাইচ্।

কলাই—আচ্চা।

১। বিঃ দ্রঃ—শ্রীহট্টে 'হয়ের' উচ্চারণ অ এবং হ এর মাঝামাঝি হয়। তাহা বুঝাইবার জন "অহ্" এই যুক্ত বর্ণদ্বয় ব্যবহার করা হইয়াছে।

[দৃশ্যান্তর পারা ভাঙ্গা হইতেছে]

কলাই—অ ভরত্ অ রাম্ ইকান আয়। বড় পারার্ উপ্র্ উট্। উটিয়া ধানর্ মুইট্ হকল্ পাহ্লাই দে।

ভরত—আইয়ার্ পুহ্জান্।

কলাই—উপর থনে একটা একটা করি মুইট্ (মুষ্টি) পাহ্লা, আমি মাড়া ভাঙ্গি।

ভ—হুন্‌চনি পুহ্জান্, বাবুর বাড়িত্ ইবার এক নমস্থত্ চাকর রাক্‌চইন্। হে একভার বত্রিস্ মুইট্ ধান জুতর্ মাজে বান্দি বাঙ্গ করি লইয়া আয়। কেউ তার্ লগে ধান্ কাটাত্ ধান বওআত্ পারে না।

রা—অ ঠাকুরপিহ্ মেউয়াত্ কুন্ গরু দিবায়।

কলাই—কেনে, আমরার্ মাক্‌রা দামা। মাক্‌রা দামা মেউয়া ছাড়া আর কুন্থ জাগাত্ চল্‌ত পারে না।

ভ—অ পুহ্জান আমরার্ উকইল্ (অঙ্কুশ) যে ভাঙ্গি গেচে। মাড়া উল্টাইবায় কিতা দিয়া।

কলাই—মাড়া ভাঙ্গি বাবুর বাড়ীত্ থনে এক্‌টা উকইল্ চাইয়া আন্।

[বিঃ দ্রঃ—মাড়া ভাঙ্গা হইয়াছে। সমস্ত ধান ছড়ান হয় নাই। ছড়ান ধানের শিষের চারিদিকে গোল করিয়া আটীগুলি (মুইট্) সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গরু দিয়া মাড়াইতে মাড়াইতে খড় হইতে যত ধান ঝরিয়া পড়িবে তত নূতন নূতন আটি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে যতক্ষণ না সমস্তগুলি ভাঙ্গা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ধানের আটি আছড়াইয়া আছড়াইয়া ধান আলাদা করা হইয়া থাকে। বিহারেও নাকি শ্রীহট্টের প্রথায় ধান মাড়াই হয়]।

কলাই—গরু আন্‌চচ নিয়ে?

ভরত—অহ্ য়্।

কলাই—তে পাগিত্ বান্দ্, আর্ আম্‌রার্ মাক্‌রা দামা মেউয়াত্ দে। মুখ ছুপা লাগা। অ রাম্ তুইও আয়, আহ্ ল্ ডাকা।

[ছয়টা গরুতে দুই হাল হইল। একদিকে তিন্ একদিকে দুই আর মাঝখানে এক, তার নাম মেউয়া। মেউয়া মনে হয় মেরু। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয়ের মতে, মেউয়া "মেঢ়" শব্দ হইতে জাত। মেঢ় শব্দ দ্বারা মধ্যখুটী বুঝায়। ধৃতরাষ্ট্রকে 'মেঢ়' বলা হইয়াছে। ইহা সংস্কৃত শব্দ। মেউয়ার গরু দুই হালের আশ্রয়। ইহা স্থান ত্যাগ না করিয়াই ঘুরে।]

ক—অ রাম্ মেউয়া[২] (খড়ের গাট্) খআইয়া দে।

রা—দিয়ার্।

[সন্ধ্যা হইয়াছে, বংশী ভারে করিয়া ধান লইয়া আসিয়াছে। সঙ্গী আরও দুইজন। আজ ইহাদের বারি বা বালা (পালা)। অর্থাৎ আজ ইহাদের নিজেদের ধান কাটা নাই, তাই ইহারা বংশীকে সাহায্য করিতেছে, পরে বংশীও প্রয়োজনানুসারে তাহাদের বাড়ীতে খাটিয়া দিবে।]

বংশী—[ধানের ভার মাটিতে ফেলিয়া] তুম্‌রা ভার্ পালাইয়া তামাক খাও। আমি পারা দিয়ার্। আইজ্ নাইয়া পারা দিমু।

১ম—আচ্ছা। তামাক খাইয়া উকইল্ দিমু।[৩]

(তামাক খাইয়া উকইন্ (অঙ্কুশ) হাতে ধান ঝাড়া হইতেছে)

১ম—অ বংশীপুত্তি, ধান ত পড়্‌চে না।

বং—তে আরও দেরী হবু। আইজ্ আমার বড় পারা তাঙ্গা

২। মেউয়ার দামা এক স্থানে থাকিয়া ঘুরে, তাই ক্রমে ক্রমে তাহার পায়ে খড় জড়াইয়া যায়। ইহাকেও "মেউয়া" বলে;

৩। উকইল শব্দটী উকইন রূপেও উচ্চারিত হয়।

অহ্ইচে। রাইত বেশী অহ্ইব। পুয়া বাজার গেচিল্। গুয়াল মাচ পাইচে।

২য়—বিরইন্ ভাত অহ্ইব নি।

বং—গাইআড়ি দিয়া বিরনির ভাত অহ্য়র।

১ম—গুয়াল মাচ ভাজা আর বির্নির ভাত!

বং—অখন যাও, গিয়া মাড়া উল্টাইয়া দেও। আমি আইয়ার্ ।

(মাড়া শেষ। খড় হইতে ধান্ বাহির হইয়াছে। খড় বাহিরে ফেলা হইয়াছে)।

টাক দেকি কতটা ধান অহ্ইত পারে।

১ম—চাইর কাটার কম নায়। আগারী গুইন্ও চাইর পালি অহ্ইব।

বং—চল পুক্ইর জাই। আহ্ত মুখ ধইয়া অখন খাইমু গিয়া।

গ

তিল হঙ্গ্রাইন্ (উত্তরায়ণ সংক্রান্তি)

ইবার তিল হংরান্তির দিন বাড়িত্ আছ্লাম্। আগর্ দিন রাইত্ ভাত্ খাইয়া ঘুমাইচি। হারা রাইত্ মাই আর খুড়িমাই পিঠা কর্‌রা। হেস্ রাইত্ ঘুম ভাঙ্গি গেল্। দেখি পিটা অহ্য়র্। মাইর্ কান্দাত্ গিয়া বইলাম্। মাইয়ে এক্‌টা পুরি দিলা। এক্‌টা এক্‌টা করি হাত্ আট্‌টা পুরি খাইলাম। বিয়ান্ অহ্ই গেল্। কাউয়ার্ ডাক্ হুনা জায়;

মাইয়ে তেল্ মাকাইয়া দিলা। হিনান্ করার্ লাগি পুকইর গেলাম। পুকইর ঘাট লামিয়া এক ডুব্। মেড়ামেড়ির্ ঘর আগুইন্ দিচে। হিনান্ করি মেড়ামেড়ির ঘর আগুইন্ পুআইতে গেলাম।

গাউর হকল মানুষ আইচইন্। হরিকীর্তন আরম্ব হইল। গাউ পাকাইয়া পতি বাড়িত্ গিয়া গীত্ অহ্ইল, পতি বাড়িত্ হরিব্লুট্। বাড়িত্ ফিরিয়া দেখি পিটা, ভুভাজ্লা চিড়া ও ঘি মাইয়ে খাইতা দিলা। তুইপর বিব্নির্ ভাত্। তার্ লগে ঘি, কইমাচ্, রউমাচ্ ভাজা, রউমাচের মুড়ি দিয়া পাতি লাউ, ঘনতুধ।

বিআলে পিঠা খাইবার নিমন্ত্রন্। যে বাড়িত্ যাও, পিটা, বিব্নির্ ভাত্, মাচ্ভাজা, ঘনতুধ। ইবার্ চিটি খেলাত্ রাজ্যির্ জামির্ পাইচি।

বিঃ দ্রঃ—বরাহ শিকারের কাহিনী প্রায় ৮০।৯০ বৎসরের পুরাতন। একবার দেশে ঘোর গো-মড়ক হয়। তখন দেখা গেল, দলে দলে বরাহ আসিয়া বসন্তে মৃত গরুর মাংস আহার করিয়া মরিতে লাগিল। সেই অবধি আমাদের দেশে বরাহ মাংস আহার করা খুব কমিয়া গেল। এখন প্রায় নাই বলিলেই হয়।

ব্যাকরণ

(ক) সাধারণ নিয়ম

১। 'হকল্', 'গুইন্', 'রা', 'ন্' শব্দযোগে বহুবচন। cf. গণ, গুলি, সকল, রা। মানুষ হকল্। গরুগুইন্। তাহ্রা। পুআইন্।

২। 'দিয়া' যোগে করণ। cf. দ্বারা দিয়া। হাত দিয়া কাম্ করে।

৩। 'রে' যোগে সম্প্রদান। cf. কে, আয় (আমায়)। পুরইত্রে দক্ষিণা দেও।

৪। 'থনে' 'থাকি' 'হনে' যোগে অপাদান। cf. থেকে, হইতে, হনে। ঘর্ থনে ধান্ বার্ কর্।

৫। 'র' যোগে সম্বন্ধ। cf. র। আমার বাড়ী।

৬। 'অ' 'এ' 'ত' 'মাজে' যোগে অধিকরণ। cf. এ, তে, মাঝে। ঘর ভাত নাই। মাটিত্ রাখ।

বিশেষ নিয়ম :—

১। কর্তায় সাধারণত শব্দ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কখন কখন 'য়' বা 'য়ে' যোগে কর্তৃকারকও হইয়া থাকে। যেমন, মইয়ে কইচইন্—মাসি বলেছেন। বাবায় খাইচইন্—বাবা খেয়েছেন ইত্যাদি।

২। কর্মেও অনেক সময় শব্দের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন পরিবর্তন হয় তখন 'রে' যোগ হয়। যেমন, আমি ভাত খাই। গরু লইয়া আয়। হে মাচ কিন্‌তে গেছে। গরুরে হরাইয়া (সরাইয়া) দে। বাবারে ডাক্। cf. কে।

৩। একসংখ্যাকে নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইতে টা, গু শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন, গরুগুরে লইয়া আয়। চাইরগু (চারিটি) ভাত দেও। cf. টি।

(খ) শব্দরূপ—বিশেষ্য

মানুষ (man)	মানু (man,	মাহ্‌ন (man)	বউ (বধূ)
মানুষ, মানুযে	মানু, মানুয়ে	মাহ্‌ন, মাহ্‌নে	বউ, বউয়ে
মানুষ, মানুষরে	মানু, মানুরে	মাহ্‌ন, মাহ্‌নরে	বউ, বউরে
মানুষ দিয়া	মানু দিয়া	মাহ্‌ন দিয়া	বউ দিয়া
মানুষরে	মানুরে	মাহ্‌নরে	বউরে
মানুষ থাকি	মানু থাকি	মাহ্‌ন থাকি	বউর থনে
মানুষর	মানুর	মাহ্‌নর	বউর
মানুষর মাজে	মানুর মাজে	মাহ্‌নর মাজে	বউর মাজে
মানুষঅ			বউঅ

বাবা	মা	পুআ (পুত্র)	পুড়ী (পুত্রী)
বাবা, বাবায়	মা, মায়ে,	পুআ, পুআয়	পুড়ী, পুড়িয়ে
বাবা, বাবারে	মা, মারে	পুআ, পুআরে	পুড়ী, পুড়িরে
বাবারে দিয়া	মারে দিয়া	পুআরে দিয়া	পুড়িরে দিয়া
বাবারে, বাবাত্	মারে, মাত্	পুআরে, পুআত্	পুড়িরে, পুড়িত্
বাবার থনে	মার থনে	পুআর থনে	পুড়ির থনে
বাবার	মার	পুআর	পুড়ির
বাবার মাজে	মার মাজে	পুআর মাজে	পুড়ির মাজে

মই (মাসি)	পিহ্ (পিসি)	বিচাল (বৃষ)	গাই
মহ্ই, মহ্ইয়ে	পিহ্, পিহ্য়ে	বিচাল	গাই
মহ্ই, মহ্ইরে	পিহ্, পিহ্রে	বিচাল, বিচালরে	গাই, গাইরে
মহ্ইরে দিয়া	পিহ্রে দিয়া	বিচাল দিয়া	গাই দিয়া
মহ্ইরে	পিহ্রে	বিচালরে	গাইরে
মহ্ইর থনে	পিহ্র থনে	বিচাল থাকি	গাইর থাকি
মহ্ইর	পিহ্র	বিচালর	গাইর
মহ্ইর মাজে	পিহ্র মাজে	বিচাল, বিচালর মাজে	গাইঅ, গাইর মাজে

দামা (দামড়া)	বাচুর (বাছুর)	দুদ্ (দুধ)
দামা	বাচুর	দুদ্
দামা, দামারে	বাচুর, বাচুররে	দুদ্, দুদ্রে
দামা দিয়া	বাচুর দিয়া	দুদ্ দিয়া
দামারে	বাচুররে	দুদ্, দুদ্রে
দামার থাকি, থনে	বাচুর থাকি, থনে	দুদ্ থাকি, থনে

দামার	বাচুরর	ডুদর
দামার মাজে	বাচুঁরর মাজে	ডুদর মাজে

উগার (ভাড়ার)	মড় (মরাই)	মধু
উগার	মড়্	মধু
উগার, উগার্রে	মড়, মড়্রে	মধু, মধুরে
উগার দিয়া	মড় দিয়া	মধু দিয়া
উগার, উগার্রে	মড়	মধুরে
উগার থাকি	মড় থাকি	মধুব থনে
উগারর্	মড়র	মধুর্
উগারে, উগারর্ মাজে	মড়অ	মধুত্

মউ (মধু)	পানি (পানীয়ম্)	নাও (নাব্)	লগি (Pole)
মউ	পানি	নাও	লগি
মউ, মউরে	পানি	নাও, নাওরে	লগি, লগিরে
মউ দিয়া	পানি দিয়া	নাও দিয়া	লগি দিয়া
মউরে	পানিরে	নাওরে	লগিরে
মউর থনে	পানির থাকি	নাওর থনে	লগির থনে
মউর	পানির	নাওঅ	লগির
মউয়ে, মউঅত্, মউঅ	পানিত্	নাওয়ে, নাওঅ	লগিয়ে, লগিত্

চইর (Pole)	ছইয়া (Cabin)	ঘুম্‌টি (Cabin)
চইর	ছইয়া	ঘুম্‌টী
চইর, চইররে	ছইয়া, ছইয়ারে	ঘুমটি, ঘুমটিরে

চইর দিয়া	ছইয়া দিয়া	ঘুম্‌টি দিয়া
চইর্‌রে	ছইয়ারে	ঘুম্‌টিরে
চইর থনে	ছইয়ার্‌ থনে	ঘুম্‌টির থনে
চইরর্‌	ছইয়ার	ঘুম্‌টিরে
চইরঅ, চইরে	ছইয়াত্‌, ছইয়ায়	ঘুম্‌টিত্‌, ঘুম্‌টিয়ে

শব্দরূপ—সর্ব্বনাম

আমি (আমি I)	মই (আমি, me, my)	আপ্‌নে (ভবান্‌)
আমি, আম্‌রা	মই, মরা (মোরা)	আপ্‌নে, আপ্‌নারা
আমারে, আম্‌রারে	মরে, মরারে	আপ্‌নারে, আপ্‌নারারে
আমার মাজে, আম্‌রার মাজে,	মর মাজে, মরার মাজে	আপ্‌নার মাজে, আপ্‌নারার মাজে
আমার, আম্‌রার	মর, মরার	আপ্‌নার, আপ্‌নারার

তুমি (you)	তুই (thou)	তাইন্‌ (তিনি, he)
তুমি, তুম্‌রা	তুই, তুম্‌রা	তাইন্‌, তারা
তুমারে, তুম্‌রারে	তরে, তুম্‌রারে	তানে, তারারে
তুমার মাজে, তুম্‌রার মাজে	তর্‌ মাজে, তুম্‌রার মাজে	তান্‌ মাজে, তারার মাজে
তুমার, তুম্‌রার	তর্‌, তুম্‌রার	তান্‌, তারার

তাই (she)	হে (he)	কেগু (কে)
তাই, তারা	হে, হি, হেরা	কেগু, কেরা
তাইরে, তারারে	হেরে, হেরারে	কেগুরে, কেরারে

তাইয়ে, তারায়	হেয়ে, হেরায়	কেগুর মাজে, কেরার মাজে
তাইর, তারার	হের (her), হেরার	কেগুর, কেরার

যেগু (যে)	হিগু (that)	ইগু (this)
যেগু, যেরা	হিগু, হেরার	ইগু, ইতা
যেগুরে, যেরারে	হিগুরে, হেরারে	ইগুরে, ইতারে
যেগুর মাজে, যেরার মাজে	হিগুর মাজে, হেরার মাজে	ইগুত্, ইতাত্
যেগুর, যেরার	হিগুর, হেরার	ইগুর, ইতার

এ (this)	ই, ইতা (it)
এ, এরা	ই, ইটা, ইতা
এরে, এরারে	ইটারে, ইতারে
এত্, ইতাত্	এত্ ইতাত্
এর, এরার	ইটার, ইব, ইতার

বিঃ দ্রষ্টব্য—ই, ইগু, ইটা এই তিনটির একই বহুবচন, ইতা। কিন্তু ইতা শব্দটি 'this' অর্থে একবচনও হইয়া থাকে। যেমন ইতা কিতা, what is this, (it) ইহা কি ?

(খ) ধাতুরূপ

জা (যা) To Go

হে জায়	হে জায়্র, জার	হে জাইব
তাইন জাইন্	তাইন্ জায়্রা, জাইত্রা, জাবা	তাইন্ জাইবা
তুই জাচ্	তুই জাইরে, জাইত্রে, জারে	তুই জাইবে
তুমি জাও	তুমি জাইরায়, জাইত্বায়, জারায়	তুমি জাইবায়

আপ্নে জাইন্	আপ্নে জাইরা, জাইত্রা, জারা	আপনে্ জাইবা
আমি জাই	আমি জাইয়ার, জাইরাম্, জাইত্রাম্, জারাম্	আমি জাইমু

হে জাইত	হে গেল	হে গেচি্ল্
তাইন জাইতা	তাইন্ গেলা	তাইন্ গেচ্লা
তুই জাইতে	তুই গেলে	তুই গেচ্লে
তুমি জাইতায়	তুমি গেলায়	তুমি গেচ্লায়
আপ্নে জাইতা	আপ্নে গেলা	আপনে গেচ্লা
আমি জাইতাম্	আমি গেলাম্	আমি গেচ্লাম।

বিঃ—জা ধাতু ও গা ধাতু মিলিয়া কথ্য গত্যর্থক ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীহট্টের কথ্য ভাষাতে 'জা' ধাতুর কতকগুলি ও গা ধাতুর কতকগুলি রূপ একসঙ্গে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়।

খা—To eat

হে খায়্	হে খায়র্, খার্	হে খাইব
তাইন্ খাইন্	তাইন্ খাইত্রা, খাইরা, খারা	তাইন্ খাইবা
তুই খাচ্	তুই খাইত্রে, খাইরে, খারে	তুই খাইবে
তুমি খাও	তুমি খাইরায়, খাইত্রায়, খারায়	তুমি খাইবায়্
আপ্নে খাইন্	আপনে খাইত্রা, খাইরা, খারা	আপনে খাইবা
আমি খাই	আমি খাইত্রাম, খাইরাম, খারাম্	আমি খাইমু

হে খাইত	হে খাইল	হে খাইচিল্
তাইন্ খাইতা	তাইন্ খাইলা	তাইন্ খাইচ্লা
তুই খাইতে	তুই খাইলে	তুই খাইচ্লে

তুমি খাইতায়	তুমি খাইলায়	তুমি খাইচ্‌লায়
আপ্‌নে খাইতা	আপ্‌নে খাইলা	আপনে খাইচ্‌লা
আমি খাইতাম্	আমি খাইলাম্	আমি খাইচ্‌লাম্

বহ্ (বসা)—To sit

হে বহ্য়	হে বহ্য়র্	হে বহ্ইব্
তাইন্ বহ্ইন্	তাইন্ বহ্ইত্‌র', বহ্ইরা, বহ্রা	তাইন্ বহ্ইবা
তুই বহ্চ্, বহ্	তুই বহ্ইত্‌রে, বহ্ইরে, বহ্রে	তুই বহ্ইবে
তুমি বহ্ও	তুমি বহ্ইত্‌রায়, বহ্ইরায়, বহ্রায়	তুমি বহ্ইবায়
আপনে বহ্ইন্	আপনে বহ্ইত্‌রা, বহ্ইরা, বহ্রা	আপ্‌নে বহ্ইবা
আমি বহ্ই	আমি বহ ইত্‌রাম্. বহ্ইরাম, বহ্রাম	আমি বহ্ইমু

হে বহ্ইত	হে বহ্ইচিল্	হে বহ্ইল
তাইন বহ্ইতা	তাইন্ বহ্ইচলা	তাইন্ বহ্ইলা
তুই বহ্ইতে	তুই বহ্ইচ্‌লে	তুই বহ্ইলে
তুমি বহ্ইতায়	তুমি বহ্ইচ্‌লায়	তুমি বহ্ইলায়
আপনে বহ্ইতা	আপনে বহ্ইচ্‌লা	আপ্‌নে বহইলা
আমি বহ্ইতাম	আমি বহ্ইচ্‌লাম্	আমি বহ্ইলাম্

ব (বহ)—To carry

হে বয়	হে বয়র্	হে বইব
তাইন্ বইন্	তাইন্ বইত্‌রা, বইরা, বরা	তাইন্ বইবা
তুই বচ্	তুই বইত্‌রে, বইরে, বরে	তুই বইবে
তুমি বও	তুমি বইত্‌রায়, বইরায়, বরায়	তুমি বইবায়
আপ্‌নে বইন্	আপ্‌নে বইত্‌রা, বইরা. বরা	আপ্‌নে বইবা
আমি বই	আমি বইত্‌রাম্, বইরাম্, বরাম্	আমি বইমু

হে বইত	হে বইচিল্	হে বইল
তাইন্ বইতা	তাইন্ বইচ্লা	তাইন্ বইলা
তুই বইতে	তুই বইচ্লে	তুই বইলে
তুমি বইতায়	তুমি বইচ্লায়	তুমি বইলায়
আপ্নে বইতা	আপ্নে বইচ্লা	আপ্নে বইলা
আমি বইতাম্	আমি বইচ্লাম্	আমি বইলাম্

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

ভারতীয় ভাষার ক্রমবিকাশ

১

একাক্ষর ভাষা

ভারতীয় ভাষাবিদ্গণের মতে প্রাচীন একাক্ষর শব্দ (ধাতু) হইতেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের সিদ্ধান্ত যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা কতকগুলি সংস্কৃত অভিধানের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে। এই সকল অভিধানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা :—

১। একাক্ষর কোষ। ২। একাক্ষর ব্যঞ্জনের সহিত স্বরবর্ণের যোগে ব্যুৎপন্ন শব্দের কোষ। ৩। দুই ব্যঞ্জনবর্ণের যুক্ত শব্দের কোষ।

এই তিন প্রকার অভিধান হইতে জানিতে পারা যায়, কি ভাবে আদিম একাক্ষর ভাষা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইয়াছিল। আর এই

ভাষায় শেষ বিবর্তিত রূপ ও আদিরূপকে ভিত্তি করিয়াই যে, সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

এই একাক্ষর ভাষা যখন প্রচলিত ছিল, তখন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তাঁতি, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, কৃষক, বণিক সকলেই ঐ ভাষা ব্যবহার করিত। কিন্তু একাক্ষর শব্দের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। সেইজন্য একই একাক্ষর শব্দ বহু ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইত। একাক্ষর "ক" শব্দের উদাহরণ দিয়া এই অবস্থায় ভাষা যে কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শিত হইল।

ক—কাম, প্রকাশক, কপালী, তৈজস, শাস্তি, অনল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষস্কন্ধ, বিশাম্পতি, অনন্ত, পার্থিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমার্থ, মুখ, ব্রহ্মা, সখা অম্ভোধি, শির, জল, তুলা, পুষ্প, চরণ, কর, মুখ্য, পরমাত্মা, রবি, বায়ু, সুখ, করাদিক, মায়া, যাম্যকর্ণ, ক্রোধী, বহ্নি, গদী, কামাঙ্গ, রুজা, শান্তি, দক্ষিণ, মূলগ, গণেশ, অণ্ডজ, অন্তক, অষ্টকর্ণ, আদি, ককুক্তি, কলম্, কবলকম্, কান্ত কামধেনু, কালরাত্রি, কালী, কুৎসন, কৈরবী, কোটরা, গজেন্দ্র, গায়ন, গুণসাগর, চাপ, জটাধর, তৈজস, দ্রুঘণ, নন্দন, নন্দয়িতা, নর্তক, নিশাচর, পূর্ব, প্রভু, প্রাণ, বহুরূপ, ব্রহ্ম (কলসী), ভৃঙ্গ, ভ্রমণ, ভ্রমাবহ, ভ্রামক, মাতঙ্গ, মোদন, মোহ, বিকৃতি, বিমলা, রেখা, শিররোহ, সংজ্ঞা সরস্বতী, সোমপা।

এই প্রকার একাক্ষর ভাষা চীন ও মিশরেও প্রচলিত ছিল। নিম্নে কতকগুলি চীনা ও মিশরীয় একাক্ষর শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল।

চীনা একাক্ষর শব্দ

ই—এক (১) লি (৯)—হস্ত, শক্তি (১৯)

ফং—চত্বর ; খোলা যায়গা (৯০)।

মিশরীয় একাক্ষর শব্দ

অ — ঈগল	পা — উড়া দেওয়া।
আ — পালক	উ — মুরগী শাবক
ই — পালক	বা — আত্মা
ই — যাওয়া	য — ডিম্, পুত্র
উ — দড়ি, শত	ফ — কুণ্ডলিকা
প — দ্বার	ট — ভূমি
ম — পেচক	ন — নদী
ব — হৃদয়	হ্ — ঘর
ম — হংস	ক — ছুরি

এই স্থানে অল্পকয়েকটী মাত্র মিশরীয় ও চীনা একাক্ষর শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইল। মিশরীয় ও চীনা ভাষা ক্রমবিকশিত হওয়ার ফলে তাহাদের ভিতর একাক্ষর শব্দের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু ভারতে ভাষা বিবর্তিত হইলেও একাক্ষর ভাষার অভিধান সমূহ একাক্ষর শব্দ সমষ্টির অর্থ সহ এখনও রহিয়াছে। প্রত্যেকটী একাক্ষর শব্দ যে প্রায় শতেক ভাব প্রকাশ করিত তাহা যে সকল একাক্ষর কোষ বর্তমান রহিয়াছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়। "ক" একাক্ষর শব্দের উদাহরণ হইতে ইহা কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রাচীন একাক্ষর ভাষার 'ক' অক্ষরের যে উদাহরণ এইস্থানে দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে কি ভাবে শব্দটীর ব্যবহার ছিল। অনুরূপ ভাবে সমস্ত একাক্ষর শব্দেরই এইরূপ ব্যবহার ছিল। অর্থাৎ এক একটী শব্দ অসংখ্য ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইত।

সমাজের শৈশব অবস্থায় এই জাতীয় ভাষা বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিত না, কারণ সেই সময়ে শারীরিক ব্যাপার নিচয়ের জন্যই শব্দের

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধিত সমাজে সেই ভাষা ভাব প্রকাশের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল। তখন ব্যঞ্জন-শব্দের সহিত স্বর-শব্দের ও দুই ব্যঞ্জন শব্দের যোগে শব্দ সমূহ সৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশ্য স্বর ও ব্যঞ্জন শব্দের সংযোগই আদিমতম সংস্কার। এই প্রকার দুই একাক্ষর শব্দ কি পদ্ধতিতে যুক্ত হইল তৎসম্বন্ধে চীনা ভাষাতে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। কার্লগ্রেণ (Kerlgren) বলেন :

"চীনা একাক্ষর পদ সমষ্টিকে সুবোধ্য করিবার জন্য সংযুক্ত পদের ব্যবহার হইয়াছে। এই প্রকার সংযোগ বিভিন্ন প্রকারে সিদ্ধ হইত। তাহাদের ভিতর সম-অর্থক ভিন্নধ্বনি দুই শব্দের সংযোগই সর্বাপেক্ষা অধিক।" কার্লগ্রেণ এই সংযোগের নাম দিয়াছেন synonym compound. "যথা—চীন একাক্ষর ভাষার 'ই' শব্দটীর ৩৮টি অর্থ আছে। এই ৩৮টি অর্থের বা ভাবের একটি হইতেছে "চিন্তা"। কিন্তু 'ই' শব্দ শুনিয়া কেহই বলিতে পারিত না যে শব্দটি ৩৮টি অর্থের ভিতরে কোন অর্থ উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল। তদনুরূপ 'সি' অপর একটি একাক্ষর শব্দ তাহারও অনেকগুলি অর্থ রহিয়াছে, সেই সকলের ভিতর "চিন্তা" একটি। এই ক্ষেত্রেও সেই একই অসুবিধা। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য চীনাভাষাবিদ্‌গণ 'ই'ও 'সি' শব্দটি জুড়িয়া দিয়া 'ইসি' এই নূতন শব্দ সিদ্ধ করিলেন। এই নূতন শব্দ দ্বারা শুধু "চিন্তা" এই ভাবই প্রকাশ হইল।" এইভাবে আমরা একাক্ষর শব্দ গঠিত ভাষা হইতে সংযুক্ত শব্দ গঠিত ভাষাতে উপনীত হই।

স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগে উৎপন্ন শব্দরাশি

ভারতীয় ভাষাতেও একাক্ষর-শৈশব অতিক্রমের পর যে এই জাতীয় যুক্তশব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার প্রমাণ, মাতৃকা নামমালা ও দ্ব্যক্ষর নামমালা নামক অভিধান। মাতৃকা নামমালার কয়েকটি শব্দ পরীক্ষা করিলেই বাক্যটির যথার্থতা বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

ক — অনল + ই — পাবক — কি — অগ্নি।
ক — সূর্য + এ — সূর্য — কে — অর্ক।
খ — কাম + ই — কাম — খি — কাম।
গ — ধরা + আ — ভূ — গা — ক্ষ্মা।

নিম্নে মাতৃকা নামমালাতে ধৃত স্বর ও ব্যঞ্জনের যোগে উৎপন্ন শব্দরাশির একটী তালিকা দেওয়া হইল।

কা—মহাদুর্গা।
কি—সুগ্রীব, রমাপতি, আখণ্ডল, সূর্য, অগ্নি, ব্যাধ।
কী—গজ, তুরগ, ব্যাল, জার, জীব, পিপীলিকা, ধরা, রমা, দিক্, স্কন্ধ, পাটল, গৌ।
কু—পৃথ্বী, কুচ।
কৃ—কূল, কৃত্যা, ভূ।
কে—প্রাণ, অর্ক মদ, সার, ক্লীব।
কৈ—প্রণত, শুচি।
কো—কুক্কুর, জন, শ্রাব।
কৌ—পালাশ, বৃষ।
খা—ভা, ক্ষ্মা, কমলা, গী।
খিঃ—কাম।
খী—গুদ, ধাতা।
খু—বহ্নি।
খৃ—বৃহস্পতি।
খে—প্রাণ।
খৈ—ভব, ভ্রাতা, পুত্র।
খো—খঞ্জ।

খৌ—সুরেশ, অগ্নি, ঈশ, অর্ক।

গা—ক্ষ্মা, রমা।

গি—ধী, শ্রীমান্, বুধি পুমান্।

গী—বাণী, সুরা, পক্ষী, সুধা।

গু—প্রাণ, অমর, কান্তি মদন, ভীরু।

গূ—সেতু, সখা, রবি, গুরু, পুরীষ।

গে—পাপী, জনবঞ্চক।

গৈ—পালাশ, শোক, অগ্নি, সূর্য।

গো—দ্বিপদ, করী।

গৌ—বজ্র, প্রভা, ভূমি, বাণী, তোয়, ত্রিবিষ্টপ, ধেনু, বৎস, দিক্, নেত্র, লজ্জা, গুরু, রমা।

ঘা—রম্যা, শচী, দুর্গা, ভূমি।

ঘি—ঘৃত, ঘর্ম।

ঘী—কুমার, অমর, আচার্য।

ঘু—মূঢ়, করুণ, ফণী।

ঘূ—ভূমি, সুধাধীশ, গুদ, সংকর্ষণ, অমল।

ঘে—শংখ, কুক্কুর, কাল।

ঘৈ—সূর্য, স'মাসুত।

ঘো—ঘোষ।

ঘৌ—সুরাবাস, পাপ্মা।

ঙা—ধরা, রমা।

ঙি—বীভৎস, মৃগ, সূক্ষ্ম।

ঙী—ভূপ, কৃকলাস।

ঙু—সুকব।

ঙূ—ব্যাঘ্র।

ঙে—সুত।

ঙৈ—পরাশর।

চা—বজ্র, অদিতি, কন্যা।

চি—পূষা, মাষ।

চী—ঋষি, দন্তী, পত্নী।

চু—কীলাল, পবি, শর, ভীরু।

চূ—মার্গণ, পক্ষী, ভূমি, জরাট, রবি।

চে—কৃষ্ণ, অর্ক, তুরাষাট্।

চৈ—সোম, বিনতাসুত।

চো—পাখণ্ডী।

চৌ—ধেনু, অনড্বান্, অগ্নি, উদ্ধব।

ছা—রুদ্র।

ছি—কুলাল।

ছী—বিষ্ণু।

ছু—শুক।

ছূ—ভূ।

ছে—পাশী।

ছৈ—সুরালয়।

ছো—পূর্ণ, অলংকৃত।

ছৌ—সমীর, তরু, নগ।

জা—যোনি।

জি—সদাশিব।

জী—বিষ্ণু, করুণ, যুক।

জু—বিষ্ণু।

জৃ—কুলাল।

জে—শূলী।

জৈ—পূষা, বহ্নি।

জো—কমলাসন।

জৌ—জারজ, যুবা।

ঝা—যোনি।

ঝি—কলা, কপি।

ঝী—করী।

ঝু—ভৃগু।

ঝৃ—ধ্রুব, সংঘ, অমর, উরগ।

ঝে—চর্মকৃত্, ভব, সোম, রোম, রাম।

ঝৈ—গুরু।

ঝো—কর্ণ।

ঝৌ—নাক।

টা—শূর্প।

টি—করেণু, ভূ, সরসী।

টী—ধরাধর।

টু—কংকন, চূড়া।

টৃ—ননান্দা, স্বসা, ভীতি।

টে—কাণ, দ্বি, উষ্ট্র।

টৈ—প্রেত, নভ, হয়।

টো—গুরু, শিষ্য।

টৌ—বিনীত, দর, বৃষ।

ঠা—বাচাল, শূন্য, আসা, অষ্টা শূন্যা, মাসিক।

ঠি—কুমার, অমর, অরাতি।

ঠী—কুটুম্ব, পুত্রবান্।

ঠু—কদম্ব, যম, ত্বষ্টা।

ঠৃ—প্রজা, ধৃতি।

ঠে—সমাস।

ঠৈ—বাস।

ঠো—সম।

ঠৌ—গৌতম।

ডা—ক্ষমা, সরমা, রমা।

ডি—গৌরী।

ডী—শিবা, ধাত্রী।

ডু—চন্দ্র।

ডৃ—কলাপবান্।

ডে—দম।

ডৈ—বৃষ, কর্ণ।

ডো—পাপী, পুরুষাদক।

ডৌ—ধেনু, কর, জার।

ঢা—নাভি।

ঢি—গুদ, মেঢ্র।

ঢী—ধূম, বহ্নি, উৎকর্ষ।

ঢু—কুর্ম, সুকর, ব্যাল।
ঢ়—কুচ।
ঢে—কুরংগ।
ঢৈ—মার।
ঢো—সুখী, বর্ষ।
ঢৌ—ভূমি।
ণা—সদাব্যাধি, নাভি।
ণি—বৃকোদর।
ণী—স্বর্গ।
ণু—করেণু, ভূ।
ণৃ—কালিন্দী. জরা, জবা।
ণে—মার্জার, বিড়ংগ।
ণৈ—শৃগাল, হরিতকী।
ণো—সর্ষপ।
ণৌ—মায়া।
তা—মারী।
তি—মেঘ, কপিল, অরুণ।
তী—জ্ঞানী, তস্কর, তৈল, তৃষ্ণা।
তু—উমা, ঈশ্বর।
তৃ—ম্লেচ্ছ।
তে—করী, নক্র।
তৈ—কৃষ্ণ, আভির-প্রসূ।
তো—সূর্য, বিম্নকৃত, স্বামী।
তৌ—স্বর্গ, ভূ, গর।

থা—ধরিত্রী, প্রভা, গংগা।
থি—গোদা, যমুনা।
থী—সমুদ্র, ব্রণ, রেবা।
থু—সাক্ষী।
থৃ—পরাশর।
থে—ভান।
থৈ—শুকঃ।
থো—ধর্ম, গাঁধিপুত্র, এক।
থৌ—শংখ।
দা—দাত্রী, ধারিণী, শুভা।
দি—দীন।
দী—সুধানাথ।
দু—দরিদ্র, কর, বর।
দৃ—দুঃখী।
দে—জায়া।
দৈ—মৎস, বামন, ঋষভ।
দো—হস্ত, চরণ, শিশু।
দৌ—স্বর্গ, প্রাণ, আত্মজ।
ধা—ধরিত্রী, রমা, গৌরী।
ধি—ধর্ম।
ধী—বৃক, অসুর।
ধু—সূর্য।
ধৃ—কর, ভার।
ধে—বৃক্ষ।

ধৈ—রাবণ।

ধো—পাপী, বৃষণ, পূষা।

ধৌ—ধর্ম, পৃথিবী, বাক্য।

না—পুমান্, গরিমা।

নি—দুর্গতি।

নী—রাগ।

নু—হস্ত।

নৃ—কলত্রবান্। cf. chinese nu.

নে—সম।

নৈ—কুরংগ, অগ্নি, আপ্তি, মাতা, শোভন।

নো—নিষেধ, খল, ভূমি।

নৌ—তরি, পুরুষ, অমর।

পা—অপর্ণা।

পি—পবিত্র, অগ্নি।

পী—স্মৃতি, পিপীলিকা।

পু—পুত্র।

পৃ—পুর, দেহ।

পে—পেশী।

পৈ—গালব।

পো—পৌত্র।

পৌ—পুমান্, ভূমি।

ফা—ফালিকা, জাল, ফুৎকারবতী, বিষা।

ফি—শব্দ, বিবুধ।

ফী—বায়ু, করণ, অনল।

ফু—কার্ত্তিক। (ফ-বাহু)

ফৃ—সর্প, বাসব, শরণাগত।

ফে—ফাল্গুন।

ফৈ—শংখ।

ফো—কাল।

ফৌ—ফণীশ্বর, গর্গ, দ্রোণ, বন, প্রাণ।

বা—নর্মদা।

বি—পূর্ণ।

বী—বহুপাদ।

বু—ভয়, শরণ, হরি।

বৃ—ক্লেশ, কপিলা, ধেনু।

বে—সাক্ষী।

বৈ—কণ, রণ।

বো—প্রাণ।

বৌ—সরিত্, গংগা, যমুনা।

ভা—দীপ্তি, প্রতিভা, বাণী, কান্তি, শালা, সমুদ্রজ্ঞা।

ভি—পক্ষী।

ভী—ভীতি।

ভু—ভুজঙ্গ।

ভূ—মহী, জাতাজাত।

ভে—কান্তি।

ভৈ—ব্রহ্মা, বরুণ, যম, প্রহার-ভীরু।
ভো—কংস।
ভৌ—রমাপতি।
মা—জ্বালক্ষ্মী, ব্যথা, লক্ষ্মী, মাতা, মান।
মি—কর্ণ।
মী—মহাবাহু।
মু—মাতা।
মূ—মহাবল।
মে—সারঙ্গ।
মৈ—পূষা, সারথি, প্রণত, বর।
মো—পত্নী।
মৌ—সুরাবাস, মঙ্গল, মলিন, পল।
যা—যোনি।
যি—সংগ্রাম।
যী—গজ, সার, দ্রুম।
যু—সর্প।
যূ—যূক।
যে—সার্থ।
যৈ—বাসব।
যো—যাদঃ।
যৌ—কর্ণ, স্বর্গ।
রা—লক্ষ্মী, সমৃদ্ধি।
রি—কর্পূর, মহেশ্বর।
রী—কামী, নৃপপত্নী।
রু—মৃগ।
রূ—প্রজাপতি।
রে—খেদ, নীচসংবুদ্ধি।
রৈ—কৃষ্ণবর্ণ।
রো—শেষ।
রৌ—ভব, স্বর্গ।
লা—শোভা, ললনা, দাত্রী, রাত্রি,
বসুন্ধরা।
লি—সর্প।
লী—ধরা।
লু—ভূ।
লূ—রুদ্র, গরুড়, অরুণ।
লে—লেষ্ঠ।
লৈ—কুশ, রাম।
লো—মৎস।
লৌ—প্রজাপতি।
বা—সখী, ত্রিদশপ্রসূ।
বি—পক্ষী, গরুড়, সূর্য, জলধি, সোম।
বী—বিষ্ণু।
বু—পদাতি।
বূ—সংযোগজ।
বে—পারিজাত।
বৈ—সার।
বো—কাল।

বৌ—সুখাবহ।
শা—গোরী, কমলালয়া।
শি—পক্ষী।
শী—সৌভাগ্য, শিশু।
শু—শীকর, বল।
শূ—শূদ্র।
শে—শিরীষ, অগ।
শৈ—ধুন্দুহানৃপ।
শো—দোষ।
শৌ—শিশু, শংখ।
ষা—খরী, পরিখা।
ষি—শংখ, বর্তুল।
ষী—পুত্র।
ষূ—খুর।
ষৃ—সোম, ম্লেচ্ছ।
ষে—সার্থ।
ষৈ—স্বর, পার।
ষো—দেহ, মলিনজন।
ষৌ—খট্টা, ধরণী, বুদ্ধি।
সা—সাক্ষিণী, সাটী, সীতা।
সি—সখা, অমর।
সী—সুখী।
সু—কুঠার, অর্ক।
সূ—ধরা, গর্ভিণী।
সে—কর।
সৈ—শুক, খাদ।
সো—সোম।
সৌ—সহোদর।
হা—গন্ধর্ব।
হি—সর্প।
হী—নর-হর্ষবান্‌, মৃগ।
হু—নহুষ রাজা।
হূ—বিপ্র।
হে—প্রসাদকৃৎ।
হৈ—হাস।
হো—সংবুদ্ধি।
হৌ—বিরিঞ্চি, ষড়ানন।
ক্ষা—মহী, সীতা।
ক্ষি—জ্যোতি।
ক্ষী—হুতাশন।
ক্ষু—ক্ষুদ্র, বাসব, অর্ক।
ক্ষৃ—পাপিষ্ঠ, প্রনাশন।
ক্ষে—কর্তৃক।
ক্ষৈ—মূর্খ, জার।
ক্ষো—ক্ষুরক, ব্রণ।
ক্ষৌ—খঞ্জ, ধরণী, ধর্তা।

এই প্রকার ব্যঞ্জনের সহিত স্বরবর্ণের যোগে শব্দ চীনা ও মিশরীয় ভাষাতেও আছে। যথা—

চীনা

পা—ভাগকরা | মি—আকাশ
পু—যাদুদণ্ড (২৫) | কো—বল্লম (৬২)
কৌ—মুখ (৩০) | তৈ—কঙ্কাল, দুষ্টগ্রহ (৭৮)

স্‌ঋ—পণ্ডিত (৩৩)

মিশরীয়

হা—হাসি, আনন্দ করা। | টা—কুটপানি।
ফা—ভার বহন করা। | সু—'সু' নামক দেবতা।
রা—'রা' নামক দেবতা। | রে—মুখ।
মা—দেওয়া। | মাউ—বিড়াল।
উন্—শশক। | তি—পক্ষীবিশেষ।
চু—ধ্বজ, পতাকা। | হু—আঘাত করা, যুদ্ধকরা।

৩

দুইটী ব্যঞ্জনের যোগ

এই সংস্কারও বেশী দিন চলিল না। তখন দুইটী ব্যঞ্জনের সংযোগে শব্দ রাশি সৃষ্টি করিয়া ও তাহাতে স্বরবর্ণ যোগ করিয়া শব্দ রাশি সৃষ্টি হইতে লাগিল। এই পদ্ধতির সন্ধানও ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে। এই নব সংস্কার বহনকারী গ্রন্থের নাম "দ্ব্যক্ষর নাম মালা"। দুই ব্যঞ্জন জুড়িয়া কি ভাবে নূতন শব্দ সৃষ্টি হইত তাহার নমূনা নিম্নে দেওয়া হইল।* 'ন' একটি শব্দ তাহার বিভিন্ন অর্থ, তাহার ভিতরে, পর্ব্বত, নদী,

মানব ও আকাশ এই চারিটিও আছে। কি ভাবে 'ন' শব্দ হইতে চারিটি ভাব প্রকাশক চারিটি দ্ব্যক্ষর শব্দ গঠিত হইল নিম্নে তাহার উদাহরণ দেওয়া গেল।

ন—পর্বত+গ—পর্বত—নগ

ন—নদী+দ—তোয়, নদী—নদ

ন—মানব+র—মানব—নর

ন—আকাশ+ভ—আকাশ—নভ

৩

দ্ব্যক্ষর (যুক্ত ব্যঞ্জন) শব্দ

ক্ত—দৈন্য, কর্ণ, উৎসব।

ক্তা—রমা, উমা, মহী, ভিত্তি।

ক্তি—সুকর, উরুক্রম।

ক্তু—শিব, অর্ক; অম্বুধি, শূদ্র, অমর।

ক্তৃ—পতি, আত্মহা।

ক্তং—শ্রোত্র, করণ, ক্লীব।

ক্ল—ক্ষণ, সিক্ত, বরুণ, সিংহ, হরিণ গজ।

ক্লা—ধরা, দুর্গা, মাতৃকা, গীরা।

ক্লি—ধী, সূর্য, কৃষ্ণ, বরুণ, বর।

ক্লী—স্মৃতি, বহ্নি, শিব।

ক্লু—পুত্র, সোম, স্নাত, শংখ, গরুড়, নর, বরুণ, তার, স্বর।

ক্ল—হুতাশন।

ক্লো—সখী, সরমা, দুর্গা।

ক্লৌ—কলাপী, লক্ষ্মী, সরমা সুত।

ক্লং—বৃত্ত, সাধু, বর-জ্যোতি, রিকৃথ, কথন, দুঃখ।

ক্য—কাম, কামনা, অহিত।

ক্যা—রতি, কামপত্নী।

ক্যি—কামী।

ক্যী—রতীশবান্।

ক্যু—র্বচ।

ক্যূ—স্বভু, শংখ, সুকর।

ক্যো—কজালয়া।

ক্যং—কর্ম, কার্য।

ক্র—কর, শরভ, ব্যাঘ্র, নাথ।

ক্রী—সুরভি, মহী।

ং—খং, ইন্দ্রিয়।

—কল।

া—কলা।

ং—কলং, কলন, উত্তম।

—কবি, কাব্য, তাত।

ং—কাব্য, কমল।

্য—খর, অগ্নি, খরী।

্যা—মার্গ, কমলাসন।

্যম্—আকাশ।

—রবি, রাসভ, খল।

া—পূতনা, শূর্পনখা, তাড়কা, কৈকেয়ী, ক্ষিতি।

ং—খড়্গ, দুষ্টহৃদয়, মৈথুন, মরণ।

খ্ল—খল।

খ্লা—সরা, ক্ষুদ্রা, যোষিত্ কমললোচনা

গ্যা—অধোনিষ্ট, ধুক।

গ্যং—গমং।

গ্র—গর, গুদ, আসার।

গ্রা—রাজ্ঞী, ব্রধ্নযোষিত্।

গ্রং—গৃহ, গ্রহচক্র, খং, আধার, শুক্র।

গ্ল—জ্ঞানী, ইন্দু, গুড়া।

গ্লা—বা।

গ্লং—গল, গলন, সরিত্।

—গৌ, গরুঢ়।

গ্বা—ধেনু।

গ্বং—গুহ্য।

ঘ্ন—ঘন, নাশক।

ঘ্না—অব্ধি।

ঘ্নং—জল, নিবিড়।

ঘ্যা—পত্নী, ধরণী।

ঘ্যং—তুরংগম।

ঘ্র—ঘোষ, মদন, চূড়, ভগ, জ্ঞ, যামিনী-পতি।

ঘ্রা—ঘৃণা, সরমাপুত্রী।

ঘ্রং—গৃহ, বদন, নিজ।

ঘ্ল—অশ্ব।

ঘ্লা—জঘন।

ঘ্লং—কৃণং, সারথি, পাতনম্।

ঘ্ব—ঘোষ।

ঘ্বা—আরণি।

ঘ্বং—ঘুষ্ট, ঘর্ষণ, ঘাস।

ঙ্র—নর, অশরণ, শূর।

ঙ্রা—মারণম্।

ঙ্রং—গৃহ, রোদন, নাসা, হাসি।

চ্য—চয়।

চ্যা—চাতুরী।

চ্যং—তোয়, যাচ্য, শৌচ্য, পৈশাচ্য।

চ্র—চরম, স্মর, শ্লোক, চারণ।

চ্রা—চঞ্চু, চমূ, আটু।

চ্রং—মৈথুন, অপ্রজম্।

ছ্য—রাগ।

ছ্যা—ভারতী।

ছ্যং—গ্রীবা।

ছ্র—দ্বেষী, ছুরিকা, খড়্গা, তরু, বন্ধন, মার্গন।

ছ্রা—বিষ্ঠা, শুনকী, বেশ্যা।

ছ্রং—নব, গমন, গৃহ।

ছ্‌ল—ছল, শলকৃৎ, দ্বাপুরী।

ছ্‌লা—শিবালয়।

ছ্ব—ছাগ।

ছ্বা—ছবি।

ছ্বং—স্বচ্ছ, পুচ্ছ, গোমূত্র।

জ্য—জয়, যজমান।

জ্যা—জয়া, সিংজিনী, রমা।

জ্যং—যাজ্য।

জ্র—বৃদ্ধ, গমনেচ্ছু, অগ্নি, ব্রহ্ম, উমেশ, রমাপতি, জটায়ু, জমদগ্নি, জিন-পতি।

জ্রা—জরা, জখা, জারবৎসলী ষটপদী, ঘৃণী।

জ্রং—যজ্ঞান্ত, অজস্র, রজস্বলমুখ, রজ।

জ্ব—যব।

জ্বা—চঞ্চলা।

জ্বং—জুষ্ঠ।

ঝ্য—দোষ্কা, নদী।

ঝ্যা—কুবৃষ্টি, ধরাসুতা।

ঝ্যং—ঋষনাশন।

ঝ্‌র—নদী, জরঠ, উদর।

ঝ্‌রা—জরাহানি, ঈশ্বরী।

ঝ্‌রং—ভ্রমরৈর্ঘুষ্ট, পুষ্ঠ, সুষ্ঠু, গৃহ, কজ্জ :

ঝ্‌ব—সমুদ্র।

ঝ্‌বা—বসিষ্ঠবধূ।

ঝ্‌বং—দুগ্ধ, দধি।

ঞ্র—চৌর।

ঞ্রা—নীতি, গতি।

ঞ্রং—ভগবন্মুখম্।

ট্যং—স্ফীতম্।

ট্র—পীঠ।

ট্রা—পুযা।

ট্রং—ঘোটকমুখ, সর।

ট্ব—অত্রি, রামপিতা, মনু।

ট্বা—খট্বা।

ট্বং—পুষ্ঠং।

ঠ্যং—শাঠ্যং।

ঠ্র—মিষ্ঠান্ন।

ঠ্রা—টিঠ্‌ঠী, ভ্রমরী, সুরা।

ঠ্রং—বাত্যজনিত সুখ, পলিত, হরিত, জগৎ।

ঠ্ব—বসিষ্ঠ, বিহ্বল।

ঠ্বা—চিত্রা, মধুরা।

ঠ্বং—পুষ্কর, অক্ষ।

ড্র—দন্ত, ডমরু, দক্ষ, সুরোদক।

ড্রা—টিট্টি, মৎস্যগন্ধা, ঋষপত্নী, মহোদরী

ড্রূ—উরগ।

ড্রং—মদ্য, মধুর, পুষ্প, নর্মদাজল, অম্বুজ।

ড্ব—ভরদ্বাজপুত্র।

।—ঘণ্টা।

ড্বং—মহোদরম্।

ঢ্য—নারদ, অনল, আঢ্য, শিশু, উৎকর।

ঢ্যা—দ্যৌ, রমা, নর্মদা, গংগা, মহী।

ঢ্যা—দাড়িম্বতরু, কর।

ঢ্যং—ধন, বন।

ঢ্র—ধৃষ্টদ্যুম্নজাত, বিদুর, নর্মদাঋষ।

ঢ্রা—গান্ধারী, সতী, স্বাহা, স্বধা, জ্যা, সরযু।

ঢ্রং—ফল্গু, মরণ, ভ্রষ্ট, শুভ্রাস্তু, স্পন্দিনী, ক্ষমা।

ঢ—ঢক্কা।

ঢ্বা—মন, ক্ষোভ্যা।

ঢ্বং—পয়োদধি, ওদন।

ণ্য—অগ্রণ্য, শরণ্য।

ণ্যা—নদী, গিরা।

ণ্যং—নাম্যং।

ণ্র—নহুষ, বর, ভীরু কর্ণ, বীভৎস উদ্ধব।

ণ্রা—নর্মদা, গৌ, গোদা, গংগা, দ্রুপদজা।

ণ্রং—নাম, সম্বধপাত্র, বাক্য নারদ ভাষিত।

থ্ব—নাথ, জমদগ্নি।

থ্বা—বাপী, উজ্জয়িনী, প্রভা।

থ্বং—রূপং, অম্বু।

ত্য—অন্ত্যজ, কমলা নাথ, গুরু।

ত্যা—ধরণী, নদী।

ত্যং—নিত্যং।

ত্র—ত্রিনেত্র, অব্জজ, পাতা, গরুৎমান্, মঘবান্।

ত্রা—গৌরী, নর্মদা, পাত্রী, তারণী, সরমা, তরী।

ত্রং—ত্রুটিত, ঘুষ্ট, জুষ্ট, পুষ্ট, পরমপদ, গান্ধারী বদন, কর্ণবচন, দ্রৌপদীরিরীত।

ত্ব—তুরঙ্গ, মহেশ্বর।

ত্বা—স্বপত্নী, গৌরী।

ত্বং—তুল্য, মরণ।

থ্যং—তথ্য।

থ্র—তীর্থবাসকৃত্, পূত, জার, পুষ্ঠ, অম্বিকাত্মজ।

থ্রা—স্থিতা, রমা, রাজ্ঞী, রজনী, রজকাত্মজা।

থ্রং—তীর্থ, সুষমাযুক্ত, মরণ, মধু, হরিমুখ।

থ্ব—অর্দ্ধ, অক্ষর, অরুণ।

থ্বা—স্ত্রী।

থ্বং--মৈথুন।

দ্য—নাথ, কথা, অব্ধি।

দ্যা—দয়া।

দ্যৌ—ত্রিবিষ্টপ, স্বর্গ।

দ্যং—সুখ, চির, নিন্দ্য।

দ্র—দ্রোণ, দ্রোণসূনু, কাক, কাকসম নর, ভয়ঙ্কর, ভরত রাজা, রন্তিদেব, রমাপতি।

দ্রা—দরী, সরমা, ক্ষুদ্রা, দ্রোনসূ, বিদুরাত্মজা।

দ্রং—ভয়, গমন, ক্ষুদ্র, ক্ষোদন, সরমা, সুখ, সুতোড়, সুখদ সাম, স্মরণ, শরণ, গুরু।

দ্ব—দাব।

দ্বা—পুরী, গঙ্গা।

দ্বং—দূর, দর।

ধ্ন—অহির্বুধ্ন, ধনী।

ধ্না—ধন্যা, মাতুধ্বনী, সার্ভা।

ধ্নং—ধন, সাধন, বল।

ধ্য—অন্ধ, ধ্যান্, ক্ষুধা।

ধ্যং—অন্ধ্যং।

ধ্র—ভূ, ধারক. সাক্ষী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধরাত্মজ, বৃকোদর, গদাপাণি, গণাত্মা, ভ্রাতৃবৎসল।

ধ্রা—ধরা, কু, ধ্রজাকুল, আপগা, পথিক, অম্বুগা।

ধ্রং—ধ্রুবং, ধরণং, ধারা, ধরস্থান, কূরব।

ধ্ব—ধব, অগ্নিবধূ।

ধ্বা—অধ্বা, ধারা, ধরা, বধূত্তমা।

ধ্বং—ধন্য, ধূনন, ধ্বান্ত।

ন্য—নয়, অর্ণব, উজ্জ্বল।

ন্যা—নীতি, নতি, উগ্রানী।

ন্যং—মান্যং, নমন, বর।

ন্র—নর, নরক, অঙ্গার, নর্মদা, নর্মদাহ্রদ।

ন্রা—নারী, নর্মদা, তুষ্টা, নরকোদ্ভব,

পৃথা, পুষ্টা, পারশানী, পরমানন্দ-দায়িনী।

ন্‌রং—নারকগৃহ, গার, গরুড়াংগং, গরোদ্ভবং।

প্য—পয়।

প্যা—কৃপা, রুচি।

প্যং—কুপ্য, পাত্র।

প্র—প্রকৃষ্ঠ, অন্ধকারাতি, মূরারাতি, কজোদ্ভব, কামারাতি, ধ্রুব, অগস্ত্য, অরুণ, পিতামহ।

া—প্রকৃষ্ঠা, মহাদেবী, মহালক্ষ্মী, রজোদ্ভবা, মধুরা, মর্ম্মসার, ক্ষ্মা, ক্ষমা, ক্ষাম, নাসিকা।

ং—ব্রহ্ম, গমন, ভু, ভ্রমরাংগ, ধরাতল, গঙ্গাতীর, পয়, পেয়, পাথ, পরসর, সর।

—প্লব, প্লবঙ্গ, শূর।

া—পাটী, পরমেশ্বরী।

ং—মাংস, প্লবন, পূরণ, ধরণীতল।

্ব—বায়ু।

্বা—ধুলি।

্বং—পুণ্য, পঠন, শিব।

্য—ফেন।

্যা—ফণা।

ফ্যং—পয়, মরণ, রজ।

ফ্র—ফুৎকার, স্বন, ফেণ, স্ফুর, স্প্রষ্টা, অম্বরেচর।

ফ্রা—বীরপত্নী কমলা, খরী, ক্ষার নদী, স্বরা।

ফ্রং—স্ফুরদ্বসন, জুষ্ঠ, পল, স্ফুটন, উদ্ধৃত, প্রাক্ত, গমন, ধ্বস্ত, ধৃত, ধরণ।

ফ্ল—ফণীশ।

ফ্লা—ফলিণী, ফলধারিণী।

ফ্লং—ফল, বাণপুর, বেদন, সদন, বপু।

ফ্‌ব—ফণী।

ফ্‌বা—ফালিকা।

ফ্‌বং—ফুৎকার দ্বারা চালনা করা।

ব্য—অর্ক।

ব্যং—সুখ।

ব্র—বৃহস্পতি, আচার্য, বটু, বৃদ্ধ, বর, আকৃত, বাস্কল, বহুদ, বাজী, বহু-ব্রীহি, বুদ্বুদ, বাল, বাণ, অবল, বন্ধ, অম্বষ্ঠ, অব্দ, বধির।

ব্রা—বালা, বধিরা, অম্বষ্ঠা, বট্‌বী, বন্ধা, অম্বর ঈশ্বরী।

ব্রং—ব্রহ্ম, বল, শ্রেষ্ঠ, বধির, অঙ্গ, বর, বহুল, বহুসার, বধিরাস্ত, বটোমুখ।

ব্র—বাল, অঘাসুর, কংস, ঋ, অধ্বা, মার, নল, যম।

ব্রা—রক্তা, বরটী, কস্তুরি, শ্মা।

ব্রং—বল, বালা, মধুর।

ব্ব—ব্রহ্মা, গীষ্পতি।

ব্বা—অভি।

ব্বং—বাক্য, মধু, বিদ্বিষ।

ভ্য—ইভ্য, ভয়, পুমান।

ভ্যং—ভয়, রুদ্র।

ভ্র—ব্রহ্মা, প্রকট, ভার, ভ্রমর, ধূসর, ধর, ভ্রামক, ভাস্বর, ভ্রষ্ট, ভীমসেন, অভয়।

ভ্রা—ভ্রষ্টা, ব্রাহ্মণী, ভাবা, হিড়ংবা,

ভ্রং—ভাস্বর, অভ্র, ভ্রামক, ভরণ, ভয়।

ভ্ব—ভব, ভরত, ব্রহ্মা।

ভ্বা—গৌরী।

ভ্বং—নিবেশন।

ম্র—মান।

ম্রা—মরুত্, তারা।

ম্রং—মন, মরণ, মধু।

ম্য—ময়, যম, ঈশাণী।

ম্যা—রমা, সরমা, ক্ষমা।

ম্যং—নাম্য, যাম্য, রম্য।

ম্র—মর, মৃত্যুকৃত্, মর্ত্য, বল।

ম্রা—মৈথুনী, মাধবী, ভ্রমরী, মানবী, মার, মানিনী, যামিনী, শূলী।

ম্রং—মৈথুন, মৃতাঙ্গ, মরণ, মস্তক, মধু।

ম্ব—বৃক্ষ।

ম্বা—ধরা।

ম্বং—খ, ব্রহ্ম, পুস্তক।

য্য—জয়, বিবুধ, অর্ঘীশ।

য্যা—শয্যা।

য্যং—কৃত, ন্যায্য, আধার।

য্র—যাদব, অর্জুন, জার।

য্রা—জরা, জরবান্।

য্রি—কামিনী, প্রিয়া, জুষ্ঠা, পরমা, পরগা, অম্বুধি।

য্রং—জুষ্ট, ভোজন, ভ্রাজ, জায়মান, নর, উদ্ভব।

য্ব—যব, যবন, যজ্ঞ।

য্বা—যোষিৎ, যবনোত্তম, যত্ন, যজ্ঞ।

য্বং—রোদন, মর্দন, জগৎ।

র্ব—অর্বা, পবন।

র্বা—অশ্মী।

র্বং—খর্ব, পর্ব, চর্বন।

ল্য—অনুপক্রত।

ল্যা—অহল্যা, নলিনী, জ্যোতি, রয়, পক্ষী, কুরর।

ল্যং—নিলয়।

ল্‌র—লগুড়, লালিত, অল্লাঙ্গ।

ল্‌রা—সাজা, লালিতা, অম্বুজা।

ল্‌রং—লালিত, প্লাবিত, খ, ললনা, সুখ।

ল্ল—লোক, তর্ক।

ল্লা—গৌরী।

ল্লং—লক্ষ্মণ।

ল্ব—লব, রামপুত্র।

ল্বা—লত্যা।

ল্বং—সূদন।

ব্য—বায়ু, ঈশানি, ব্যাল।

ব্যা—ভব্যা, বড়রা, সুধা।

ব্যং—বিদ্যুৎ, বল, বস্ত্র।

ব্র—বরাহ, বর, বস্ত্র, বাড়ব, বাসর, অম্বুধি।

ব্রা—শ্রেষ্ঠা, গিরিজা, লক্ষ্মী, রত্নাকর গতা

ব্রং—তুলয়োর্মুখ, ভীম, ভাস্বর, শ্রেষ্ঠ, গতা।

ব্ব—বায়ু।

ব্বা—মহী।

ব্বং—বল, বনিতাগৃহ, শল্য।

শ্য—শয়, আশয়, নারী, শিব।

শ্যা—বশ্যা, কৃষি।

শ্যং—শাপ, বশ্য।

শ্র—শরদ, শারদ, সার, শরণ্য, সারথি, শিব।

শ্রা—গৌরী, সরমা, রামা, রত্নাকর-কৃতালয়া।

শ্রং—শরণ্য, সতৃণ, তারুণ্য, তাদৃশ, শিব।

শ্ল—শল, শলভ, শূল।

শ্লা—শলাকা শিলা।

শ্লং—শুক্র, চূর্ণ, আধার, গমন, শূলভৃৎ শিব।

শ্ব—বিড়াল, মারিষ, শয়ন, প্রাতরশন।

শ্বা—হয়, চন্দ্রমা।

শ্বং—শরণ, পত্র, মৈথুন, গগন, গমন।

ষ্ট—ষণ্ড, রোগ, সঙ্গর, অমর।

ষ্টা—দুষ্টাগৃহিনী, শালী, সূর্যপত্নী, জলালয়া।

ষ্টি—যষ্টি, বিষ্টি, আবিষ্টি, আবৃত্তি, বরুণাঙ্গনা।

ষ্টী—ষষ্ঠী, সরমা, ভ্রষ্টা, ভ্রামিকা, ভ্রমিরাসুরী।

ষ্টু—সুষ্টু, শরণ।

ষ্টং—ভাস্বর, ভক্ত, শ্রেষ্ঠমরণ, সাধুগদন, মদন, মধু।

ষ্ণ—গৃহ, তারাপতি, মুখ।

ষ্য—প্রৈষ্য।

ষ্যা—সুরা, শুদ্ধা।

ষ্যং—মুষ্য, শিষ্য, বৃষ্য, ঋষ্য।

ষ্র—সুরেশ, দিতীশ, অর্ক, অরুণ, অর্ণব, উরুক্রম।

ষ্রা—গৌরী, সারবত্, পত্নী, পারণা, পরমা, অমরী।

ষ্রং—প্রকৃষ্টারুণ, কাষ্ঠং কোমল, ইতর, উজ্জ্বল।

স্ক—শুষ্ক, স্কন্দ, সুর।

স্কা—স্কন্দজননী, সুরা।

স্কং—শুক্র. শরণ, বিত্ত, বাদিত্র, গদন, সুখ।

স্ত—পুন।

স্তা—প্রশস্তা, শদা, পক্ষীপত্নী, পাটল গৌ।

স্তি—সুর, শংখ, সুতা, বারযোষিত।

স্থ—সার।

স্থু—আচার্য, লক্ষ্য, তূণ, রণ।

স্থং—শাস্ত্র, শরণ, রাজগৃহ, গগন, উদ্ধত।

স্ম—সার।

স্মা—প্রথা, শ্রেষ্ঠা।

স্মং—স্নান, মধু, বরণ।

স্য প্রশস্য, অমরাধিপ।

স্যা—কৃষি দেবতা।

স্যং—সস্য, কাংস্য।

স্র—সর, সরমা, ভর্তা, ভক্ত, ভাস্ব অভাস্বর।

স্রা—শিবা, ভবপত্নী, ভক্তা, ব্রহ্ম-সুতা।

স্রং—শ্রেষ্ঠ, সারদ, বস্ত্র, বচন, বরুণাসন।

স্ব—স্বর্গ, সুহৃৎ, নিজ, ভগবান্, বিষ্ণু, ভক্ত, ভাস্বর।

স্বা—স্বকীয়া-যোষিৎ. গৌরী, শক্তি, পরেশ্বরী।

স্বং—গৃহ, ধন আয়ুষ, পুণ্য, পাপ্মা, পতি, সুখ।

হ—হয়।

হা—তুরংগমী।

হং—হস্তীবদন, গৃহ।

হ্রঃ—হর, হরিণ, হার, হরি, হাহা, হু হয়, হর্ষ, হংস, অহ, উদ্ধর্ষ, হাস হস্তী, নাহুষ।

হ্রা—গৌরী, করিণী, হংসী, হস্তযু দেবযানী, শর্মিষ্ঠা।

হ্রং—চৌর্যং, চর, অগর।

হ্ল—কল্প, কমলানাথ, গরুড়, হংস-সারথি।
হ্লী—দেবেশ, অমরাবতী।
হ্ব—প্রহ্ব, শতজিহ্ব।
হ্বা—জিহ্বা, তরুণী, সরিত্।
হ্বং—বাহ, গমন!

এই প্রকার দুইটি ব্যঞ্জনের যোগে শব্দসৃষ্টি চীনা ও মিশরীয় ভাষাতেও লক্ষিত হয়, যেমন।

চীনা

ত্স্য্—পা, চরণ (১৫৭)
—পুত্র দাশনিক (৩৯)
জেন্—মানব (৯)
স্স্য্—বাহু (২৮)
—সিল্ক, সিল্কপোকা (১২০)
ষান্—দেখা, নিরীক্ষণ করা।

মিশরীয়

কস্—প্রণাম করা।
কট্—রাজমিস্ত্রি।
হক্—অঙ্কুশহস্ত।
হন্—শিশু।
ক্ষর—পতন।
নব—সাতার।
বক্—গর্ভবতী।
রম্—ক্রন্দন্।
হম্—নারী, যোনি।
কর—ধারণকরা, ধরা।
সব—শিয়াল। (শিবা?)
রর—শুকর।
কস্—উপুড় হওয়া।

(৪)

তিনটী ব্যঞ্জনের সংযোগ

ইহার পরে তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ রহিয়াছে! ইহাই এই ভাষার

শেষ পরিণতি। অবশ্য স্বরবর্ণ সংযোগ আছে। এই ভাষা ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারে না। সেইজন্যই চীনা ভাষা এখনও এই স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। ইহা ভারতীয় সংস্কৃত ভাষা ও তাহার শাখা ভাষাসমূহের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই।

ক্ল্য—কল্য।

ক্ষ্য—হর, বিষ্ণু।

ক্ষ্যা—হানি, সর্ব, জগদম্ব', ঈশানী, সুরেশ্বরী, পৃথ্বী, জগদীশ্বরী।

ক্ষ্যম্—স্মর, ক্ষেত্র, উৎকর।

ক্ষ্র—ক্ষর, ক্ষরণ, ক্ষারা, ক্ষামা।

ক্ষ্রা—ক্ষরা, অক্ষরা, ক্ষ্মা, লক্ষ্মী।

ক্ষ্রং—ক্ষয়ি, ক্ষারং, ক্ষোদনং, পুনঃ।

ক্ষ্ল—শোক, ক্ষুদ্রবদন।

ক্ষ্লী—ক্ষোনী, অক্ষৌহিনী।

ক্ষ্লং—ক্ষুদ্রবস্তু, মরণ, ভরণ, শরণ, বল।

ক্ষ্ব—শ্বেতা, ক্ষেদি।

ক্ষ্বা—সরিদ্বরা

ক্ষ্বং—ক্ষীরং, ক্ষরণং, পালন, পিতৃ, তারণ।

ধ্ম্য—ধনী, হরি।

ধ্র্য—ধরাধীশ।

ষ্ট্য—সংঘাত, অস্তি, অশ্ব, ক্ষ্মা, বিষ্ণু, ধরা, রমা।

ষ্ট্র—ভ্রষ্ট, শকট, ভ্রাত্য, বিপ্র, বরুণ, আসর।

৫

ভাষার নমুনা

এই জাতীয় শব্দ সমষ্টি কি ভাবে ভাষাতে ব্যবহৃত হইত তাহার নমুনা চীনা, মিশরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার ভাষা উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল। যথা—

১। চীনা ভাষা

১। উও যং লিয়াও আর্ শ্‌খ্ উও চি।

আমি পচিশটী মুর্গীর বাচ্চা ডিম হইতে ফোটাইয়াছি।

২। নি শ্ খ্ব হাও জেন্।

তুমি ভাল লোক।

৩। উও য়ু ইপা তাও

আমার একখানি দা আছে।

৪। উও য়ু ইকো হোয়া।

আমাব একটী ফুল আছে।

২। মিশরীয় ভাষা

১। হা পেপি পু।

হে পুণ্যাত্মা পেপি।

২। অর (হর) সাথস্ (সাধ্বস্) থু।

তুমি ভয় দূর কর।

৩। আহআ (আ-হ্‌য়া) উ অব্ব (অভ্র) ক (আত্মা), উ অব্ব কক (কাক), উ অব্ব বক।

যাইতেছে মেঘের রাজ্যে তোমার আত্মা; যাইতেছে কাক (সঙ্গে), যাইতেছে বক (সঙ্গে)[১]।

মিশরীয় ভাষার অংশটী আমাব অনুবাদ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী মিশরীয় লিপির অধিকাংশ পড়িতে পারিলেও, মিশরীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। বিখ্যাত 'মিশরবিদ ওয়ালিস বাজে'র নিম্নলিখিত উক্তি দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন, "এখন বলিতে বাধা নাই যে মিশরীয় ভাষার বহু শব্দের ঠিক অর্থ যে কি হইবে তাহা জানা যায় নাই। সেই সকল

1. Papyrus of Pepi B. C. 2540-2360. Easy Lessons in hieroglyphs: Wallis Budge.

স্থলে শব্দের অবস্থান দেখিয়া একটি আনুমানিক অর্থ মাত্রই করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থানে অজ্ঞাত-অর্থ শব্দের অবস্থান, ভাব বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে সত্য, কিন্তু অন্যান্য স্থলে, যে স্থলে শব্দের কপ্‌টিক অর্থ জানা যায় না—সেইস্থানে শব্দের অবস্থান হইতে কোনও সাহায্যই পাওয়া যায় না—সুতরাং সেইস্থানে ঐরূপ শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা নিছক অনুমানই বলিতে পারা যায়। সুতরাং বহুস্থলেই, কপ্‌টিক ও দুর্বোধ্য মিশরীয় শব্দের যে ইংরাজী প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা ঐ সকল শব্দের আনুমানিক অর্থ বলিয়াই ধরিতে হইবে।"[১]

মিঃ, বাজের উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে পাশ্চাত্য মিশরবিদ্‌গণ মিশরীয় ভাষা পড়িতে পারেন নাই। তাহাদের পাঠ-কৌশল বিশ্লেষণ করিয়া আমিও জানিতে পারিয়াছি যে মিশরবিদ্‌গণ মিশরীয় ভাষার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্যই তাহারা মিশরীয় ভাষাকে "হামেটিক" নাম দিয়া সমস্ত জ্ঞাত ভাষা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। আমার অনুবাদে মিশরীয় ভাষা চীনা ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার এক পর্য্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু তাহাই নহে মিশরীয় মৃত্যু সম্বন্ধীয় ধারণা যে ভারতীয় ধারণার মতই ছিল, তাহা মৃত্যুপথযাত্রীর পথপ্রদর্শক ভারতীয় যমদূত 'কাক' ও ধর্মরাজের 'বক' রূপের সন্ধান হইতে জানা যায়। নিম্নে আরও দুইটী উদাহরণ দেওয়া হইল, তাহা বিষয়টী আরও বিশদীকৃত করিবে।

১। ম আউম। ম পু হপ্‌ত সব্‌আন্‌ তটর্‌ উ আ। ১৪

আমি আসিয়াছি। আমি সপ্তনদীর তীরস্থিত পুণ্যভূমি হইতে আসিয়াছি।

1. Sir Wallis Budge : Hieroglyphic Dictionary, Introduction.

২। ত তত্ ন আতাহনা।

হে অরুণ, হে তাত আমি আত্মঘাতী নই।[১] ১১

প্রথম উদ্ধৃতিতে দেখা যাইতেছে যে প্রার্থনাকারী সপ্তসিন্ধুর দেশের লোক। আর দ্বিতীয়টীতে দেখা যাইতেছে, তাহার আত্মহত্যাতে ভয়। আত্মঘাতীর যে পরিত্রাণ নাই ইহা ভারতীয় ধারণা। হিন্দু সমাজে ইহাদের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত নাই।

৩। সিন্ধুভাষা

১। ম (আমার) এজ (জ্যোতিষ্মান্ করা) হ ঋহি (ঋধি = ঋদ্ধি) পহম (পথম)।

আমার ঋদ্ধির পথ জ্যোতিষ্মান্ হোক। অর্থাৎ সফলতায় উজ্জ্বল হোক।

২। হঠ শম্ মনে।

আমার মন শান্তিতে উদ্ভাসিত হোক।

৩। হ (শিব) পা (পালন করা) ভং (আয়ু) শতী (একশত বৎসর)।[২]

শিব আমার আয়ুকে শত বৎসর রক্ষা করুণ, অর্থাৎ শিবের কৃপায় আমি যেন শত বৎসর বাঁচিয়া থাকি।

এই তিন ছত্র লেখা একখানি কবচে খোদিত ছিল। কবচে যাহা থাকার প্রয়োজন, ঐশ্বর্য, মানসিক শান্তি ও দীর্ঘায়ু এই তিনটীরই প্রার্থনা

1. Book of the Dead ; Chapter CXXV. B. C. 1580-1340. XVIII th dynasty. Wallis Budge : Easy lesson of hieroglyphs.

2. Marshall : M. I. C. PL. CXVI 21 ; Mackay : F. E. PL. CI, 7 : Swami Sankarananda : The Indus People Speak. P. 82-90.

রহিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চীনা, মিশরীয়, ও প্রাগ্ ঐতিহাসিক ভারতের ভাষার ভিতরে একটি গঠনমূলক ঐক্য রহিয়াছে। এই তিনটি ভাষাই শব্দে ও ধাতুতে বিভক্তি ও প্রত্যয়ের ব্যবহার জানিত না। সুতরাং অতি প্রাচীন কালে এই তিন দেশের ভিতর যে অতি নিকট সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্বন্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার মনে হয় এই প্রাচীন ভাষা দেশের লৌকিক ভাষা ছিল এবং ভারতীয় ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিকগণের মাধ্যমে তদানীন্তন সকল সভ্যদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

৬

সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব

কিন্তু এই জাতীয় ভাষা ক্রমবিকশিত হইতে হইতে কখনই সংস্কৃতের ন্যায় ভাষার জন্ম দিতে পারে না। যদি পারিত, তাহা হইলে মিশরে ও চীনে সংস্কৃতের সমান গঠন ভাষার সৃষ্টি হইত। সেইজন্য প্রয়োজন বাঁধার সৃষ্টি। যে চল্‌তি ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া ধাতু-প্রত্যয়ের বাঁধ দিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইল। এই নূতন ভাষা সৃষ্টির উপাদান ছিল প্রাচীন একাক্ষর ভাষার শব্দ রাশি। সেই শব্দ রাশিতে বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ করিয়া সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইল। ইহাই হইল আদি ভারতীয় ও সংস্কৃত এই দুই ভাষাতে পার্থক্য ও সম্বন্ধ। প্রথম যে পার্থক্য ছিল তাহা হয়ত অতি সামান্য ছিল, তাহাই কালে বিশাল হইয়া এই দুই ভাষাগোষ্ঠীতে ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা যে একাক্ষর ভাষার শব্দরাশি গ্রহণ করিয়াই নূতন ভাষার

সৃষ্টি করিয়াছে তাহা, সংস্কৃত গৃহীত ধাতুর উদাহরণ হইতেই ধরিতে পারা যাইবে। যেমন:

সংস্কৃত ধাতু

১

একাক্ষর

ই—ভ্বাদি—গমন করা।

—অদাদি—স্মরণ করা।

—অদাদি—অধ্যয়ন করা।

ঈ—দিবাদি—গতি।

উ—ভ্বাদি—গতি।

ঋ—ভ্বাদি—পাওয়া, গতি।

—অদাদি—গমন।

ৠ—ক্র্যাদি—গমন।

২

ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যোগ

দা— —দান করা।

কি—অদাদি—জ্ঞান।

ডী—ভ্বাদি—আকাশগমন।

—দিবাদি—গতি।

কু—ভ্বাদি—শব্দ করা।

ধৃ—ভ্বাদি, চুরাদি—কাপান।
কৃ—ক্র্যাদি—হিংসা করা।
—তনাদি—কার্য করা।
কৄ—ক্র্যাদি—হিংসা করা।
দে—ভ্বাদি—পালন করা।
কৈ—ভ্বা—শব্দ করা।
দো—দিবাদি—ছেদ করা।

৩

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ

ক্রী—ক্র্যাদি। খরিদ করা।
ক্ষর—ভ্বাদি। কুটিলতা।
খ্যা—অদাদি। বিশেষরূপে বলা।
গ্না—ভ্বাদি। অনুবন্ধ।
ঘ্রা—ভ্বাদি। ঘ্রাণে।
চ্যু—ভ্বাদি। শব্দে।
ছো—দিবাদি। ছেদনে।
জ্ঞা—ক্র্যাদি। জানা।
—চুরাদি। নিয়োগ করা।
জ্যা—ক্র্যাদি। বার্দ্ধক্যে।
জ্যু—ভ্বাদি। গতি।
জ্রি—ভ্বাদি। জয়ে।
টল—ভ্বাদি। বিকলতা।
ৎসর—ভ্বাদি। ছদ্মবেশে গমন।
ত্রৈ—ভ্বাদি। ত্রাণে।
ত্যৈ—ভ্বাদি। তিরস্কারে।
দ্রা—অদাদি। পলায়নে।
দ্রু—ভ্বাদি। গতি।
—স্বাদি। মারিতে ইচ্ছা।
দ্রূ—ক্র্যাদি। হিংসা।
ধ্বৃ—ভ্বাদি। আচ্ছাদনে।
ধ্রৈ—ভ্বাদি। তৃপ্তি।
ধ্মা—ভ্বাদি। শব্দ; অগ্নিসংযোগে
ধ্বৄ—ভ্বাদি। কুটিলতা।
প্লু—ভ্বাদি। প্লাবন, সাঁতারে।
প্সা—অদাদি। আহার।

বো—ভ্বাদি। সংবরণ।	ষ্কে—ভ্বাদি। বেষ্টনে।
ব্লী—ক্র্যাদি। বরণ করা।	স্মি—ভ্বাদি। ইষদ্ধাস্তে।
ম্না—ভ্বাদি। বার বার আলোচনা।	স্ত্যৈ—ভ্বাদি। শব্দে, সমূহে।
ম্লৈ—ভ্বাদি। ম্লান হওয়া।	স্পৃ—স্বাদি। পালন, প্রীতি।
শ্রি—ভ্বাদি। সেবন করা।	স্ব—ভ্বাদি। শব্দে, উপতাপে।
শ্বি—ভ্বাদি। গতি, বৃদ্ধি।	স্ম—ভ্বাদি। চিন্তা করা।
ষ্টু—ভ্বাদি। স্তুতি।	স্রু—ভ্বাদি। গতি।
ষ্ট্যৈ—ভ্বাদি। সমূহে।	শ্রৈ—ভ্বাদি। পাকে।
ষ্ঠা—ভ্বাদি। স্থিতি।	হ্নু—অদাদি। চৌর্যে।
ষ্ণা—অদাদি। স্নানে।	হ্বৃ—ভ্বাদি। কৌটিল্যে।
ষ্ণু—অদাদি। ক্ষরণে।	হ্বে—ভ্বাদি। স্পর্দ্ধা, শব্দে।

সংস্কৃত ধাতুর উদাহরণ হইতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, প্রাচীন বিকাশশীল জনসাধারণের ভাষার শব্দ রাশিকে ভিত্তি বা "ধাতু" ধরিয়া তাহাতে বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ করিয়াই সংস্কৃত শব্দরাশি সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় লৌকিক ভাষাই সংস্কৃত ভাষার জননী। তাহার জননী খুঁজিবার জন্য কাস্পিয়ান হ্রদ বা উত্তর ইউরোপে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। সেই আদি জননীর সন্ধান ভারতীয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর অভিধান সমূহেই রহিয়াছে।

এই আদি জননী বা লৌকিক ভাষাতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন কাহারা আনিয়াছিল? শব্দ বা ভাষাতত্ত্ব হইতে এই সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। তবে জানিতে পারি, শতপথাদি ব্রাহ্মণ হইতে। এই সকল ব্রাহ্মণে একশ্রেণীর লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারা "পরোক্ষপ্রিয় দেব"। ইহারা লৌকিক ভাষার শব্দকে ইচ্ছামত

পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। তাহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক কতকগুলি নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল।

১। স সমুদ্রাত্ অমুচ্যত স মুচ্যুঃ অভবৎ তং বা এতং মুচ্যুং সন্তং মৃত্যু ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষ প্রিয়াহি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষাদ্বিষঃ।[১] গো, পৃঃ ১।৭

মুচ্যু—মৃত্যু

তিনি সমুদ্র হইতে মুক্ত হইলেন, তাই তাহাকে মুচ্যু বলা হইত। কিন্তু দেবগণ তাহাকে পরোক্ষ ভাষায় মৃত্যু নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। কারণ দেবগণ পরোক্ষ ভাষায় কথা বলিতে ভালবাসেন আর জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ভাষায়।

আমি এই স্থানে "পরোক্ষ" শব্দের অর্থ করিয়াছি, Allegorical, Metaphorical. এই Metaphorই যে সাধুভাষা সৃষ্টির প্রধান উপাদান তাহা প্রোঃ ম্যাক্সমুলারও স্বীকার করিয়াছেন। আর "প্রত্যক্ষ" শব্দের অর্থ literal অর্থাৎ দেবগণ পরোক্ষ বা হেঁয়ালীর ভাষায় কথা বলেন আর বিশ বা জনসাধারণ যাহা দেখে তাহাই বলে। সেইজন্য সাধারণ জনগণ কথিত মুচ্যু শব্দ দেবতাগণের হাতে মৃত্যুতে পরিণত হইল। এইভাবে পরোক্ষপ্রিয় দেবগণ নূতন নূতন শব্দরাশি সৃজন করিতে লাগিলেন। কথ্য শব্দের এই প্রকার পরিবর্তন চেষ্টার আরও কতকগুলি উদাহরণ এইস্থানে দেওয়া হইল।

২। অথ যৎ অশ্রু সংক্ষরিতমাসীত্ সঃ অশ্রুরভবত্ অশ্রুর্হ বৈ তম্ অশ্ব ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৬।১।১।১১

অশ্রু—অশ্ব।

১। যথা বব্বুলকম্ (বুদ্বুদ) পস্সেৎ, যথাপস্সেৎ মারীচিকম্। এবং লোকং অবেক্ক্যন্তম্ মচ্যু (মৃত্যু) রাজা ন পস্সতি। ধম্মপদ।

৩। যদ্বেবাক্ষরং নাক্ষীয়ত তস্মাত্ অক্ষয়ম। অক্ষয়ং হ বৈ নাম এতৎ। তৎ অক্ষরমিতি পরোক্ষমাচক্ষতে। জৈ, উ, ১।২৪।২

অক্ষয়ং—অক্ষরম্।

৪। স যৎ অস্য সর্বস্য অগ্রম্ অসৃজ্যত তস্মাত্ অগ্রিঃ। অগ্রির্হ বৈ তমগ্নিঃ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৬।১।১।১১

অগ্রি—অগ্নি।

৫। (প্রজাপতিরব্রবীত্) উরু মে করদিতি তস্মাত্ উরুকরম্। উরুকরম্ হ বৈ তৎ উলূখলমিতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৭।৫।১।২৬

উরুকরম্—উলূখলম্।

৬। আজ্ঞা হ বৈ নাম এষা যৎ অজা এতয়া হি এনং। (সোমং) অস্তুত আজতি তাম্ এতৎ পরোক্ষম্ অজেতি আচক্ষতে। শ, ৩।৩।৩ ৯

আজ্ঞা—অজা।

৭। ইন্ধো বৈ নামৈষ যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ তং বা এতম্ ইন্ধং সন্তং ইন্দ্র ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণেব। শ, ১৪।৬।১১।২

ইন্ধ—ইন্দ্র।

৮। তং বরুণং মৃত্যুং অভ্যশ্রাম্যত্ অভ্যতপত্সম্ অতপ্তস্য শ্রান্তস্য তপ্তস্য সন্তপ্তস্য সর্বেভ্যঃ অঙ্গেভ্যঃ রসোঽক্ষরৎ সোঽঙ্গরসোঽভবত্। তং বা এতং অঙ্গরসং সন্তম্ অঙ্গিরা ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষাদ্বিষঃ। গো, পূ, ১।৭

অঙ্গরস—অঙ্গিরা।

৯। উদরমত্তিচ্ছন্দঃ পশবো বৈ ছন্দাংসি অন্নং পশব উদরং বা অন্নমত্তি উদরং হি বা অন্নমত্তি তস্মাত্ যত্ উদরং অন্নং প্রাপ্নোতি অথ তজ্জগ্ধং যাতাযাম রূপং ভবতি তৎ যত্ এষা পশুনৃছন্দাংসি অত্তি,

তস্মাত্ অতিচ্ছন্দা অত্তিচ্ছন্দঃ হ বৈ তাম্ অতিছন্দা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৮।৬।২।১৩

অত্তিচ্ছন্দঃ—অতিছন্দা।

১০। তৎ যত্ অস্মিন্ ইদং সর্বং অন্তঃ তস্মাত্ অন্তর্যক্ষম্। অন্তর্যক্ষম্ হ বৈ নামৈতৎ। তৎ অন্তরিক্ষম্ ইতি পরোক্ষম্ আচক্ষতে। জৈ, উ, ১।২০।৪

অন্তর্যক্ষম—অন্তরিক্ষম্।

১১। তে (অসুরা) অব্রুবন্ অয়ং বা আস্থ ইতি। যত্ অব্রুবন্ অয়ং বা আস্থ ইতি তস্মাত্ অয়মাস্থ। অয়মাস্থঃ হ বৈ নামৈষঃ। তম্ অয়াস্থ ইতি পরোক্ষমাচক্ষতে। জৈ, উ, ২।৮।৭

অয়মাস্থ—অয়াস্থ

১২। অথ (আপঃ) যদ্ ব্রুবন্ বাঙ্ নঃ কম অগাদিতি তা অবাক্কা অভবন্ অবাক্কা হ বৈ তা অবকা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৯।১।২।২২

অবাক্কা—অবকা।

১৩। অথ যৎ অশ্রু সংক্ষরিতমাসীত্ সোঽশ্মা পৃশ্নিরভবত্ অশ্রু র্হ বৈ তম্ অশ্মেতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৬।৩।২।৩

অশ্রু—অশ্ম।

১৪। তং বা এতং আগ্লাহৃতং সন্তম্ আগ্লাগৃধ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা ভবন্তি প্রত্যক্ষাদ্বিষঃ। য এষ ব্রাহ্মণো গায়নো বা নর্তনো বা ভবতি তমাগ্লাগৃধ ইত্যাচক্ষতে। গো, পূ, ২।২১

আগ্লাহৃতং—আগ্লাগৃধঃ (গান ও নৃত্যকারী ব্রাহ্মণ)।

১৫। এতদ্বৈ দেবা এতেন কর্মণা এতয়া বৃতা ইমান্ লোকান্

উদ্‌খনন্ যদুদ্‌খনন্ তস্মাৎ উৎখা উৎখা হ বৈ তাম্ উখা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৬।৭।১।২৩

উৎখা—উখা।

১৬। স (প্রজাপতিঃ) অব্রবীত্। অয়ং বাব মা সর্বস্মাৎ পাপ্মন উদ্‌ভার্ষীৎ ইতি যত্ অব্রবীত্ উদভার্ষীন্মে ইতি তস্মাত্ উদুম্ভর উদুম্ভরো হ বৈ তম্ উদুম্বর ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৭।৫।১।২২

উদুম্ভর—উদুম্বর।

১৭। তস্মৈ (ব্রহ্মণে) চতুর্থং হুতঃ প্রত্যশৃণোত্। স চতুর্হূতোঽভবত্। চতুর্হূতো বৈ নাম এষঃ। তং বা এতং চতুর্হূতং সন্তং চতুর্হোতা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। তৈ ২।৩।১১।৪

চতুর্হূতং—চতুর্হোতা।

১৮। স (প্রজাপতিঃ) অব্রবীৎ। অয়ং (প্রাণঃ) বাব মা ধুর্বীত্ ইতি যত্ অব্রবীত্ ধুর্বীত্ মা ইতি তস্মাত্ ধূর্বা। ধূর্বাং হ বৈ তাং দূর্বা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৭।৪।২।১২

ধুর্ব্বা—দূর্ব্বা

১৯। তস্মৈ (ব্রহ্মণে) পঞ্চমং হূতঃ প্রত্যশৃণোৎ। স পঞ্চহূতোঽভবত্। পঞ্চহূতো হ বৈ নামৈষ। তং বা এতং পঞ্চহূতং সন্তং পঞ্চহোতা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া বৈ হি দেবাঃ। তৈ, ২।৩।১১।৩-৪

পঞ্চহূতং—পঞ্চহোতা

২০। ইন্দ্রো বৃত্রং হত্বা নাস্তৃষীতি মন্যমানঃ অপঃ প্রাবিশৎ তা অব্রবীত্ বিভেমি বৈ পুরং মে কুরুতেতি স যোঽপাং রস আসীৎ তমূর্দ্ধং সমুদ্রোহংস তাম্ অস্মৈ পুরম্ অকুর্বন্ তৎ যত্ অস্মৈ পুরম্

অকুর্বম্ তস্মাত্ পুষ্করম্। পুষ্করং হ বৈ পুস্করম্ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষম্।
শ, ৭।৪।১।১৩

পুষ্করম্—পুস্করম্।

২১। স উ এব মখঃ স বিষ্ণুঃ। তত ইন্দ্র মখবান্ অভবত্।
মখবান্ হ বৈ তং মঘবান্ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ১৪।১।১।১৩

মখবান্—মঘবান্।

২২। অসৌ বা আদিত্য এষ রুক্ম এষ হীমাঃ সর্বাঃ প্রজা অতিরোচতে,
রোচো হি বৈ তং রুক্ম ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৭।৪।১।১০

রোচঃ—রুক্মঃ।

২৩। (আপঃ) যচ্চ বৃত্বা অতিষ্ঠন্ তত্ বরণোঽভবত্ তং বা এতং
বরণং সন্তং বরুণ ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবা
ভবন্তি প্রত্যক্ষদ্বিষঃ। গো, পু, ১।৭

বরণ—বরুণ।

২৪। (সাম) রসংতমং হবৈ তদ্রথন্তরমিত্যাচক্ষতে পরোঽক্ষম্।
শ, ৯।১।২।৩৬

রসংতমং—রথন্তরং।

২৫। তাঃ (আপঃ) প্রজাপতিমব্রুবন্। যদ্ধে নঃ কম্ অভূৎ অবাক্
তৎ অগাদিতি সোঽব্রবীত্ এষ ব এতস্য বণস্পতি র্বা ইত্থেতি বেত্তু
সংবেত্তু সঃ হ বৈ তং বেতস ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৯।১।২।২২

বেত্তু—বেতস।

২৬। তস্মৈ (ব্রহ্মণে) ষষ্ঠং হুতঃ প্রত্যশৃণোত্। স ষড্ঢৃতোঽভবত্
ষড্ঢৃতোবৈ নাম এষঃ। তং বা এতং ষড্ঢৃতং সন্তং ষড্ঢোতা ইতি
আচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ। তৈ, ২।৩।১১।২-৩

ষড্ঢৃতং—ষড্ঢোতা।

২৭। তস্মৈ (ব্রহ্মণে) সপ্তমহূতং প্রত্যশৃণোত্। স সপ্তহূতঃ অভবত্ সপ্তহূতো হবৈ নামৈষঃ। তং বা এতং সপ্তহূতং সন্তম্। সপ্তহোতা ইতি আচক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয় ইব হি দেবাঃ। তৈ, ২৷৩৷১১৷২

সপ্তহূতং — সপ্তহোতা

২৮। তৎ যত্ অস্য (প্রজাপতেঃ) এতস্যাং রম্যায়াং তন্বাং দেবা অবমন্ত তস্মাত্ হিরম্যং হিরণ্যং হ বৈ তদ্ধিরণ্যম্ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। শ, ৭৷৪৷১৷১৬।

হিরম্যং — হিরণ্যং

এই ভাবে পরোক্ষ ভাষায় কথা বলিতে যাহারা ভালবাসিতেন সেই দেবগণই ভারতীয় প্রাচীন কথ্য ভাষাকে পরিবতন করিয়া সাধু সংস্কৃত ভাষার সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু এই যে শব্দের পরিবর্তন হইল তাহা যে কি নিয়ম অবলম্বনে হইয়াছিল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। এই উদাহরণ সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীন একাক্ষর ভাষাকে ইহারা পরিবর্তন করেন নাহ। বিভক্তি প্রত্যয় যোগে আদি একাক্ষর—দ্ব্যক্ষর ভাষার পরিবর্তন সাধিত হইবার পব এই নূতন ও অভিনব পরিবর্তন। কারণ দেখা যাইতেছে যে সকল শব্দ দেবগণ পরিবর্তন করিলেন, তাহা বিভক্তি প্রত্যয়যোগেই একাক্ষর দ্ব্যক্ষর ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। সুতরাং ইহা দ্বিতীয় পরিবর্তন। প্রথম পরিবর্তন আরও অধিকতর বিপ্লবাত্মক ছিল এবং পরোক্ষপ্রিয় দেবই হৌন আর যাহারাই হৌন, তাহারাই যে প্রচলিত ভাষাকে পরিবর্তন করিতে সক্ষম ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভক্তি ও প্রত্যয় যোগে শব্দের পরিবর্তন যে অতি অভিনব তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মনে হয় এই সংকেত হইতে প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্গণ সংস্কৃত ভাষার আদি অবস্থা আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

শব্দ কোষ

অক্ষেমা—অ—ক্ষম্। ক্ষম—শেষ। ক্ষান্ত। ক্ষান্তিহীন। অশান্ত। সান্ত্বনাহীন। অক্ষম—অবিরত। Inconsolable attitude, repentance, pitiful utterance—শ্রীসেন। অক্ষেমা ভাবেন মাতা দাড়ষ্যা-ভূতলে। বিঃ পৃঃ ২২। অসহ্য (তীব্র) ইচ্ছা। ধনামনা বাধিবারে বাড়িল অক্ষেমা। বিঃ ১১৯ পৃঃ।

অক্ষয়সূত্র—যজ্ঞসূত্র। যে সূত্রের ক্ষয় নাই। অক্ষয়সূত্র আর ছিড়ে জাপ্যমালা। বিঃ পৃঃ ২৬।

অখন—এখন। পূর্ববঙ্গে ব্যবহার। অখন মনসার দেখ গায়ে আইল জর। নাঃ ১৫১।

অজুগতি—অযৌক্তিক। অনুচিত। Ayukti—শ্রীসেন। অজুগতি লোভ হেতু হারাইনু জীবন। বিঃ ১২৬ পৃঃ। অজুগদ সাদ—অযৌক্তিক সাধ। অনুচিত বা অন্যায় বাসনা। ত্রিদশ ঈশ্বর হইয়া অজুগদ সাধ। বিঃ পৃঃ ১০।

অনাদ্যের—ধর্মের। অনাদ্যের পূজা করে। বিঃ পৃঃ ৬।

অনুবল—সহায়। helpful—শ্রীসেন। তুমি অনুবল হইলে লই তার পূজা। বিঃ পৃঃ ১৩৪।

অন্তরীক্ষ—অন্তর্দ্ধান। ঈক্ষণের, দৃষ্টির বাহিরে। নাগ রাখি অন্তরীক্ষ হইল মহামায়। বিঃ পৃঃ ৬০।

অমৃতহত—অমৃত হইতে বঞ্চিত। উধায় অমৃতহত জত দৈত্যগণ। বিঃ পৃঃ ৭৩।

অরিষ্ট—দুষ্ট। দুষ্ট গাভী। যে গাই দুধ দুহিবার কালে লাথি ছুড়িতে ও লাফাইতে থাকে। ইহাদের দুই পায়ে ছান্দন (বাঁধন) দিলে তবে দুধ দুহিতে পারা যায়। পালের অরিষ্ট গাই আনিল তখন। বিঃ ৬১ পৃঃ।

অবতার—অবতরণ। অবতার ঝাট কর। বিঃ পৃঃ ৩৮।

অশ্বদন্তি—অশ্ব ও হস্তী। অশ্বদন্তি সেনা। দন্তি—হস্তী। তুমি প্রভু নৃপবর অশ্বদন্তি নরেশ্বর। বিঃ ১৩৯ পৃঃ

অসোচ্য—অ—শুচ্য। অতিশয় পবিত্র। অশোচ্য। not a little—শ্রীসেন। দুহিল অসোচ্য দুগ্ধ ঘোষ পুরন্দর। বিঃ ৬১ পৃঃ।

আই—আয়ী, মাতা। মাই—শ্রীহট্ট। মায়া (ছল) করি সুই আছে অনন্তের আই। নাঃ ১৫১ পৃঃ

আইও—এয়ো। সধবা। করিল জত আইওগণ। বিঃ পৃঃ ৪১।

আইল—আইলাম। আসিলাম। আইলু, শ্রীহট্ট

আউজাইল—আলিঙ্গন করিল। জড়াইল। নিকটবর্ত্তী হইল। আজিল—নিকটবর্ত্তী হইল, শ্রীহট্ট। মহাসালবৃক্ষে যেন আউজাইল লতা। নঃ ১৮৩ পৃঃ।

আউট—গন্ধবণিক সমাজের সমাজ বিভাগ বিশেষ। three and a half—শ্রীসেন। আউট আশ্রমে তবে নড়িল বিশেষে। বিঃ ১৭৮ পৃঃ।

আউড়ে—আওড়ে, পশ্চাতে। আউরি, লুক্কায়িত হওয়া, অদৃশ্য হওয়া, শ্রীহট্ট। বেড়ার আউড়ে থাকি লক্ষিন্দর চায়। না; ২৬৭ পৃঃ।

আউয়াল—এলো—শ্রীদাশগুপ্ত।

আউলা—এলো। বেসামাল। তোমার কেশ হইয়া গেল আউলা। না, ১৩৩ পৃঃ। খোলা, জট পাকান, গোলমাল। নাঃ ২৬৭ পৃঃ

আউলিয়া—সিদ্ধ পুরুষ। গুরু। আউল বাউল। foremost, শ্রীসেন। আউলিয়া বলিয়া হিয়া হারায় সাবত বিঃ ৭৩ পৃঃ।

আওয়ারি—আসিয়া উপস্থিত হওয়া। ভ্রামতে ভ্রমিতে রঙ্গে নগরে আওয়ারি। বিঃ পৃঃ ১০৪। সারি সারি। সারি, হারি, হাইরু

আইর (শ্রীহট্ট) আওয়ারি। residence house—শ্রীসেন। আওয়ারি আওয়ারি ঘর বান্দিল বিস্তর। বি: ৫২ পৃঃ।

আকান্দ ক্রন্দন—সান্ত্বনাহীন ক্রন্দন, বিরামহীন ক্রন্দন। vociferous and tearful—শ্রীসেন। দেখিল মনসা কান্দে আকান্দ ক্রন্দন। বিঃ পৃঃ ১৭।

আখণ্ডল—ইন্দ্র। শুনিয়া লক্ষীর বোল মৃতবৎ আখণ্ডল। বি পৃঃ ২৮। রাজা। মুণি বলে আখণ্ডলে শুন নৃপমণি। বিঃ পৃঃ ৫৬।

আখি মুটি—চোখ্ রগড়াইয়া। মুট্—প্রমর্দনে। having opened (the eyes)—শ্রীসেন। আঁখি মুটি পদ্মাবতী হয় না দেখিয়া। বিঃ পৃঃ ১৮।

আগল—অগ্রগামী। আগে আগে গমনকারী। অগ্রসর হইল। নিকটবর্ত্তী হইল। আগুয়াইল। সর্ব কাজে যে আগে যেতে চায় শ্রীহট্ট। (Pushing) ahead—শ্রীসেন। পঞ্চত্ব আগল। বিঃ ১৩০ পৃঃ।

আঘিয়া—আঘিয়া। cf অর্ঘ্য। ইহা মাঙ্গলিক বিশেষ। দুর্বা ও ধান বা আতপ চাল দিয়া পুত্র, কন্যা, জামাতা, বধূ, গো, বৎস, নৌকা প্রভৃতিকে অর্ঘ্য প্রদান করা। অর্ঘ্যটী মাথায় দেওয়া হয়। পুত্রবধূ বহিত্রাদি লইল আঘিয়া। বিঃ ২২৯ পৃঃ।

আজ্জোলেক—বপন করিলেন। জালা (শ্রীহট্ট)—ধান বা দাল ইত্যাদির অঙ্কুর। ধানকে ঝুঁড়িতে করিয়া জলে ভিজাইয়া কলাপাতা বা অন্য পাতা দিয়া শক্ত করিয়া ঢাকিয়া দিলে অতি সহজে অঙ্কুর বহির্গত হয়। এই উদ্গত অঙ্কুর ধান কাদা জমীতে বপন করা হয়। কার্তিক পূজাতে এই জাতীয় অঙ্কুর শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রস্তুত করা হয়। একখানি সরাতে কাদা মাটী দিয়া তাহাতে ধান, কড়াই বুনিয়া দেওয়া হয়। এই জাতীয় অঙ্কুর পশ্চিম এসিয়াতেও ব্যবহৃত হইত। তাহার

ইংরাজী নাম "garden of Adonis"। আজীলেক সভা বিশুমান। বিঃ ২০৬ পৃঃ।

আঠু—হাটু। knee—শ্রীসেন। তুই আঠু পাতি বিপরীত শব্দ। বিঃ ২৩ পৃঃ। গিলা, ঘিলা—হাটুর ঘিলা। আঠুর ঘিলা পৈল গিয়া জলের ভিতর। নাঃ পৃঃ ১৩৬। যাঠুর ঘিলা নাই। নাঃ পৃঃ ৩১৪। আঠুচাকি—হাটুর ঘিলা। হাটু—আঠু পূর্ববঙ্গ। রঘু বোদালি খাইল লখাইর আঠু চাকি। বিঃ পৃঃ ২২১।

আড়াইল—আড় হইল। অসাড় হইল। জিহ্বা লাগিয়া গেল। became stiff—শ্রীসেন। জিব্‌ভা আড়াইল অন্ন না জায় উদরে। বিঃ পৃঃ ১২৯।

আপস্তায়্যা—পস্তাইয়া। পশ্চাদনুশোচনা করিয়া। অনুশোচনা। Throwing down (one's body) on the ground in grief--শ্রীসেন। আপস্তায়্যা সর্বাঙ্গ সনকা পড়ে কুলে। বিঃ ২০৮ পৃঃ।

আভের—অভ্রের। অভ্রনিমিত। আভের কাকই দিয়া পাইট কৈল সিথি। নাঃ পৃঃ ৫০।

আর—অপর। আর একজন, অপর একজন। another—শ্রীসেন। আর সতাইর ঘরে এড়িমু তোমায়। বিঃ পৃঃ ১৭। আর, আড়াল। আওড়—শ্রীহট্ট। বিপুলার কাছে গিআ হইলেক আর। নাঃ পৃঃ ৩১৯।

আরতি—আদেশ। আর্তি, eagernes—শ্রীসেন। আপনা খাইনু আমি আরতি মাথায়্যা (মাথায় লইয়া)। বিঃ ১২৬ পৃঃ।

আর্য্যণ—অর্জিত। তোমার আর্য্যণ ধন কড়াটেক নাই। না, ১৪৯ পৃঃ।

আববা—অভব্য। অভদ্র। আববা রাজা আববা পাত্রগণ। নাঃ পৃঃ ২০৬

আশ্চিয়া—অচ্চিয়া। অর্চ্চনা করিয়া। সম্মান করিয়া। অর্চ্চনা করিয়া—শ্রীদাশগুপ্ত। আশ্চিয়া আনিতে জায় রাজা চন্দ্রধর। নাঃ পৃঃ ৩০১।

আসিতাল—আশি তাল। ১ তাল—এক পুরুষ। একজন মানুষ দাড়াইয়া দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তালি দিবার মত হইলে, সেই মাপকে এক তাল বলে। এই তাল পূর্ববঙ্গে জলের মাপ। এই প্রকার আশি তাল। সাত তাল—Seven palm tree depth of water—শ্রীসেন।

আসি বাক—আশি বাঁক। নদী যখন ঘুরিয়া ঘুরিয়া যায় তখন তাহার দুই বাঁকার মধ্যবর্ত্তী স্থলকে বাঁক বলে। এক একটী বাঁকের আরও ছোট ছোট বাঁক থাকে তাহাদের নাম "মুরা"। আশি বাক ঘুড়ি। নাঃ ২২৫ পৃঃ।

ই—এই। ই বাড়ী—এই বাড়ী। ইগু—ইটী। হি—ঐ, that। হি বাড়ী—ঐ বাড়ী। ই দুগ্ধ যুড়ায়া খাইলে অধিক পাইবা সুখ। না; ৮৬ পৃঃ। ই কোন বড়াই। নাঃ পৃঃ ১০৩। ই পঞ্চ গ্রাসে। নাঃ পৃঃ ৯০। ই বুলিয়া দুহে মিলি নেহালিয়া চায়। নাঃ ১২৪ পৃঃ। ই রার্য্যে মনুষ্য নাই। নাঃ ৮৬ পৃঃ। ইরূপ জৌবন। নাঃ পৃঃ ৪৫।

ইচা—চিংড়ী মাছ। ইচা, শ্রীহট্ট। মহাতৈল দিয়া ইচার রসলাস। না, ৫৭ পৃঃ। ইচার ঠোট ভাসে যেন তেতইলের গাছ। নাঃ পৃঃ ১৩২।

ইটা—ঢিল। ইটা, শ্রীহট্ট। কেহ ত ইটায়। না, পৃঃ ২৫০।

উঘার, উগার—ধান চাল রাখিবার জন্য মাচান বিশেষ। এই জাতীয় মাচান খুব শক্ত ও মোটা কাঠের ছোট খুটীর উপর নিমিত হয়। মাচানের উপরে গৃহ নির্ম্মিত হয়। সেই গৃহে ধান বা চাল রাখা হয়। ইহা দুই প্রকারের হয় এক প্রকার ঘরের ভিতরেই হয়। তাঁহা

গৃহিনীর ভাণ্ডার বা ভঁাড়ার। ইহার দুইদিকে ঘরের বেড়াই থাকে এবং একদিক ঝাপ দিয়া আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। বাহিরে যে উগার বা উঘার করা হয় তাহা সাধারণতঃ ধান রাখিবার জন্য। ইহাকে উঘার না বলিয়া ভাড়ার নামেই অভিহিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় গোলাকার গৃহকে মরাই বলা হইয়া থাকে। শ্রীহট্টে ইহা মড়। আর গোধা উঘারের খুটী। না, ১১৯। আর বুড়ি উগারের খুটী। না, ৩৯ পৃঃ। হরপ্পাতে ও মহেঞ্জোডারোতে উগার বা ভাড়াবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। Great Bath এর সংলগ্ন ভাড়ার মনে হয় মরাই জাতীয় ছিল।

চাঙ্গ—খুব উচু মাচান। ইহা সাধারণতঃ উনুনের উপরে থাকে এবং জ্বালানী কাঠ তাহাতে রাখা হয়। ইহা ছাড়া, নানাপ্রকার দ্রব্য রাখিবার জন্যও এই জাতীয় মাচান প্রস্তুত হয়। শ্রীহট্টে একপ্রকার বিখ্যাত পাঠা পাওয়া যায়। ইহাদিগকে 'চাঙ্গুয়া' পাঠা বলে। জাতাবধি এই সকল পাঠাকে চাঙ্গে রাখিয়া পালন করা হয়। কখনও রৌদ্র লাগাইতে দেওয়া হয় না। যখন খাঁসির দাম ১০।১৫ টাকা, তখন "চাঙ্গুয়া পাঠা" ৭০।৮০ টাকাতে বিক্রী হইত। লাউ কুমড়ার জন্য মাচানকেও চাঙ্গ বলা হয়।

চাঙ্গি—ইহা একপ্রকার ঝুলান বাসের বেতের প্রস্তুত মাচান। ইহা কতকটা shelf এর ন্যায় ঝুলান থাকে। ইহাতে পুথিপত্র এবং দলিল দস্তাবেজ বস্তনি করিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। ইহার এক ত্রিকোণ আকার ঝুলান অবস্থাতেই থাকে। তাহাও উপরোক্ত ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত হইত।

উজালিয়া—উৎক্ষেপণ করিয়া। উৎ-জুড়, ক্ষেপণ, গতি=উজ্জুড়= উজ্জুল=উজুল। having dug up and scattered (soil) শ্রীসেন। শৃঙ্গে উজালিয়া মাটি পেলায় গগনে। বি, ২২ পৃঃ

উট উট—উঠ উঠ। হাসি বলে মহামায়া উট উট তপসিয়া। না: •পৃঃ ৯ (৬১০৮ পৃঃ)।

উড়াইয়া—জোরে। দাড় উড়াইয়া। জোরের সহিত দাড় টানিয়া। জোরে উপরে তুলিয়া ও ততোধিক জোরে জলে ফেলিয়া। উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়ুয়া। না, ১৮৭ পৃঃ।

উড়াদড়ি—টাঙ্গানো দড়ি। ছাদের উপর পক্ষী ইত্যাদিকে ভয় দেখাইবার জন্য বিস্তৃত দড়ির ফাঁদ। মেড়ের উপর মাও উড়া দড়ির ফাঁদ রয়। না, ৮৮ পৃঃ।

উড়া দিয়া—উড়িয়া। বিশ্রাম অবস্থা হইতে উড়িলে পূর্ববঙ্গে "উড়া দেওয়া" বলে। উড়া দিয়া পৈল দিয়া মাঞ্জস উপরি। না, ৮২ পৃঃ।

উড়িয়া—বাতাসে ভর করিয়া, দ্রুত চলা। চলিল উড়িয়া নাও গুদামে বাজিল বাও। না, ১৮৯ পৃঃ।

উড়ে—পাখীর ন্যায় উড়িয়া গমন করে। চাঁদও সূর্যকে অনেক সময় পাখীর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। এই স্থানেও তাহাই করা হইয়াছে। cf: Assyrian Sundisc, Egyptian Sundisc। (with ইন্দু) উগে, (udgam) or উয়ে (udeti) 'rises' or উড়ুপ lord of the stars : শ্রীসেন। স্বর্গে যেন উড়ে ইন্দু। বি, ১২ পৃঃ।

উধা—নীচু মুখে। উদ্ধা নীচু মুখ, ঘাড় হেট, শ্রীহট্ট। flying away. শ্রীসেন। উধা করি ফিরে কঙ্ক আকাশ উপরি। অর্থাৎ কঙ্ক অধোমুখে আকাশে বিচরণ করে। বি ১২২ পৃঃ।

উপায় উপ+কায়। খোলস। দৈব যোগে তথাকারে সাপের উপায়। বিঃ পৃঃ ৪৬

উভা—দাড়ানো। উভা, উবা, শ্রীহট্ট। cf. উবা উবা ফাল (লাফ) শ্রীহট্ট। উভা ধড়া করি সে জে কাছিল কাপড়। নাঃ পৃঃ ৩৭। উভা পায়ে নাচে। নাঃ পৃঃ ১১৮। উভা হইয়া দাড় বায় সোলস দাড়ুয়া। না, ২২৫ পৃঃ। উভে—দাঁড়ান অবস্থায়। দাঁড়াইলে। উবে শ্রীহট্ট। in height. শ্রীসেন। প্রবীণ শরীর তার উভে সপ্ততাল। বিঃ ২৩ পৃঃ।

উভালে—ভাল দেখিতে। মঙ্গালামঙ্গল খোঁজ করিতে। cf. ভালা ভালি শ্রীহট্ট। enquiry, search, শ্রীসেন। ভাল হইল আইলা ভাই আমার উভালে। বিঃ ১৯৬ পৃঃ

উলি—উইপোকা। উলি, শ্রীহট্ট। উলি পোকে গালে মুখে ধরিল আসিয়া। নাঃ ২৪২ পৃঃ। উলি—উরি অবতরণ করি। ওলায়া, আগমন করিয়া। ওলে gets down, শ্রীসেন। ছায়নি করিয়া ক্ষিতি উলি দুইজন। বিঃ ১৯৫ পৃঃ।

উষ্ট—ওষ্ঠ। পূর্ববঙ্গের ব্যবহার। তপ্ত দুগ্ধ খাইলে প্রভূ পোড়ে উষ্ট মুখ। নাঃ ৮৪ পৃঃ

এক ঠেঙ্গিয়া—যাহারা এক পায়ে চলে। ঠেঙ্গ—পদ—পূর্ববঙ্গ। এক ঠেঙ্গিয়ার দেশে—in the land of one legged(man). শ্রীসেন।

একধার—একধারা। এক বাট হইতে ক্ষরিত দুগ্ধ। তুমি যদি হও স্থির দেহ একধার ক্ষীর। বিঃ ২৫ পৃঃ।

এড়িল—ত্যাগ করিল। রক্ষা করিল। এড়া ত্যাগ করা। cf. এড়া মোচা। এড়ি—পরিত্যক্তা স্ত্রী। put in, শ্রীসেন। এড়িব লোহার গুপ্ত বাসে। বিঃ পৃঃ ৪। ভাল নায়ে পার করি এড়িব তোমায়। বিঃ ১০। এড়ে—ত্যাগ করে। বহু বিষরিষ করি অঙ্গে এড়ে বিষ। বিঃ পৃঃ ১২৮।

এমু—এখনও। yet, শ্রীসেন। এমু পদ্মা ভাবো যদি পাইবা নিস্তার। বিঃ পৃঃ ১৫৭। যদি চাঁদো অধিকারি এমু নিন্দে বিষহরি। বিঃ ২২৬।

এই মতে—এই রূপে। এই মতে উদয় কালে মাজসে ভাসিয়া চলে। বিঃ ১১৫ পৃঃ। ঐ মনে—ঐ মতে, ঐ প্রকারে, এমন ভাবে। ঐ মনে পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহার। রজনী বঞ্চিল ঐ মনে। বিঃ ১৬৯ পৃঃ।

ঐরি—শত্রু। enemy শ্রীসেন। অরি। করি ঐরি জিনি অতি মাঝা খিনি। বি ১০২ পৃঃ। করি ঐরি (অরি)—সিংহ।

ঐশন্য´—ঐশন্য, ঈশান। ঐশন্য´ কোনে পাইবা সিন্দুরের রেখা। নাঃ ৮২ পৃঃ।

ঐসদ—ঔষধ। আর ঐসদ্ আমি জানি কাচা দুগ্ধ কাচা ননি। নাঃ ১২৫ পৃঃ।

ওলে—নামে, অবতরণ করে। gets down শ্রীসেন। ছাওনি করিয়া দোহে ওলে ধরাতলে। বিঃ ৪৩ পৃঃ। কোন কোন তুড়ুক পলাই ওলে জলে। বি ৭৩ পৃঃ। ওলাএ—নামাইয়া খোলে। পসার ওলাএ তথা হৈয়া হরসিত। বিঃ পৃঃ ৯৯।

কইল—কৈল। করিল। পূর্ববঙ্গ। did—শ্রীসেন। অবিলম্বে যত সাজ কৈল রহিত। বিঃ ১৫৫ পৃঃ। কইল—কহিল—কৈল। বলিল। কইল সুভক্ষণে জাইব দক্ষিণ পাটন। নাঃ পৃঃ ১৮৪।

কঙ্ক—হাড়গিলা পাখী। Heron—শ্রীসেন। উধা করি ফিরে কঙ্ক আকাশ উপরে। কঙ্ক পাখসাটে বিষ কাঁপে থরথরে। বিঃ পৃঃ ২২১। কঙ্কের আজ্ঞার বিষ যাও রসাতলে। বিঃ ১২২ পৃঃ। কঙ্ক—অল্পবিষ সর্প। ঋগ্বেদ। কঙ্কতো ন কঙ্কতো হথো সতীন কঙ্কতো:। ঋঃ ১।১৯১।৩। কঙ্কতঃ অল্পবিষঃ কশ্চিৎ। ন কঙ্কত :—অনল্পবিষো

মহোরগাদিঃ। সতীন কঙ্কতঃ—উদকচারী স্বল্প-বিষবান্ কশ্চিদ্দুন্দু-ভাদি—সায়ন।

কড়া—সমুদ্রের ঝিনুক বিশেষ। ইহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র মুদ্রারূপে পরিগণিত ছিল। কড়াকের—কড়া খানেকের। এক কড়া দামের। কড়াকের তৈল—এক কড়া মূল্যের তৈল। Oil worth of a farthing.—শ্রীসেন। কড়াকের তৈল বালি এড়িল প্রদীপ জ্বালি। বিঃ ২০৬ পৃ। কড়াটেকের—এক কড়ারও। তাহার কড়াটেকের রূপ তোমার ঠাঞি নাই। নাঃ ১৪৮ পৃঃ। কড়িয়া জাঙ্গাল—কড়ির জাঙ্গাল। কড়ির বাঁধ। রাস্তা। কড়ি সর্পবিষ নাশক বলিয়া কড়ির জাঙ্গাল প্রস্তুত হইয়াছিল। A low embankment of Cowries (?)—শ্রীসেন। আর কত দূরে দেখি কড়িয়া জাঙ্গাল। বিঃ ১৯৬ পৃঃ।

কথে—কহে। বলে। কাতর হইয়া দেবী পুনঃ পুনঃ কথে। বিঃ ৮৬ পৃঃ।

কন্ধে—কান্ধে। কাঁধে। স্কন্ধে। প্রাচীনকালে বাঙ্গালার বর ও কন্যাকে বিবাহের পূর্বে মাটীতে পা দিতে দেওয়া হইত না। বিবাহের দিন তাহাদিগকে কোলে করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইত। মনে হয়, বরকে "বিষ্ণু" ও কনেকে "লক্ষ্মী" কল্পনা করার ফলেই এই প্রথার উৎপত্তি। সুতরাং বিবাহের দিনে বর-কনে, লক্ষ্মী-নারায়ণ। কন্যাকে একটী খাটের উপর বসাইয়া বরকে প্রদক্ষিণ করান হইত। আর বরও অনুরূপ আর একখানি খাটের উপব উপবেশন করিতেন, তাহা চারিজন লোক ধরিয়া থাকিত। সমাজে আত্মসম্মান জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে। দৈত্যের কন্ধে মুনি পাটেতে পদ্মা ধনি। বিঃ পৃঃ ৪২

কন্যাজুড়া—পুত্র বিবাহের জন্য পাত্রী মনোনীত করা। বিবাহ স্থির। কন্যাজুড়া—শ্রীহট্ট। কার কন্যা জুড়িবা লখাই বিহা করিবার। না: পৃ ২৮৮।

কয়্যা—কইয়া। কহিয়া। বলিয়া। অনুরোধ করিয়া। কৈন্তু তব পায় কয়্যা মনসায় জীয়াইয়া দেহ পতি। বি: ১২।৫০।১১-১২

করণ্ডি—শোলা নির্মিত শিব মন্দিরাকৃতি গৃহ। কলার পাতার ডাটা ৪।৫ টুকরা একসঙ্গে গাথিয়া পাটাতন করা হয়। গৃহখানি সমচতুর্ভুজ। গৃহের প্রাচীর সোলা নির্মিত। চারি কোণাতে চারিটী ও মাঝখানে একটী বাঁশের কাটি পুতিয়া দেওয়া হইলে চারিখানি প্রাচীর ঐ কাটির সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রাচীরের শীর্ষগুলি বাঁকা করিয়া মাঝের কাটির সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে ঘরখানি দেখিতে শিব মন্দিরের মত হয়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মনসার গৃহরূপে ইহা ব্যবহৃত হয় এবং পাঠা, হাঁস প্রভৃতির রক্ত ইহার ভিতরে অবস্থিত মাটির তরির (সরার) উপরে সিঞ্চিত করা হয়। একখানি করণ্ডি গরিয়া দেও মরে। না:, ১৫ পৃ:, ২৬ পৃ:, ২৭ পৃ:। পুষ্পপাত্র। শ্রীদাশগুপ্ত।

করসি—করিস। কর। করিছ্ (শ্রীহট্ট)। do—শ্রীসেন। করসি—করোসি (সংস্কৃত)

করা—ঘড়া। ঘটি। লোটা। করোযা, cocoa nut shell, used as bowl by mendicants—শ্রীসেন। করা ভরি জল বাবুইয়ের ফুল দিব। বি: ৮১ পৃ:

করি ঐরি—করী অরি। সিংহ। করি ঐরি জিনি অতি মাঝা খিনি। বি: ১০২ পৃ:।

করুণা—দুঃখ। কাতরতা। করুণা করিয়া কহে আস্তীক জননী। বি : ৩৮ পৃঃ। কাঁদিতে লাগিলা তবে করুণা করিয়া। বিঃ পৃঃ ১৮।

কলা—মায়া। ছল। কৌশল। cf. কলে কৌশলে—শ্রীহট্ট। রাখাল মোহিতে পাত কলা। বিঃ ৫৯ পৃঃ। কলে—আস্তে। কলে কলে আও—আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে এস।

কহসি—বলিস। কইছ্—শ্রীহট্ট। কথসি (সংস্কৃত)। অসম্ভব হেন বাক্য কহসি রমণী। বিঃ ১০৪ পৃঃ।

কাইল—কালি। কল্য। কাইল—শ্রীহট্ট। আইজ দ্বিতীয়া কাইল ত্রিতিয়া প্রশু মঙ্গলবার। নাঃ ৮৫ পৃঃ। এই কথা কহিব কাইল ব্রহ্মার বিদিত। নাঃ ১৪ পৃঃ।

কাউয়া—কাক। কাউয়া (শ্রীহট্ট)। পারা না যায় সে কণ্যা কাউয়ার ডরে। নাঃ ৩৬ পৃঃ

কাঁকতলে—কাঁখে। কক্ষে। বগলে। কাঁকতলে থুয়্যা। বিঃ ৩৮ পৃঃ

কাকৈ—চিরুণী। কঙ্কতিকা (সংস্কৃত)। কাকৈর—শ্রীহট্ট। আভের কাকৈ দিয়া পাট কৈলা সিথি। নাঃ পৃঃ ৫০

কাক্তি—কাকুতি। প্রার্থনা। ত্বং ভব কাক্তি মুক্তি। বিঃ ৩ পৃঃ।

কাঁচ চাল—কাঁচের টালি দিয়া নিমিত চাল। তক্ষশিলার স্তূপের প্রদক্ষিণ মার্গের দুই পার্শ্ব সবুজাভ কাচের টালি দিয়া আবৃত (মোড়া) ছিল। কাচের টালির টুকরা মহেঞ্জোডারো হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিপ্রদাস হয়ত এই প্রকার গৃহের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত যুধিষ্ঠিরের স্ফটিক প্রাসাদেও হয়ত কাচের ব্যবহার হইয়াছিল। বিহন্দে বিহন্দে কাঁচ চালে জ্যোতির্ময়ঃ। বিঃ ৩৮ পৃঃ। জ্যোতির্ময় কাঁচ চাল। বিঃ ১৪৩ পৃঃ।

কাচুয়া কৎসব—কেটো ও কচ্ছপ। কাটুয়া, কাউটা—শ্রীহট্ট। কছব—শ্রীহট্ট। কাচুয়া কৎসবের আম্বলি পাম্বলি। নাঃ পৃঃ ৫৭

কাছাইছে—কাছে আইছে। কাছে আসিয়াছে। নিকটে আসিয়াছে। শেষ হইয়াছে। পরমাগ্রি কাছাইছে জাউক জমঘব। নাঃ ৩৯৪ পৃঃ

কাছিল—সাজিল। কাছা দিল। পরিধান করিল। cf. কাছিল কাপড়। ঘাঘর নপূর পরি নৃত্যকী কাছিল। বিঃ পৃঃ ২১৬

কাটানি কাটিয়া—সুতা কাটিয়া। বুড়াবুড়ী খাইব কাটানি কাটিয়া। নাঃ ১৮৪ পৃঃ।

কাঠি—কণ্ঠি। কাঠি গলে রত্নময়। বিঃ ১৯১

কাড়—শব্দ কর। বল। বেঁউলা বলে বাপ না কাড় হেন রাও। নাঃ ১২৭ পৃঃ

কাড়িয়া—বলে ছিনাইয়া। স্বামী করিবারে কানী লইল কাড়িয়া। বিঃ ১২৪। কাড়িয়া—খুলিয়া। সর্বাঙ্গের অলঙ্কার ফেলিব কাড়িয়া। বিঃ পৃঃ ২০৮। কাড়িল—মত্ত করিল। কড়—মত্ত হওয়া। জোর করিয়া দখল করিল। পিতার দারুণ শোকে কাড়িল হৃদয়। বিঃ ৫০ পৃঃ।

কাণ্ডার—অতিশয়। অত্যধিক। অধিক। খাণ্ডার—তীব্র। খাণ্ডার—অতিশয় ঝগড়াটে। wholesale price—শ্রীসেন। কাণ্ডার মূল্য কয়। বিঃ ১০০ পৃঃ। —নৌকার হাল। হালের মাঝি। কাড়ার। কাড়ারী—শ্রীহট্ট। দৃঢ় মুষ্টি করি ভাই ধরহ কাণ্ডার। বিঃ ১৫৭ পৃঃ।

কান ফাটা—কানে ছিদ্র। 'কর্ণবেধ' নামক সংস্কার-চিহ্ন। এই চিহ্ন হিন্দুকে বৌদ্ধ ও মুসলমান হইতে পৃথক করিয়াছে সুতরাং ইহা হিন্দুত্বের চিহ্ন। উত্তর বঙ্গে বগুড়াতে 'কাণফাটা' যুগীদের সম্প্রদায় আছে। কর্ণভেদে ও কাণফাটাতে প্রভেদ আছে। কাণফাটা যুগীদের

কাণের ছিদ্র খুব বড়। কানে ফাটা (কর্ণবেধ) দেখিয়া কহিলাম দেবের কথা। নাঃ ১৯৩।

কাণি—কাপড়ের ফালি। কাপড়ের ডোরা। cf. কান্দা, কান্ধা—পার্শ্ব। কলসীর কান্ধা। Rag—শ্রীসেন। মাথায় তইকা ভাঙ্গা তাহে কাণি কাল রাঙ্গা। বিঃ ৮০ পৃঃ।

কান্দে—কান্ধে, কাঁধে। স্কন্ধে। In the shoulder—শ্রীসেন। কান্দে বাড়ি জাগে সদাগর। নাঃ ৮৮ পৃঃ।

কামিলা—কমিলা। কামিলা। মজুর। কামলা, শ্রীহট্ট। কাম—কাজ, কার্য। কর্ম—কর্ম্ম=কাম। Mason, workman—শ্রীসেন। কামিলা তরাস পায় লোমাঞ্চিল সর্ব গায়। বিঃ ১৭৭ পৃঃ।

কালিনি সাখিনী—কালি নিসাখিনি। কাল নিশাটী। কালিনিশাখিনি—শ্রীসেন। আছে ত বিশেষ কিছু কালিনি সাখিনি। বিঃ ২০০।

কালি ছালি—ছালির মত কাল। শোকে জর্জরিত। আমার মরণে মাও হইব কালি ছালি। নাঃ ৯০ পৃঃ।

কিসেরে—কেন। কিসের জন্য। কি কারণে। why—শ্রীসেন। কিসেরে পাতসি মায়া। বিঃ ১৭ পৃঃ। —বিসর—কেন বিস্মৃত হইতেছ পূর্বপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতেছে কেন, তোমার তো বিষ গ্রহণ করিবারই প্রতিজ্ঞা ছিল। কিসেরে বিসর মনে দেব জগদীশ। মায়ামোহ ত্যজিয়া ভক্ষণ কর বিষ। বিঃ ৩৩ পৃঃ।

কুইয়া—দুর্গন্ধি। পচা গন্ধ। কুইয়া বোড়া। বিঃ ২ পৃঃ।

কুটী—কুটিয়া। ঢেঁকি বা উদুখলে গুড়া করিয়া। cf. ধান কুটা, চিড়া কুটা। নিত্য নিত্য কুটী দিব জটা ভাঙ্গের গুড়া। নাঃ ১৪৯ পৃঃ।

কুন্দার। কুঁদার। কুন্দ—খোদাই, শ্রীহট্ট। যে মিস্ত্রি কাঠ খোদাই

করিয়া নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে। কেমন কুম্ভারে তব গঠিলেক পয়োধর। নাঃ ২৩ পৃঃ।

কুপিয়া—পুতিয়া। মাটিতে প্রোথিত করিয়া। কুপিয়া বাসের কুক্ষি। নাঃ পৃঃ ৩৪।

কুমারিকা লতা—একপ্রকার কণ্টকযুক্ত লতা। ভূতপ্রেতাদির উপদ্রব হইতে প্রসূতি ও প্রসূতকে রক্ষা করিবার জন্য প্রসূতিসদনের চারিদিকে এই লতার বেড়া দেওয়া হয়। কুমারিকা লতায় সূতিকাঘর বেড়ি। বিঃ ১৫১ পৃঃ।

কুমুরিকা—আতসবাজী বিশেষ। ইহা জলে ছাড়িতে হয়। ইহা কুমীরের ন্যায় কখন ভাসে, কখন ডুবে। A fire work—শ্রীসেন। চাদরে লইল কুমুরিকা অসংখ্যন। বিঃ ১৮৪ পৃঃ।

কুশলি—কুশলী। শিল্পী। দর্জি। Tailor, hawker doing darning job—শ্রীসেন। কুশলির রূপে হর রহিলেন দ্বারে। বিঃ ১১।

কুহেড়ি—কুহেলি। কুহেলিকা। অন্ধকার। mist—শ্রীসেন। চৌদিকে কুহেড়ি চাপে অরুণ লোচন। বিঃ ১২১ পৃঃ।

কেনি, কেনে—কেন। why—শ্রীসেন। আপনা খাইয়া নায়ে তুলিলাম কেনি। বিঃ ১০ পৃঃ। তবে কেনে পার না কর আমারে। নাঃ ৮ পৃঃ cf. কেনে (শ্রীহট্ট)।

কেরোয়াল—কাড়ার। কাণ্ডারের বৈঠা। কেরোয়াল (কাণ্ডারের বৈঠা ও) দড়া লইয়া জাল কৈল দোলা। বিঃ ৮৬ পৃঃ।

কেসের সাকো—চুলের সাকো। চুলনির্মিত সাকো। হাকম্—শ্রীহট্ট।

কৈতর—কবুতর। পারাবত। পায়রা। কৈতর—শ্রীহট্ট। ঘিরিনি কৈতর জেন গাড়ুরি খেলায়। নাঃ ১৫৩ পৃঃ।

ক্রতুকর্ম—ক্রতু = যজ্ঞ। এইস্থানে, ক্রতু = কৃত। কৃতকর্ম। আজি তপভঙ্গ নষ্ট ক্রতুকর্মফল। বিঃ ৪৩ পৃঃ।

ক্ষীর নদী—ক্ষীর সমুদ্র। ক্ষীরোদ সাগর। আকাশ। ক্ষীর নদী মথন না কর আর বার। বিঃ ৩৩ পৃঃ।

খড়ি—লাকড়ি। জ্বালানী কাঠ। উনুনের আগুন ধরাইবার জন্য ছোট ছোট করিয়া কাটা কাঠ বা বাঁশের খণ্ড। কাষ্ঠ নাহি খড়ি নাহি। নাঃ ৮৩ পৃঃ। দেখিল আসিয়া বেটা খড়ি চুরি করে। নাঃ ২৫৩ পৃঃ।

খড়্গা—আজ্ঞাচক্র। horn, a peak, (a mystic term)—শ্রীসেন। খড়্গা ভেদিয়া বিষ (বিশ) গগন শিখরে। (বিশ = প্রবেশ কর। গগন শিখর—সহস্রার) বিঃ ১১০ পৃঃ। খড়্গা ভেদি উঠে ভার গগন শিখরে। বিঃ ৩৯ পৃঃ।

খনি—বসন। Fine (silk) cloth—শ্রীসেন। পরিয়া বিচিত্র খনি। বিঃ ৯৮।

খলা—বাড়ীর বাহিরে অবস্থিত ধান, চাল, কাপড় ইত্যাদি শুখাইবার পরিষ্কৃত স্থান। cf. ধানের খলা, মাছের খলা, ধোপার খলা ইত্যাদি—শ্রীহট্ট। পদ্মার কাপড় আছে খলার ভিতর। নাঃ ১৬৯ পৃঃ।

খাউজাইবার—চুলকাইবার। খাউজ = চুলকনা—শ্রীহট্ট। cf. বিখাউজ। খানি চারি ঝাটা লইল দাউদ খাউজাইবার। নাঃ ৩৫ পৃঃ।

খাখার, খাখারী—নিন্দা। খাখার রাখিলা ত্রিভুবন। নাঃ ৭৬ পৃঃ। না রাখিও আপন খাখারী। নাঃ ৪৮ পৃঃ।

খাণ্ডার—অতিশয়। ঝগড়াটে। অতিশয় জোরে। য়েড়িল খাণ্ডার কোব। নাঃ ১৭৪ পৃঃ।

খিনি—ক্ষীণ। সরু। অতি খিনি মাঝাখানি। বিঃ ৯৮ পৃঃ।

খিরিসা—খির্সা, ক্ষীর। খিরিসা করিল দুগ্ধ। নাঃ ৫৮ পৃঃ।

খিলভূঞী—অনাবাদ জমি। পতিত জমি। বহুকালের অনাবাদী পতিত জমীকে 'খিলভূঁই' বলে। এই জমীর মাটী অতি শক্ত ও চাপ বাঁধা সেইজন্য ভাল লাঙ্গল দিয়া এই জাতীয় জমি চাষ করা হয় না। যে লাঙ্গলের ফাল ও মুখ ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে তাহাকে 'মুড়ালাঙ্গল' বলে। মুড়া শব্দ দ্বারা কর্তিত বৃক্ষের গোড়াও বুঝায়। খিলভূমী চাষ করিবার কালে এই জাতীয় ক্ষয়িতমুখ শক্ত লাঙ্গলও ভাঙ্গিয়া যায়। খিলভুঞীর চাসে যেন মুড়া লাঙ্গল ফোটে। নাঃ ২৫৪ পৃঃ।

খুটি—খুটিয়া। ঠোঁটে করিয়া। নির্ম্মল জল খুটি খাইলাম। নাঃ ১৮ পৃঃ।

খেতা—কাঁথা। কন্থা। লাগ পাইলে নিব চণ্ডি খেতা কাড়িয়া। নাঃ ৭ পৃঃ।

খেনে কনা—খেনেক না। ক্ষেণেক না। একবারও না। খেনেক না খাইলা অর্ন্য তুমি করি রন্ধন। নাঃ ৬৬ পৃঃ।

খেও—ক্ষেপ। cf. ক্ষিপ্। মাছ ধরিবার জন্য জাল ফেলা। দুই ভাই মিলি জলে ফেলিলেক খেও। নাঃ ৩১৬ পৃঃ।

খেমা—ক্ষান্ত। ক্ষমা। শান্তি। ছয়মাস থাকুক মায়ে চিত্তে খেমা দিয়া। নাঃ ১০৭ পৃঃ।

খোমধুতি—ক্ষৌম বসন। কৌষেয় বাস। Silk—শ্রীসেন। খোম-ধুতি পরিধান সদাই কম্পিতে। বিঃ ৬০ পৃঃ।

খোলা ছেই—নারিকেল ও সুপারির পাতাকে ছৈ বলে, যে অংশ পাতাকে গাছের সঙ্গে যুড়িয়া রাখে তাহার নাম খুল বা খোল—শ্রীহট্ট। সুতরাং খোলা ছৈই—খোলা বা খুল্ শুষ্ক ছৈ। Pot Sherd—শ্রীসেন। খোলা ছেই হেন জলে ভাসিয়া বেড়ায়। বিঃ ৭৩ পৃঃ।

খোলের মাঞ্জুস—কলার পেটো দিয়া প্রস্তুত বাক্সের ন্যায় গৃহ। এই

গৃহটি ভেলার উপর প্রস্তুত করিবার জন্য বেউলা নির্দেশ দিয়াছিলেন। হাতের কঙ্কণ ধর খোলের মাঞ্জুস গড়। না: ১০২ পৃ:।

গগন শিখরে—সহস্রারে।

গঠিলা—গড়িলা। গঠন করিলে। মাঞ্জুস গঠিলা কার বোলে। না: ৩০৭ পৃ:।

গতিয়ে—গতিতে। পবনের গতিয়ে গেলা। না: ২২৬ পৃ:।

গন্ধেশ্বরী—গন্ধবনিক সমাজের কুলদেবী। ইনি চতুর্ভূজা সিংহ-বাহিনী। ইনি জগদ্ধাত্রীরই এক রূপ। গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে। বি: ১৪২ পৃ:।

গলই—গলুই। নৌকার মাথা। গলই—শ্রীহট্ট। গলই চাপিয়া মাত্র নায়ে ভরা দিল। বি: ১৫৭ পৃ:।

গাও—গাত্র। গা। গাও, গা—শ্রীহট্ট। গাও ছাইল বিষে।

গাঙ্গ—নদী। গাঙ্গ—শ্রীহট্ট। দেখিয়া ত্রিবেণী গাঙ্গ। বি: ১৪২ পৃ:। নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে। না: ১০২ পৃ:।

গাঞীন, গাএণ—গায়েন। গায়িন। গাইন—শ্রীহট্ট। cf. বাইন—বাজনাদার (খোল)। গাইল গাঞীন চন্দ্রপতি। না: ৬৪ পৃ:।

গাড়র—ভেড়া। মেড়া শ্রীহট্ট। ram শ্রীসেন। লোহার গাড়র। বি: পৃ: ১৮৮। জিয়াইয়া ধন্বন্তরি গাড়র মূরতি করি জতনে রাখিলা রসাতলে। বি: ১১৬ পৃ:। ছাগল গাড়র বেউলা দিতে আছে বলি না, ৪৯ পৃ:।

বি: দ্র:—মিশরে অসুরকে ঈগলপাখীর আকারে মমি করিয়া মৃত্যু লোকে রাখা হইয়াছিল। সেইরূপ কোনও পদ্ধতির ইঙ্গিত নহে তো। কারণ গাড়র শব্দ গারুড়ি শব্দের অপভ্রংশও হইতে পারে। গরুড়—শ্যেন—ঈগলপাখী।

গাড়ি—গাড়িয়া। পুতিয়া। গাড়ি-শ্রীহট্ট। cf. গাহ্‌ড়া—কুণ্ড, খাল শ্রীহট্ট। তোমাকে কাটিয়া আজ ফালাইব গাড়ি না ১০ পৃঃ।

গারুড়ি—গরুড় সম্বন্ধীয়। গরুড় সর্পের শত্রু! সেই জন্ম সর্পচিকিৎসাকে গারুড়ি বিদ্যা বলে। তাই ওঝাও গারুড়ি। না করিও দাহন গারুড়ি গুণমনি বিঃ ১১৫ পৃঃ।

গাবধূনা—গাব বৃক্ষের ফল হইতে একপ্রকার রস বাহির হয় তাহা নৌকা বা জালে লাগাইলে জল হইতে কাষ্ঠের বা সুতার যে পচন তাহ নিবারণ হইয়া থাকে। ইহার সহিত ধুনা মিশাইয়া একপ্রকার কাদার ন্যায় পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহা নৌকাতে জল উঠা বন্ধ করিবার জন্য তক্তার প্রত্যেক জোড়ের ভিতরে প্রদান করা হয়। Raisin of the gab tree—শ্রীসেন। গাব ধুনা দিয়া তরী ভাসাইল জলে। বিঃ ১৩৯ পৃঃ।

গাবর—নৌকার মাঝি। শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলে—অর্থাৎ যে অঞ্চলে বৎসরে ছয় মাস জল থাকে,—অতি সরল কিন্তু দক্ষ নৌকা চালক লোক বাস করে। আদিতে হয়ত ইহারাই গাবর বা নৌকার মাঝি ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে গাবর শব্দটি 'বুদ্ধিহীন', 'মূর্খ' এই সকল অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এবং কালে ভাটি দেশের সকল লোককেই নির্বিচারে 'গাবর বা বুদ্ধিহীন' বলা হইতে থাকে। জোয়ান গাবর লইয়া নায়ে চড়ে সাজি। না ১৮৪ পৃঃ।

গাহুল বয়ুল—গান বাদ্যের দল। Members of a marching army or Procession carrynig a tall bamboo staff ১৮৭ পৃঃ। শ্রীসেন। গাহুল বয়ুল উঠে চোঙ্গে (বাঁশীতি) [চোঙ্গে] বানা। বিঃ, ৩৮৭ পৃঃ। গাহুল বয়ুল পড়ে লেখা নাহি তার। বিঃ ৭৪ পৃঃ।

গিবক জুবতি—গ্রীবাতে সুন্দর ভাবে লগ্ন। of the neck শ্রীসেন। গলাতে হার বিশেষ। গিবক জুবতি কেয়াপাতি অতি। বিঃ ১৯।

গুণ—দড়ি। রজ্জু। উজান নদীতে নৌকাকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য মাস্তলের শীর্ষের সহিত যে দড়ি বাঁধা হয় তাহাকে গুণ বলে। ইহা গুণ শব্দের বিশেষ ব্যবহার। বড় নৌকা হইলে ৫।৬টী লোক সেই দড়ি ধরিয়া টানিয়া তবে নৌকা লইয়া যাইতে পারে। গুণ ছীড়ি। নাঃ ২৩৪ পৃঃ।

গুণবেরুয়া—যে বাঁশের খণ্ডে গুণ জড়ান থাকে। cf বেরা=জড়ান।

গুরা—গুড়া। গোড়া—শ্রীহট্ট। নৌকার দুই পার্শ্বের বাতাকে সংযুক্ত করিয়া যে কাষ্ঠখণ্ড অবস্থান করে তাহাকে গুড়া বলে। ইহা দ্বারা নৌকার শক্তি বৃদ্ধি হয়। বজ্রনাথি মারিল ডিঙ্গার উপারিল গুরা। নাঃ ২৩৬ পৃঃ।

গুরি—গৌরি। কন্যা। নারী। গরি, শ্রীহট্ট। fair complexioned girl, শ্রীসেন। শুন প্রাণেশ্বরি গুরি। বিঃ ১৯৯ পৃঃ। বেহুলা সুন্দরি গুরি। বিঃ ১৯৯ পৃঃ।

গোড়াইয়া—গড়াইয়া। জল গড়ান। শিব গৃহিণী গঙ্গা তো নদী। সুতরাং তিনি শিবের সঙ্গে জলের মতনই গড়াইয়া গড়াইয়া যাইতে পারেন। having closely followed, শ্রীসেন। তব অঙ্গীকার পাই পশ্চাৎ গোড়াইয়া জাই। বিঃ ৯ পৃঃ।

গোড়ানি—গোড়=পদ (হিন্দী ব্যবহার) পদ-উৎক্ষিপ্ত জল। সাতরাইবার সময় পায়ের আঘাতে উৎক্ষিপ্ত জল। foot wash water, শ্রীসেন। কোন গর্বে মোর অঙ্গে দিলা তো গোড়ানি। বিঃ ১৭১ পৃঃ।

গোড়ালি—গুল্ফ। মুরা (পায়ের) শ্রীহট্ট।

গৌরব—সম্মান। সম্ভ্রম। খুশীমন। পদ্মাদেখি বাসুকি গৌরব না মতে। বিঃ ১৩ পৃঃ।

'ঘটাইয়া—স্থির করিয়া। সংঘটন করিয়া। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির

করা। cf. ঘটক। সেহি কন্যা ঘটাইয়া দিবত নিশ্চয়। নাঃ ২৭৮ পৃঃ।

ঘণ্ট—ঘাট। খেয়াঘাট। কথ্য শব্দকে সংস্কৃতে পরিণত করিবার প্রয়াস। ঘণ্টপাড়ে দাড়ায়া শঙ্কর। নাঃ ৮ পৃঃ।

ঘাই—ছিদ্র। পথ। cf. বোতামের ঘাই। মাছের ঘাই, জল ছিদ্র করিয়া মাছের বাতাস গ্রহণ। Small opening in a dyke or embankment—শ্রীসেন। আলি বান্ধি ঘাই কাটি পাতয়ে দোহাড়ি। বিঃ ১২৫ পৃঃ।

ঘুচ—সরিয়া যাও। clear up, শ্রীসেন। ঘুচা—খোলা। দরজা ঘুচান—দরজা খোলা। দরজা ঘচাও—শ্রীহট্ট। দূর ঘুচ ভাঙ্গড় মনিসা। নাঃ ৯ পৃঃ।

ঘুটা—আলোড়ন করা। দাল ঘুটা। cf. ঘুটনী। ঘুটা দিয়া—দালে যেমন ঘুটনী দেয় তেমনি উদরে শিং প্রবেশ করাইয়া নাড়া দিয়া। ঘুঁটা দিয়া হুঙ্কারিয়া বার-কত লোফে। বিঃ ২৪ পৃঃ।

ঘুমালি—নিদ্রার দেবী। ঘুমপরী। নিদালি ঘুমালি কালী। বিঃ ২০০ পৃঃ। Magic that puts everybody to sleep. —শ্রীসেন।

ঘৃতকুপ—ঘৃতের ঘট। কুপ, কুপী—ঘট, শ্রীহট্ট। cf. তেলের কুপী। ঘৃতকুপে জ্যাবড়াইয়া। বিঃ ৫৩ পৃঃ।

চন্দ্রসূর্য—ইড়াপিঙ্গলা নাড়ী।

চব্বুট—ঠাট্টা। নাতি বৌহারি জানি, চব্বুট করিলাম য়ামি। নাঃ ১৫৯ পৃঃ।

চরণ—চারণ। বিস্তার করিয়া। বাড়িয়া। ভাত বাড়িয়া। mistake for রচন 'putting in'—শ্রীসেন। সুবর্ণের থালে অন্ন করিয়া চরণ। বিঃ ১৫০ পৃঃ।

চাছা—পরিষ্কার করা। ঘাস চাছা। বাখারি চাছা। বাঁশের বাখারীর গাট ইত্যাদি চাছিয়া পরিষ্কার করা।

চার—আহার। cf. আচার, মাছের চার। তথিবৈসে চার করি। বিঃ ১৪ পৃঃ

চালের বাতা—চালবাঁধা বাখারি। খড়ের ঘরের চালেই এই প্রকার বাখারী থাকে। চালের মুখ। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর সাপ থাকে, সেই অঞ্চলের লোকের গৃহের চালের বাতায় বর্ষার সময় সাপ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। আর বুড়ি কয় কথা, ধরিয়া চালের বাতা। নাঃ ৩৮ পৃঃ।

চাবা—সুপারী খাওয়া শেষ হইলে যে অবশিষ্ট পদার্থ মুখ হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহাকে চাবা বলে। চাবা ডাবর বা অন্য কোনও পাত্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। চাবা ফেলাইতে দিল পিত্তলের বাটী। নাঃ ২৪৬ পৃঃ।

চাহিয়া—দেখিয়া। পাঠ করিয়া। পদ্মাপুরাণ চাহিয়া পূজা করাইল—করএ ব্রাহ্মণে। নাঃ ২৮, ৩৩৫ পৃঃ।

চিনি—চিনিয়া। ঝাটে করি চিনি আন মিঠা নারিকেল। নাঃ ২১৫ পৃঃ। নাইর্কল, নাইরল, শ্রীহট্ট।

চিয়—চৈতন্য লাভ কর। নিদ্রা হইতে উঠ। জাগ। বাঁচিয়া উঠ। Wake up—শ্রীসেন। চিয়াএ প্রাণের জায়া। বিঃ ১০৯ পৃঃ। চিয়াইয়া—চেতন হইয়া। জাগিয়া। জিয়া, জিতা হইয়া—শ্রীহট্ট। বারেক সম্বোধ চিয়াইয়া। বিঃ ৩৫ পৃঃ।

চিরণদাতি—চিরুণির দাঁতের মত সরু দাঁত যাহার। চিরণ—চিরুণ। উর্চ্চ কপালী বধূ চিরণদাতি। নাঃ পৃঃ ৯৭।

চেলাইয়া—চেতাইয়া। জাগাইয়া। চালাইয়া, ঘুম ভাঙ্গাইয়া,

শ্রীহট্ট। চেলাইআ তোল অম্মা লয্য জাউক ঘর। নাঃ ২৯ পৃঃ (foot note)।

চৌখে—চক্ষে। চক্ষুতে। হায়ল্ল দিয়া কৈল গিয়া চণ্ডিকার চৌখে। নাঃ ৪ পৃঃ।

ছইঘর—নৌকার ছাউনি। ছইয়া, ঘুম্‌টী—শ্রীহট্ট। deck cabin —শ্রীসেন। বহু দূর হৈতে জার ছই ঘর দেখি। বিঃ ১৪২ পৃঃ

ছইয়া—ছুঁইয়া। স্পর্শ করিয়া। ছইয়া—শ্রীহট্ট। ছইয়া মানুষ গিলে। বিঃ ১৪৬, ১৪৮। having darted down and snatched away, making a sudden dash—শ্রীসেন।

ছড়ি—সাপের খোলস। ছড়, ছাল শ্রীহট্ট। তার উপরে পাতে নাগেশ্বরী বাঘের ছড়ি। নাঃ পৃঃ ৩।

ছড়ি—কলার কাঁদি। এক_এক ছড়ি বেচিব দশ দশ বুড়ি। নাঃ ১০৩ পৃঃ।

ছা—শাবক। বাচ্চা। ছাও—শ্রীহট্ট। দুই গোটা ছা তার গলায় তুরিতে। বিঃ ২৪ পৃঃ।

ছাঁন্দনা—চাঁদোয়া। চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিত স্থান। Canopied area—শ্রীসেন। ফটিকের স্তম্ভমধ্যে বিচিত্র ছান্দনা বান্দে। বিঃ ১৫২ পৃঃ।

ছায়নি—ছাউনি। ছানি—শ্রীহট্ট। বিচিত্র ময়ুর পাখে করিল ছায়নি। বিঃ ১৯ পৃঃ। চাহনি। শুভদৃষ্টি। নিশ্চয় আজি তোর নাহিক বিঘ্ন আর। ছায়নি করহ দম্পতী। বিঃ ১৯৩ পৃঃ।

ছুলিলেক—খোসা ছড়াইল। ছুলা—খোসা ছড়ানা, মাথার চুল খুর দিয়া কামানো, কোদাল দিয়া ঘাস পরিষ্কার করা। ছুলা—চাছা।

চাছা ছুলা—পরিষ্কার, শ্রীহট্ট। ছুলিলেক নারিকেল উত্তম করিয়া। নাঃ ২১৬ পৃঃ।

ছুটা—বন্ধন মোচন করা। ছুটা করি—ছুটাইয়া, ছুড়াইয়া—শ্রীহট্ট। cf. ছুটী। ছুটা করি আন গিয়া বণিক নন্দন। নাঃ ২০৮। দৌড়িয়া যাওয়া। ছুটিয়া যাওয়া। cf. ঘোড়া ছুটাইয়া।

ছেচুরিয়া—ছ্যাচড়াইয়া। মাটীর উপর দিয়া টানিয়া। ছেচুরিয়া আনিল চান্দোরে। নাঃ ২৫১ পৃঃ।

জটীয়া—জটাধারী, শিব। চণ্ডি বলে স্থন সিব জটীয়া ভাঙ্গড়। নাঃ ৩ পৃঃ।

জম—মৃত্যুর অধিপতি। জমালয়ই নরক। নরকের ধারণা ভারতীয় নহে। ইহা প্রথম পারসীকগণের ভিতর উদয় হয় এবং পরে হিব্রুরা পারসীকগণের নিকট হইতে এই ধারণা পায়। সুতরাং নরকে পাপী গণের শাস্তির কাহিনী ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে।

পাপ ও পাপের কল্পনাও বহিরাগত। তাই আমরা যখন পাঠ করি "পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব। ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ ॥" তখন আমরা স্পষ্টতঃ সেমিটিক জাতিদের প্রার্থনাটিই সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ করি মাত্র। হিন্দুরা কোনও দিন নিজেকে পাপসম্ভব বলিতে পারে না। ইহা পারেন সেমিটিক জাতিরা কারণ তাহারা বিশ্বাস করেন ইভের প্ররোচনায় আদম যে দিন জ্ঞানবৃক্ষের ফল আহার করিলেন, সেই দিন হইতেই Original Sin বা আদি পাপের সৃজন।

বেদে বৈবস্বত যমের কাহিনী আছে। তিনি পিতৃলোকের অধীশ্বর। তাঁর দরজা চারিচক্ষু-কুকুর পাহারা দেয়। এই কুকুরের আহারের জন্য মৃতের সঙ্গে ছাগ বা হরিণ প্রদত্ত হইত। পিতৃলোকে মৃত্যুর

পর সকলেরই যাইবার কথা। সেইস্থানে মৃতব্যক্তি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যমপুরীতে আনন্দে বাস করেন। কর্মফলের কোনও বালাই নেই। এই পিতৃলোকই পরে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক ও শিবলোক, স্বর্গ, বেহেস্ত ও Heavenএ পরিণত হইয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল এক বংশের লোক এক স্থানে থাকিবে। পরে তাহা পরিবর্তিত হইয়া নূতন ধারণা হইল যে একধর্মের লোক বা এক দেবতার উপাসক একস্থানে বা এক স্বর্গে গমন করিবে।

জম চৈর্দ্দি জন—চৌদ্দ জন জম। মহিষবাহনে আইলা জম চৈর্দ্দি জন। নাঃ ১৪৭ পৃঃ। সাজি চলে চৈর্দ্দিজন জম। নাঃ পৃঃ ১৭২।

জয় নেত—বিজয় কেতন। জয়ধ্বজ। ধ্বজ। বস্ত্রখণ্ড বিশেষ। জয় নেত সিদ্ধিঝুলি, যদি হরে বিষহরি। বিঃ ৩১।

জর্ম—জন্ম। জর্ম—শ্রীহট্ট। জর্মভিকারী বাউল বচন মাত্র সার। নাঃ ৭ পৃঃ।

জাতিয়া—চাপিয়া। চাপা দিয়া ধরিয়া। কথগুলা ঢেউয়ে জাতিয়া কৈল তল। নাঃ ১৩১ পৃঃ।

জাদ—কবরীবন্ধনের জালী বিশেষ। চাঁদমালা। বিচিত্র বন্ধন জাদে। বিঃ ১০৩ পৃঃ।

জানিতা—জানিতেন। জানিতা—আপনি জানিতেন—শ্রীহট্ট। you had known.—শ্রীসেন। জানিতা যে মহাজ্ঞান। বিঃ ১৩৯ পৃঃ।

জাবড়াইয়া—জলে নিমজ্জন করিয়া। ভিজাইয়া। জব্‌জবা—সিক্ত শ্রীহট্ট। কাপড় ভিজিয়া জব্‌জবা।

জালি—লাউ কুমড়ার কচি ফল। জালি কুমড়া দিয়া রাঁধে চিতলের কোল। নাঃ ১৮১ পৃঃ। কোল—কুর, শ্রীহট্ট—ক্রোড়।

জিয়—জীবিত থাক। সতেক বৎসর জিয়। নাঃ ৬৭ পৃঃ।

জিয়া—জীবিত হইয়া। মনসার বরে জিয়া উঠিল হুসেন। বিঃ ৮৯ পৃঃ। নেতা বলে জিয়া থাক চন্দ্র দিবাকর। নাঃ ১৪১ পৃঃ।

জিরা—ক্ষুদ্র। সরু। জিরার মত। জিরা চাউলে সোনাই মোচা বান্ধিয়া। নাঃ ৬৮ পৃঃ।

জিল, জীল—জীবিত হইল। জিল—শ্রীহট্ট। came back to life—শ্রীসেন। শতেক কুমার জীল। বিঃ ১০১ পৃঃ। মৃত জীল দেখিতে তরাস। বিঃ ২২৬ পৃঃ। মরিছিল জিল তবে চান্দোর কোঙর। নাঃ ৫৩ পৃঃ।

জিব—জীবিত হইবে। জিব=জিতা হইব—শ্রীহট্ট। জিব লখাই স্থির কর মন। নাঃ ৪৮ পৃঃ।

জুখি, জুখিয়া—মাপিয়া। ওজন করিয়া। having measured accurately—শ্রীসেন। জুখি দিবা দসগুণ। নাঃ ২১২ পৃঃ। বিস জুখিয়া দেয় নাগের সদনে। নাঃ ৭৩ পৃঃ। আপনি জুখিয়া বিষ দেই পদ্মাবালি। বিঃ ৪০ পৃঃ।

জুড়িয়া—বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া। কন্যাজুড়া। কাজ জুড়া—কাজ আরম্ভ করা। কার কন্যা জুড়িবা। নাঃ ২৭৮ পৃঃ।

জুতি—জ্যোতি। অরুণ অনুজ জুতি। (অরুণ অনুজ=সূর্য।) বিঃ ২৮১ পৃঃ।

জে করিমু—যাহা করিব। জে করিমু কানিরে আমার মনে জাগে। নাঃ ১০২ পৃঃ। জুতি যেন বিজুলি ঝঙ্কার। বিঃ ২০১ পৃঃ।

জেটী—জেষ্ঠি। টিকটিকি। হালি, শ্রীহট্টে। হাঁচি জেটী পড়ে যবে যাত্রা করে রায়। বিঃ ১৪০ পৃঃ।

জৈছেদ করে—যাহাতে ছেদ করে। নীলগিরিবরে জৈছেদ করে, জেন শশী যোল কলা। বিঃ ১৯০ পৃঃ। নীলগিরির নীলত্ব যেমন

চন্দ্র রশ্মিতে ছিন্ন হয় তেমনি কালচুলের কৃষ্ণত্বকে মালতীর মালা ছিন্ন বা খণ্ডিত করিয়াছে।

জোকার—হুলুধ্বনি, উলুধ্বনি। জুকাড়, শ্রীহট্ট। জয় জোকার দিয়া। নাঃ ৩৬ পৃঃ।

জোড়ের—যোড়ার। সঙ্গী। সঙ্গের। জোড়ের কৈতর মর বলে ধরি নিলা। নাঃ ১৬১ পৃঃ।

জৌর মন্দির—জতুগৃহ। ধুনা, লাক্ষা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ দিয়া প্রস্তুত মন্দির। cf. জতুগৃহ দাহ—মহাভারত। জৌর মন্দির আর কৈল হেনকালে। বিঃ ২৩৪ পৃঃ।

ঝগড়া—অস্ত্র বিশেষ। ইহা বাঁশ নির্মিত শক্ত সলাকার মুখে লোহার কলওয়ালা ফলা বসাইয়া প্রস্তুত করা হয়! বঙ্গদেশে শান্তির সময় ইহাদের ১০।১২টী একসঙ্গে আঁটি বাঁধিয়া মাছ শিকার করা হয় আর দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় একটী একটী করিয়া শত্রুর প্রতি ছুড়িয়া মারা হয়। ঝগড়া ধরিয়া ধায় নাগরিয়া লোকে। নাঃ ২৯৬ পৃঃ।

ঝাকারিয়া—ঝাড়া দিয়া। ঝাকার দিয়া। ঝাকারিয়া মনোরথ বাঘেরে পেলায়। বিঃ পৃঃ ২৪।

ঝাপান—ঝাম্পান। পাল্কী বিশেষ। নাগের ঝাপানে চড়ে, শিরে জয় নেত উড়ে। বিঃ ৯৭ পৃঃ।

ঝাপনি—ঝাপি, পেটারা। বিসের ঝাপনি পদ্মা খসায়া তখনে। নাঃ ৭৩।

ঝুরিয়া—কাঁদিয়া। বশীভূত হইয়া। প্রশংসা করিয়া। তবগুণে ঝুরিয়া মরিব সর্বজন। বিঃ ২২৭।

টাঙ্গাইল—উচ্চ করিয়া বাঁধিল। যথাস্থানে বাঁধিল। দড়াদড়ি টাঙ্গাইল। বিঃ ১৩৯ পৃঃ।

টাবিটুবি করে—হাবুডুবু খায়। পানি খাইয়া গোধা বেটা টাবিটুবি করে। নাঃ ১২০ পৃঃ।

টুঙ্গি—চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন বৈঠকখানা। বৈঠকখানা। বহির্বাটী। টঙ্গি—শ্রীহট্ট। cf. টঙ্গিচণ্ডীমণ্ডপ। বাহির টুঙ্গিতে সিব দেওয়ান করিল। নাঃ ১৪৭ পৃঃ। টঙ্গ—মাচান, রোশন চৌকির, ক্ষেত পাহারা দিবার টঙ্গ।

টেকা—টাকা। টেকা—শ্রীহট্ট। টেকার চাউল জখন কাঠার উপর।

টোকা—মাথায় দিবার জন্য পত্র নির্মিত শিরস্ত্রাণ বিশেষ। চাষীরাই ইহা ব্যবহার করে। ইহা টুপীর কাজ করে। ছাত্তা, শ্রীহট্ট। কাচি টোকা লইল কাড়িয়া। বিঃ ১৬২ পৃঃ।

টেঙ্গর—কটুভাষী। টেংরা cf. টেংরা কপালী শ্রীহট্ট। অনিষ্ট-ডিঙ্গর ছিলো খুদিয়া টেঙ্গর। বিঃ পৃঃ ১৮৫

ডম্বুর—দলবল। cf. মেঘডম্বুব। সন্তান। নিদয় বাঘিনী তুই ডম্বুব সহিতে। বিঃ পৃঃ ২৩। (তুই বাচ্ছার সহিত।)

ডাইড়—পাত্র বিশেষ। লোহার ডাইড় গড়ি দেও কড়ি বন্দি করি। নাঃ ১৯১ পৃঃ।

ডিঙ্গর—ডাগর, বড়। a daring or impertinent young-man—শ্রীসেন। বিঃ পৃঃ ১৮৫।

ডেঞাইবার—ডিঙ্গাইবার। ডেওয়া—দরজার চৌকাটের নীচের পাটা। ডেইয়া—ডিঙ্গাইয়া—শ্রীহট্ট। দেওয়াল ডেঞাইবার। নাঃ ৩৭ পৃঃ।

ঢলিলা—ঢলিয়া পড়িলা। মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সর্পাঘাত বা বিষপানে হতচেতন হওয়াকে ঢলা বলা হয়, শ্রীহট্ট। ঢলিলেক লখিন্দর। নাঃ পৃঃ ৯১।

ঢুস্—মাথা দিয়া ধাক্কা দেওয়া। ঢুস্ দেও সিংহের মাত (মাথায়)। নাঃ ৩০৬ পৃঃ।

ঢেকা মারি—ধাক্কা মারিয়া। ঠেলিয়া দিয়া। ধেক্কামারা, ধেক্কা খাওয়া—শ্রীহট্ট,। ঢেকামারি খেদালিয়া। বিঃ পৃঃ ১৫৯।

তরে, তড়ে—তটে। তড়ে যাওয়া—নদীর পার দিয়া হাটিয়া যাওয়া, শ্রীহট্ট। ব্রাহ্মণ উঠিল তড়ে। নাঃ ১৯৯ পৃঃ। তরেত উঠিয়া চান্দো জিজ্ঞাসে বচন। নাঃ ১৯২ পৃঃ।

তমু—তবু। তথাপি। yet, শ্রীসেন। ব=ম, cf. বুনি, মুনি=স্তন। তমু না দেখিলু আমি ধর্ম নিরঞ্জন। বিঃ পৃঃ ১০

তর মর—তোর মোর। তোতে আমাতে। তর মর অলঙ্কার পরিবর্ত কর। নাঃ পৃঃ ৬।

তরাতরি—ত্বরা। তাড়াতাড়ি। তরাতরি, শ্রীহট্ট। ছাগ বাহনে অগ্নি যাইলা তরাতরি। নাঃ ১৪৭ পৃঃ। শিল্পকার তরাতরি। বিঃ পৃঃ ৮৩।

তরাস—ত্রাস। ভয়। মৃত জীল দেখিতে তরাস বিঃ ২২৬ পৃঃ।

তাপা—থাবা। থাপ্পড়, থাপা, থাবা, শ্রীহট্ট। তাপা দিয়া ধরে চণ্ডি কেসের উপর। নাঃ ৩২ পৃঃ।

তাম্বের—তাম্রের। তামার। বিচিত্র তাম্বের পাত্র। বিঃ ২৬ পৃঃ।

তিক্ষণ—তীক্ষ্ণ। ধারাল। তীক্ষ্ণ—শ্রীসেন। তিক্ষণ কাটারী। বিঃ ১৯২ পৃঃ।

তিতা—ভিজা। তিতা—শ্রীহট্ট। cf. তিতিল নয়নের নীরে। তিতা বস্ত্র করি দূর। নাঃ ৩৩ পৃঃ। লোচনের জলে রাজা তিতে। বিঃ পৃঃ ৫০।

তিরাস—তৃষ্ণা। পিপাসা। তিরাস, শ্রীহট্ট। cf. আঠার অংঠার

বাঘে পানি তিরাস। লাগিলেক তিরাস ভাঙ্গি খায় খাগড়ের সাস। নাঃ ২৪৭ পৃঃ।

তিহড়ি—চুল্লী। উনুন। তিহড়ি—তিন (ত্রি) পীড়ি (পীঠ)। পাথাল-শ্রীহট্ট। Three peaked oven—শ্রীসেন। তিনটী পিড়া বা পীঠ (ইটের মত) দিয়া চুল্লী করা হয় বলিয়া ইহা তিহড়ি। তিহড়ি কাটিতে নাহি স্থান। বিঃ ১৯৮ পৃঃ।

তীর—দুই পার্শ্বের খুঁটির মাথা সমান্তরাল রাখিবার জন্য দুইটি পাড়কে সংযুক্ত করিয়া যে বাঁশ বা কাঠের যোজক ব্যবহৃত হয় তাহার নাম তীর। পাড়—মাড়ইল (শ্রীহট্ট)। lower beams of a thatched roof—শ্রীসেন। তিলাটে বসায়্যা তীর। বিঃ ৮৩ পৃঃ।

তেই—তাই। সেই কারণে। তেই এতক্ষণে রক্ষা পাও। বিঃ ৯৪ পৃঃ।

তেতৈল—তেতুল। তেতই-শ্রীহট্ট। ইচার ঠোট ভাসে যেন তেতৈলের গাছ। নাঃ ১৩২ পৃঃ। তেতৈল দিয়া অম্বল রান্ধিল খলিসা। নাঃ ৫৭ পৃঃ।

তেনমতে—সেই প্রকারের। তেন মতে উপরে উদয়। বিঃ ৯৮ পৃঃ।

তেনাপিন্ধি—ন্যাকড়া পরিধান করিয়া। তেনা—ন্যাকড়া, ন্যাতা। শ্রীহট্ট। কলার ফাটয়া দিয়া সঙ্গে দিল কানি। উভাকরি তবে পিন্ধে সাধু কাছা টানি। নাঃ ২৪৩ পৃঃ। cf. উবা লেংটী—কৌপীন।

থাউক—থাকুক। রহুক। থাউক—শ্রীহট্ট। থাক-পশ্চিমবঙ্গ। আজুকার বদল থাউক। নাঃ পৃঃ ২১৫।

থির—স্থির। নিশ্চল। অবিচল। সব এক সত্য সেই নিরঞ্জন থির। বিঃ ২৯ পৃঃ।

থুবাইতে—কুড়াইতে। থুবাইতে—শ্রীহট্ট cf, আম থুবান ৮ থুবাইতে লাগীল যেন অমূল্য রতন। নাঃ ২৪৪ পৃঃ।

থোএ—রাখে। স্থাপন করে। থয়—শ্রীহট্ট। ক্ষীরোদে মন্দার থোএ। বিঃ ২৯ পৃঃ।

দইবে—দৈবে। বিধাতার নির্বন্ধে। দইবে মরিব আমি লখিন্দর শোকে। বিঃ ২০৫ পৃঃ।

দড়—দৃঢ়। অবশ্য। ঠিক। নিশ্চয়ই। দড় মৈল ত্রিভুবনেশ্বর। বিঃ ৩৭ পৃঃ। দড়াইয়া—দড় করিয়া। প্রতিজ্ঞা করিয়া। ঋষির বচনে হর সত্য দড়াইয়া। বিঃ ৫। দড়াইলাম—প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই কর্ম করিব দড়াইলাম আমি। নাঃ ১৫০ পৃঃ।

দড়া—মোটা রজ্জু। cf. দড়াদড়ি।

দয়ার—স্নেহের। বর দয়ার য়ামি বিপুলা মর নাম। নাঃ পৃঃ ৩৫১ ৷৷ এত দয়ার তুমি বিপুলা সুন্দরি। নাঃ ৬৫ পৃঃ।

দল কামলায়—মাটী কাটার দিন মজুর। কামলা—কমিলা, মজুর শ্রীহট্ট। দল কামলায় জেন ফেলায় কাটিয়া। নাঃ ৭৩ পৃঃ।

দশমী দুয়ারে—দশম চক্রে, ব্রহ্মরন্ধ্রে। সহস্রারে। (কৌলজ্ঞান নির্ণয়)। দশমী দুয়ারে বাপু খসাও কপাট। বি ৩৯ পৃঃ। cf. দশমী দুয়ার—আজ্ঞা চক্র। ইহাই দশম চক্র বা সহস্রারের কপাট বা দ্বার।

দাড়া—পথ। স্থল বা জল পথ। স্থলে ধান কাটার পর ধানের মাঠের উপর দিয়া যে হাটা পথ পড়ে তাহাকে দাড়া বলে। বর্ষাকালে, ধান বা ঘাসের ক্ষেতের মাঝ দিয়া নৌকা চলাচলের যে রাস্তা পড়ে তাহাকেও দাড়া বলে। cf. দাড়া দিসা—কোনও ব্যাপারের সুরাহা করা বা তাহাকে ঠিক পথে নিয়া আসা, শ্রীহট্টে। সেহি দাড়া উর্দ্ধেসে নাও বাওয়াইল। নাঃ ১৯৮ পৃঃ।

দাবাল—ধানকাটা মজুর। দাওয়া, ধানকাটা। cf. দুলালী দুর্ল্লভ স্থান পৃথিবীর মধ্যিখান। উবাইয়া (দাড়াইয়া) বাইন করে (বোনে) বইয়া (বসিয়া) দায় (ধানকাটে)। অধিক কপালের ভাগ্যে বিচের (বীজের) দুনা (দ্বিগুণ) পায়। শ্রীহট্ট। ছএ ভাস্থর দাবাল নহে দাইয়া খাইত ধান। না: ৩২২ পৃঃ।

দিদার—দ্বিধা। দুই ভাগ। তবে বোলম বসুমতি দিদার দেও (মরে)। না: ৯৮।

দিওটী, দিয়টি—দেউটী। প্রদীপ। cf. দ্যুতি। lamp, শ্রীসেন। দিওটি নির্বাণ হয়।

দির্ব—দ্রব্য। জতো দির্ব বদলিমু। বি: ১৬৫ পৃঃ।

দিষ্টে—দৃষ্টিতে। চোখে। আমার দিষ্টে যে পড়ে। না: ৭৮ পৃঃ।

দিহ—দিও। আজি আনি দিহ গঙ্গা আমার সদন। বি: পৃঃ ৫।

দুনা—দ্বিগুণ। দুনা—শ্রীহট্ট। দুনা দুনা ছাড়ে ডাক। না: ২৩৪ পৃঃ।

দেউকা—দিন। দেউকা—শ্রীহট্ট। সভাপতিক দেউকা বর দেব গদাধর। না: ৬৩ পৃঃ। পদ্মা দেউকাবর। না: পৃঃ ৩১৯।

দেবশ্চার—দেব অর্চার। দেবতা অর্চনার, পূজার। দেবশ্চার সর্জ্য লও মুক্তা সরে জাই। না: ২৮৫ পৃঃ।

দেহারা—দেবঘরা। দেবগৃহ। দেউল। মন্দির। ভাঙ্গিল দেহারা। বি: ৩৪৬ পৃঃ।

দৈত্যসুই—দৈত্যসূয়। দৈত্যহনন্ যজ্ঞ। দৈত্যসুয়—শ্রীসেন। দৈত্যসুই মহাযজ্ঞ কৈল সুভক্ষণে। বি: ৫ পৃঃ।

দোওজ—দ্বিতীয় বার। প্রভাতে উঠিব বিষ দোওজ মথনে। বি: ৩২ পৃঃ।

দোহাড়ি, ধিয়াড়ি—বাঁশের সরু কঞ্চি বা বাঁখারি নির্মিত মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ। ইহার ভিতরে মাছ ঢুকিতে পারে কিন্তু বাহির হইতে পারে না। এই জাতীয় মাছ ধরিবার যন্ত্র নমস্বদ্রগণের ভিতর প্রচলিত। ইহাদের সাধারণ নাম "বিতি"। সংস্কৃত "বৃত্তি, উপজীবিকা শব্দের অপভ্রংশ। শ্রীহট্ট এবং মুর্শিদাবাদে এই 'বিতি' শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে।

বিশেষ বিশেষ আকারের এই সকল বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। গোল পর্বতাকার বৃত্তির নাম, "কুইন" "কাজির টঙ্গি" ইত্যাদি। কুইনের আকার ছোট ইহা উচ্চতার একহাত হইতে দেড়হাত এবং বেড় দুই হাতের মত। কাজির টঙ্গি ইহার প্রায় ৫।৬ গুণ বড়। কুইনে, পাব্‌তা, টেংরা, শিঙ্গী প্রভৃতি মাছ ধরা পড়ে। ইহা কম জলে, খাল, বিল প্রভৃতিতে পাতিতে হয়। কাজির টঙ্গি, রুই কাতলা, প্রভৃতি মাছ ধরিবাব জন্য। গভীর জলে ধানের মাঝে মাঝে যে পথ থাকে তাহা দিয়াই বড় মাছ যাতায়াত করে। আর সেই পথের মুখেই এই সকল "কাজির টঙ্গি" বসান হয়। কাজির টঙ্গি সম্বন্ধে ছেলে ভুলানো গল্পও আছে। যেমন "একদিন একটি ভেড়া মাছ রাস্তা দিয়া আসিতে-ছিল। সেই সময়ে একটা রুই মাছ তাহাকে তাড়া দিয়া বলিল 'ভেড়ারে ভেড়া পথ ছাড়'। ভেড়া তখন রাগ করিয়া বলে, "রাস্তা কি তোর একার আমাকে গাল দিচ্ছিস্, চল, কাজির টঙ্গীতে।" এই বলিয়া ভেড়া রুই মাছকে পথ দেখাইয়া কাজির টঙ্গীতে লইয়া আসিয়া নিজে ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু রুই মাছ আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন ভেড়া রুইকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "কাজির টঙ্গি কেমন দেখ্‌ছিস্ তো।"

দোহাড়ি চতুষ্কোন বৃত্তি। ইহা ধানের জমির আইল কাটিয়া

বসান হয়। ধানের ক্ষেতে যে সকল ছোট ছোট মাছ (তিত্‌না) রাত্রিতে খেলা করিতে উপস্থিত হয়, তাহার দিনের আগমনে রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে এবং দোহাড়িতে বদ্ধ হয়।

পূর্বে নমস্থদ্র সমাজে জালের ব্যবহার ছিল না। মাছ ধরিবার জন্য, তাহারা তাহাদের প্রাচীন বৃত্তিই অবলম্বন করিত। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের ভাটী অঞ্চলে তাহারা তাহাদের বৃত্তি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে।

এই বাঁশ নির্মিত বৃত্তি ছাড়াও, কইমাছ ধরিবার তাহাদের এক অদ্ভুত পদ্ধতি আছে। তাহারা অর্দ্ধহাত লম্বা, অনেকগুলি নলের টুকরা প্রস্তুত করিয়া তাহাদের মাঝখানে একটী করিয়া সরু দড়ি পরাইয়া দেয়। সেই দড়ির মাথায় একটী বাঁশের সরু খড়কে থাকে। এই সরু খড়কের দুই মুখ এক করিয়া ফড়িং গাথিয়া দেওয়া হয়। তখন খড়কেটা কতকটা ধনুকের মত হইয়া পড়ে। কই মাছ সেই ফড়িং খাইতে আসিলে, ফড়িং খাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই খড়কেটী সোজা হইয়া কৈ মাছের দুই কানের ভিতর এমন ভাবে ঢুকিয়া পড়ে যে আর তাহার মুখ বন্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে না। মানুষের এইপ্রকার অসহায় অবস্থা হইলে তাহাকেও ঠাট্টা করিয়া বলা হয় "ডাটিয়ার কৈ"। a contraption for catching fish in shallow running water—শ্রীসেন। আলি বান্ধি ঘাই কাটি পাতয়ে দোহাড়ি। বিঃ ১২৫। ধিয়াড়িত মৎস দেখে রহিছে বাঝিয়া। নাঃ ৭৪ পৃঃ।

ধনুকের হুল—ধনুকের ছিলা।

ধন্বন্তরিগণ—ধন্বন্তরির গণ, আত্মীয়স্বজন, পরিবার।

ধিক্ সত্য--অলঙ্ঘনীয় সত্য। যে সত্য লাঞ্ছিত হইলে সকলের নিকট ধিক্কৃত হইতে হয়। আস্তিক বলয়ে ধিক্ সত্য কর তুমি। বিঃ ৫৫ পৃঃ।

ধূর্ম—ধুম। ধূম্র। দশদিগ অন্ধকার মহাধূর্ম হৈল। বিঃ ৩৩ পৃঃ।

নইল—না হইল। ডিঙ্গা নইল তল। নাঃ ২২৯ পৃঃ।

নড়—গমন করা। নড়া চলা। লড়া-শ্রীহট্ট। লড়-দৌড় দেওয়া। জার যেই স্থানে নড় হরসিত হইয়া। বিঃ ৪৪ পৃঃ।

নড়ি—লাঠি। আশ্রয়। cf. বৃদ্ধের নড়ি। walking stick—শ্রীসেন। মোর দুই পুত্র সই কিছু নাহি নড়ি। বিঃ ১২১ পৃঃ

নবাত—নূতন আক বা খেজুর গুড়ের পাটালি। Candid Sugar—শ্রীসেন। দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাত। বিঃ পৃঃ ১৫০।

নরকান্দে চড়ে—পূর্বে বঙ্গদেশে বর বা কনেকে বিবাহের সময়ে মাটীতে পা দিতে দেওয়া হইত না। তাই বর ও কনেকে খাটের উপরে শূন্যে তুলিয়া ধরা হইত। বরের খাট স্থির থাকিত আর কনের খাটে বাহকগণ কনেকে নিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করাইত।

এই রীতি প্রচলনের কারণ যে কি ছিল, তাহা এখন বলা শক্ত। তবে বরকে "বিষ্ণু পুরুষ" বলিয়া গ্রহণ করা হইত এবং কন্যাদানের সময় কন্যার পিতা বরকে বিষ্ণু জ্ঞানেই পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন।

বৈদিক বিষ্ণু আদিত্যেরই এক রূপ। তাহা হইলে, কন্যা নিশ্চয়ই সোম বা গৌরী। কারণ সোম—গৌরী—আদিত্যের শক্তি।

এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, আদিত্য উপাসনাতে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহাই বরের উপর আরোপ করা হয়।

বরকে শিলের উপর দাড় করাইয়া স্নান করাইবার প্রথা আছে। এই শিলের একটা নাম "আকাটাপুকুর"। আকাটা পুকুর—অখনিত পুষ্করিণী—হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদি।

প্রস্তরকে যখন আকাটাপুকুর বলা হয় তখন বুঝিতে হইবে প্রস্তরখণ্ড সেই আকাটা পুকুরেই অবস্থিত। পুরাণ কাহিনী হইতে আমরা জানিতে

পারি যে ক্ষীরোদ সাগর বা আকাশ সমুদ্রে তিনটী পর্বত রহিয়াছে, উদয়াচল, মেরু ও অস্তাচল। এই তিন পর্বতের শৃঙ্গে আদিত্য অবস্থান করেন। বরকে আদিত্য বলিয়া নির্দেশ করিলে, যে শিলের উপর তিনি দাড়াইলেন, তাহা নিশ্চয়ই ক্ষিরোদ সাগরে অবস্থিত তিনটী পর্বতের একটী হইবে। বর যৌবন অবস্থায় থাকার দরুণ তিনি আদিত্যের যৌবন রূপ মধ্যাহ্ন সূর্যের সহিত তুলনীয়। মধ্যাহ্ন সূর্য মেরুতে অবস্থান করেন সুতরাং প্রস্তরটী মেরু পর্বতের প্রতীক। ইহা আকাটা পুকুরে বা ক্ষীরোদ সাগরে আছে।

এই আকাটা পুকুরের ব্যবহার ছেলেদের অন্নপ্রাশনের সময়ও হইয়া থাকে। মানব তখন শিশু, সুতরাং তাহার সহিত প্রাতঃসূর্যের তুলনা। তাই অন্নপ্রাশনের সময় যে "আকাটাপুকুর" প্রস্তর ব্যবহৃত হয় তাহা 'উদয়াচলের' প্রতীক হইবে।

এই উদয়াচলের প্রতীকের চারিকোণায় চারিটি কলাগাছ পুতিয়া ইহাকে বৈদিক যূপের পর্য্যায়ে উন্নীত করা হইয়া থাকে।

অস্তাচলের ব্যবহার উত্তর প্রদেশের 'থারু' নামক পার্ব্বত্য জাতির ভিতর এখনও প্রচলিত আছে। ইহাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি করিয়া মাটীর স্তূপ আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে প্রথমে একদিন এই স্তূপের উপর রাখিয়া পরে তাহার সৎকার করা হয়। বুর লখিন্দরে নর-কান্দে চড়ে। বিঃ ১৯১ পৃঃ।

নলি—সুতা জড়াইবার জন্য নলের ছোট ছোট টুকরা। ইহা মাকুতে পরান হয়।

নহিয়—না হইও, হইও না। পাত্র মিত্র বলে রাজা নহিয় চঞ্চল। বিঃ, ১০২ পৃঃ। নহিব—না হইবে, হইবে না। নাগভয় কদাচিত্ নহিব তোমার। বিঃ ৪৬ পৃঃ। নাদিব সুরভি-দান নহিব নিকট। বিঃ ৯৩ পৃঃ।

না—নৌকা। বেহুলা বলয়ে মা সমুদ্রের সপ্ত না। বিঃ ২২৩ পৃঃ। boat-শ্রীসেন। নাও—নাব। নৌকা। আসিলেক নাও ঘাট। নাঃ ৬৭ পৃঃ।

নাকুড়ি—লাকড়ি। জ্বালানিকাঠ। লাকড়ি—শ্রীহট্ট। faggots-শ্রীসেন। নাকুড়ি আনিয়া চুলা জ্বালিবারে জায়। বিঃ ৮০ পৃঃ।

নাগপুরী—পাতাল। cf. নাগলোক। কন্যা বিভা দিয়া সঙ্ক গেল নাগপুরী। বিঃ ৯৫ পৃঃ। নাগবাচা—নাগবিদ্যা। নাগ ভাষা। occult control over serpents—শ্রীসেন। ত্রাসে সভে বলে বুড়ি নাগ-বাচা জানে। বিঃ ৬০ পৃঃ। নাগ শিখাইয়া—নাগকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া। নাগকে দংশন করিতে শিক্ষা দিয়া। সভেরে খাইবে আজি নাগ শিখাইয়া। বিঃ ৬০ পৃঃ। নাগ শয়নে—জলে নিমজ্জিত হইয়া। নাগ—মেঘ (বিষ্ণু-শয্যা), হস্তী, প্রস্রবন, জল, হ্রদ (কাশ্মীরি ভাষা)। ক্ষণে নাগ শয়নে। বিঃ পৃঃ ৬। নাগের ঝাপান, ঝাম্পান—নাগরথ। নাগ বাহিত রথ। ঝাম্পান, ঝাপান palanquin, শ্রীসেন। নাগের ঝাপানে চড়ে, শিরে জয়নেত উড়ে। বিঃ ৯৭ পৃঃ

নাবাল—কাদামাটি। পলিমাটি। নদীর ধারের পলিমাটি। মানুষ বা পশু ইহাতে পড়িলে আটকাইয়া যায় এবং ক্রমে নীচে নামিতে আরম্ভ করে। উঠিতে না পারিয়া স্থির হইয়া থাকিতে হয়। পদ্মার মায়ায় গরুগুলির এই দশা হয়। a hole, a pit—শ্রীসেন। পদ্মার মায়ায় তথা নাবাল হইল। বিঃ ৬০ পৃঃ।

নায়ের তলে—নৌকার নীচে। ধনারে নায়ের তলে ধরিল পাড়িয়া। নাঃ, ১২৫ পৃঃ।

নারিব দেখিতে—সহ্য করিতে পারিব না। দেখ্‌তে পারি না, সহ্য করিতে পারিনা। হর বলে চণ্ডী তোমা নারিব দেখিতে। বিঃ ১৫ পৃঃ।

নালিয়া—নালিতা। পাট। নালিয়া—শ্রীহট্ট। নালিয়া খেতে বুনিয়া জাই সিদ্ধ আমন ধান। নাঃ ১০৬ পৃঃ।

নিখিল—লিখিল। নিশ্চয় মরণ মর নিখিল গোসাঞী। বিঃ ১২৬ পৃঃ।

নিবাড়—নি-বাড়, ভাসিয়া উঠা। মাটি হইতে উচ্চ হইয়া উঠা। প্রস্তুত। complete—শ্রীসেন। দেয়াল নিবাড় করি। বিঃ ৮৩ পৃঃ।

নিয়ড়—নিকট। ক্রোধমুখে আসি ব্যাঘ্র তাহার নিয়ড়। বিঃ পৃঃ ২৪।

নিরক্ষর তন্ত্রে—আত্মতত্ত্বে। ব্রহ্মজ্ঞানে। অক্ষর=ব্রহ্ম=নিরাকার। The unwritten Tantra—শ্রীসেন। তন্ত্র=তত্ত্ব। ধনামনা চাহে দেবী নিরক্ষর তন্ত্রে। নাঃ, ১২২ পৃঃ।

নিরঞ্জন—নির্মল। Intangible God—শ্রীসেন। নিরঞ্জন মুর্তির্ময়। নাঃ ৭০ পৃঃ। ধর্ম—তপকরে শঙ্কর দেখিতে নিরঞ্জন। বিঃ ৫ পৃঃ।

নিরস্ত—উদ্যমহীন। চুপ করিয়া থাকা। বাদে যোগ না দেওয়া। আপনে নিরস্ত হইয়া আছ কি কারণ। নাঃ ৪৬ পৃঃ।

নির্বাস—নির্বাসন। নির্বাস—শ্রীহট্ট। অরণ্যে নির্বাস উহা দেহ শীঘ্রগতি। বিঃ ১৭ পৃঃ।

নির্মাণি—নির্মাণকারিনী। মূর্তিপ্রস্তুতকারিনী। নির্মাণি জননী মহাদেব তেজসম্ভবা। বিঃ ২ পৃঃ।

নিলক্ষ—সীমাহীন। লক্ষ্যহীন। অসীম। লক্ষ=আশ্রয়, সুতরাং আশ্রয়হীন। লখ—শ্রীহট্ট। নিলক্ষ সাগরে বেউলা দিল দরশন। নাঃ ১৩২ পৃঃ।

নিসিন্ধ—নিশ্ছিদ্র। ছিদ্রহীন। নিসিন্ধ আছে বোলে জোয়ের ভিতর। নাঃ ৮২ পৃঃ।

নিহব—না হইবে। misprint for নহিব, শ্রীসেন। দিবারাত্রি নিহব-নিশ্চয়। বিঃ ২৭ পৃঃ। 'নিহব' ই ঠিক।

নেউটিয়া—পশ্চাৎ অপসরণ করিয়া। ফিরিয়া। নেউটিয়া যায় তথাকারে। বিঃ ১২৬ পৃঃ।

নেঞাায়—ন্যায়। বুঝাপড়া। তর্কবিতর্ক। পদ্মার সনে নেঞাায় বুঝিবা আপনি। নাঃ ১৫০ পৃঃ।

নেত—বস্ত্র। ন্যাতা। নেত্র—নেত—ন্যাতা। দেবের নির্মিত নেত। নাঃ ৩২০ পৃঃ। নেতের পতাকা। বিঃ ১৯ পৃঃ। জয় নেত। বিঃ ৩১ পৃঃ।

নৈরি—নির্ঋতি। নৈঋত—শ্রীসেন। ইন্দ্র অগ্নি যম নৈরি বরুণ আনল। বিঃ ১ পৃঃ।

নোড়—লড়। দৌড়। নোড় পাড়ে তিয়রের প্রাণ করে ধুক ধুক। নাঃ ১৯৩ পৃঃ।

পক্ষ—পক্ষী। বিষাদ ভাবিয়া পক্ষ কাঁদে ত তরাসে। বিঃ ১২ পৃঃ।

পঞ্চসব্দি বাইয়া—পঞ্চশব্দি বাজাইয়া। পাঁচ প্রকার বাজানা সঙ্গে লইয়া। নাটে গীতে যায় সাধু পঞ্চসব্দি বাইয়া। নাঃ ৬৭ পৃঃ।

পত্তাসন—প্রত্যাসন্ন। আগতপ্রায়। দিন গত রজনী হইল পত্তাসন। বিঃ ১০৬ পৃঃ।

পদ্মদণ্ড—পদ্মের নাল, যাহাতে ফুল থাকে। তাই ইহার সাহায্যে মুখ দিয়া জল তুলিতে পারা যায়। lotus stalk—শ্রীসেন। তুলিয়া পদ্মদণ্ড। বিঃ ২১ পৃঃ।

পয়দল—পদাতিক। পদব্রজ। পদ-দৃ। মির মজলিস খোজা জত পয়দল। বিঃ ৭৫ পৃঃ।

পরল—পরত। ভাঁজ। পরল—শ্রীহট্ট। সতেক পরল করি রাখিল ঢাকিয়া। নাঃ ১৪০ পৃঃ।

পরিহার—প্রণাম। নমস্কার। অভ্যর্থনা। পরি—শাড় প্রশংসা। তবে ত ভুমনি বলে পরিহার করি। বিঃ ১০ পৃঃ।

পরে—প্রহরে। পর—প্রহর, শ্রীহট্ট। চারি গোটা নাগ বন্দী করে চারি পরে। বিঃ ১২৬ পৃঃ।

পাইক—পাক। চক্রনৃত্য। পবনগতি জিনিয়া বেউলা লইলেক পাইক। নাঃ ১৫৪ পৃঃ।

পাও—পদ। তালগাছ হেন দেখি কাকড়ের দুই পাও। নাঃ ১৯০ পৃঃ।

পাক—ছল। কানি পাতে নানা পাক। নাঃ ২০৫ পৃঃ।

পাখড়িয়া—পাকড়িয়া। ধরিয়া। having caught hold of—শ্রীসেন। হেড়া খাওয়াইয়া দিব দেহ পাখড়িয়া। বিঃ ৭১ পৃঃ।

পাখর—পা—পদ+খর—দ্রুত। দ্রুতগামী। দ্রুতপদ। armoured soldier, literally armour—শ্রীসেন। প্রখর পাখর বর। বিঃ ১৮৪ পৃঃ।

পাখরিয়া—পক্ষবান্। পক্ষীরাজ। দ্রুতগামী। সাজে পাখরিয়া ঘোড়া দশদিগ হইল জোড়া। বিঃ ৬৯ পৃঃ। Mailed (i.e. war) horse—শ্রীসেন।

পাচে—খুঁজিয়া বেড়ায়। বিচরে। Sends—শ্রীসেন। চারিভিতে ঠাট পাচে। বিঃ ১০২ পৃঃ। পাচে—বাছে, শ্রীহট্ট।

পাট—খাট। আসন। সিংহাসন। বসাইয়া পাটপরে ফিরিল সাত বারে। বিঃ ৪২ পৃঃ। পাট নেত—পট্টবস্ত্র। নেত—নেত্র—বস্ত্র। ন্যাতা, বস্ত্রের ছেড়া টুকরা। পাট নেত দিয়া তাহা কৈল আচ্ছাদন। বিঃ ১১৫। পাট সাগ—পাটশাক। পূর্ববঙ্গে শাকের জন্য একপ্রাকার কম তিক্ত পাটশাক বোনা হয়। পশ্চিমবঙ্গে মিষ্টি পাটশাকের ব্যবহার প্রচলিত। পাটসাগ তলিত করে উদিসা উর্ব্বসি। নাঃ ৫৬ পৃঃ।

পাড়া—পায়ের চাপ, পদচিহ্ন, শ্রীহট্ট। এক পাড়া পৈল ধনার। নাঃ ১৩৭ পৃঃ।

পাড়ি—পাইড়। মাড়ইল—শ্রীহট্ট। বাঁশের বা কাঠের খুটীর উপর লম্বালম্বি করিয়া শোওয়ানো বাঁশ বা কাঠের যোজক। Lintel—শ্রীসেন। স্বর্ণ পাড়ি স্তম্ভের উপর। বিঃ ৮৩ পৃঃ।

পাত্—বিনাশ। cf. ইন্দ্রপাত। দেহপাত। কেমতে আমার হএ পাত্। বিঃ ৩১ পৃঃ।

পাতর—পাত্র। জাতি বিশেষ। শ্রীহট্টে খাসিয়া পাথর (পাতর) নামক জাতি রহিয়াছে। ইহার শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের পাত্র ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা অত্যন্ত ভীরু জাতি বিশেষ। তাহাদের প্রাচীন সাহসিকতার কোনও চিহ্নই এখন আর নাই। শ্রীমৎ অভেদানন্দের মতে অসীম সাহসিকতা অতি সহজেই অসীম ভীরুতায় রূপান্তরিত হয়। মহা সাহসী ব্যক্তিও দেখা যায় মহা কাপুরুষের ন্যায় কাজ করিতে থাকে। ইহার কারণ কি? তিনি বলেন, 'গতি কখনও সরল রেখায় হয় না। গতি বৃত্তাকারে হয়। সুতরাং গতির ধর্ম্মেই আজ যে উচ্চতম সোপানে আছে তাহাকে সেই স্থান হইতে নামিয়া আসিতে হইবে।' এই নীতি, ধর্ম, সাহস, নৈতিক জীবন, আর্থিক জীবন, রাজনীতি সর্বত্র একই ভাবে প্রযোজ্য। সেই জন্যই যে গতি খাসিয়া পাত্রগণকে বীরত্বের চূড়ায় লইয়া গিয়াছিল। তাহাই তাহাদিগকে অবনমিত করিয়া ভীরুতার নিম্নতম খাদে উপনীত করিয়াছে। ইছাই পাতরের বেটা হালুয়া বছাই। নাঃ ২৯ পৃঃ। (পাঠান্তর)।

পাথালি—আড় হইয়া থাকা রাস্তা। পাথাইর, শ্রীহট্ট। পাথাইল (পাথাইর) কোল। একটী লোকের মাথার নীচে একহাত ও পায়ের নীচে একহাত দিয়া বহন করাকে পাথালি কোলে লওয়া বলে। যে রাস্তা অপর এক রাস্তাকে কাটিয়া বাহির হইয়া পাশ দিয়া চলিয়া

গিয়াছে। Transverse Position—শ্রীসেন। উক্ত পথ ছাড়িয়া পাথালি চলি যায়। নাঃ ১৪৮ পৃঃ।

পাস্থে—পন্থে। পথে। পাস্থে চলিয়া পরে ত্তোর ছাওল বাছাই। নাঃ ২৯ পৃঃ। (পাঠান্তর)

পিতল কড়ি—পিতল নির্মিত কড়ির আকার কর্ণাভরণ বিশেষ। শ্রপণে পিতলের কড়ি করে ঝলমল। বিঃ, ৩৬০ পৃঃ। শ্রবনে পিতলের করি। না, ৩২৪ পৃঃ।

পিতে—পান করিতে। জল পিতে গরু লইয়া চলিল সত্বর। বিঃ ৬০ পৃঃ।

পিত্য—পিতা। পিত্য, পিতৃ—শ্রীসেন। শুন শুন পিত্য ভ্রাত আমার বচন। বিঃ ১৭৩ পৃঃ। পিত্যলোক—পিতৃগণ। পিতৃলোক—শ্রীসেন। অন্তরীক্ষে ডাকিয়া বলয়ে পিত্যলোক। বিঃ ৪১ পৃঃ। প্রত্যেক। প্রতিজন। ফয়তা করয়ে পিত্যলোকে। বিঃ ১৪৩ পৃঃ।

পিরিতি—প্রীতি। প্রেম। ভালবাসা। আনন্দ। সুখ। Satisfaction, assurance, শ্রীসেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগ না পাএ পিরিতি। বিঃ ১২৬ পৃঃ।

পুড়া—মাপ বিশেষ। পুরা—শ্রীহট্ট। পূর্ণ। ইহা শ্রীহট্টের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন মাপের হয়। কোথাও ইহা আট সের, কোথাও বা দশ সের চাউল ধরে। ভাল তণ্ডুল লইবা সহস্রেক পুড়া। নাঃ ৩০৫ পৃঃ।

পুর—পূর্ণ কর। হিমা-নদী পুর। বিঃ ৯৫ পৃঃ।

পুরাক্ষিলে—পরীক্ষিলে। পরীক্ষা করিলে। পুরাক্ষিলে জানিবা বুড়া গামারের সার। নাঃ ১২ পৃঃ।

পুরুষা—পুরা। See পুড়া। চাল ধান মাপিবার জন্য বেতের একশ্রেণীর ছোট ধামা।

• পুসনিঞা—পোষা। পোষ মানান। পুসনিঞা চাইর বেজি। নাঃ ৬৯ পৃঃ

পেখম—সাজসজ্জা। অহংকার। গর্ব। cf. ময়ূরের পেখম। পেখম ভাঙ্গিব য়াইজ দিয়া কালি চুণ। নাঃ ১৫৬ পৃঃ।

পেলা—খুটী (বাঁশ বা কাঠের)। পালা—শ্রীহট্ট। a post that supports; a main post supporting a thatched roof. শ্রীসেন। কাঁতে কাঁতে পেলা দিল। বিঃ ১৭৭ পৃঃ।

পেলায়—ফেলিয়া দেয়। পালায় শ্রীহট্ট। cf. তিকর ভাত খায় না পালায়? ত্রিপথে আইলা পেলাইয়া। বিঃ ২৭ পৃঃ। পেলি—ফেলিয়া। ভেক পেলি দিল ঘরে। বিঃ ৪৩ পৃঃ।

পেসাবে চেরাগ জলে—প্রস্রাবের জলে প্রদীপ জলে। ইহা যোগ-বিভূতি বিশেষ। কথিত আছে কাঠিয়া বাবার প্রস্রাবে ঘৃতের প্রদীপের ন্যায় প্রদীপ জ্বলিত। পেসাবে চেরাগ জলে বুজরগি অপার। বিঃ ৭০ পৃঃ।

পৈথান—পদস্থান। পায়ের দিক। সিয়র হনে নাগ পৈথানেতে জায়। নাঃ ৮৯ পৃঃ।

পোতা—পোস্তা। ভিত্তি। ভিটা। পুতা, শ্রীহট্ট। a plinth, শ্রীসেন। বিচিত্র পাষাণে পোতা কৈল পঞ্চ হাত। বিঃ ১৯ পৃঃ।

পোনা—মাছের ছোট ছোট বাচ্চা। পনা—শ্রীহট্ট। সোল বা লাটি মাছের পনা অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। আমচুর দিয়া রান্ধে সৌল মৎসের পোনা। নাঃ পৃঃ ৫৭। পোনা মাছ—পশ্চিমবঙ্গে পোনা মাছ বলিতে রুই কাতলা বুঝায়।

পোয়াল—খড় (পশ্চিমবঙ্গ)। খের—শ্রীহট্ট। loose paddy straw—শ্রীসেন। পোয়ালের গাদি গিয়া। বি ৭৬ পৃঃ।

প্রতুল—ভাল। উত্তম। সুখজনক। প্রচুর। কেমতে প্রতুল হয় কহত বিশেষে। বিঃ ২৯ পৃঃ।

প্রদীপের তৈল—প্রজ্জলিত প্রদীপের তৈলকে শ্রীহট্টে আইচ্ তেল বা আঁশ তেল বলে। আঁশ—মাছ। ইহার একটী ছোট ইতিহাস আছে। শতবর্ষ পুর্বে যখন কেরোসিন তৈল আসে নাই, তখন প্রদীপ জালাইবার জন্য রেড়ি প্রভৃতির তৈল ব্যবহৃত হইত। কিন্তু শ্রীহট্টে প্রচুর মাছ থাকায়, মাছ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। কার্তিকমাসে সর্বাপেক্ষা অধিক মাছ ধরা পড়িত। সেই সময়ে পুটি মাছ হইতে তেল নিষ্কাসন করা হইত। এই তেল একটী হাড়িতে পুরিয়া রাখা হইত এবং সম্বৎসর ধরিয়া তাহা দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। এই তেল, মাছ হইতে প্রস্তুত বলিয়া অপবিত্র মনে করা হইত এবং তাহা হাতে বা অঙ্গে লাগিলে সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়া সেইস্থান ধুইয়া ফেলিতে হইত। পরবর্তী কালে এই তৈলের ব্যবহার উঠিয়া গেলেও প্রদীপের তেল যে অপবিত্র, সেই ধারণা রহিয়া গেল। আইচ্ তেল অর্থে এখন, প্রদীপের তেল বুঝায়।

তাই কালি নাগ লখাইর পবিত্র দেহে দংশন করিবার স্থান না পাইয়া প্রদীপের আইচ্ তেল দিয়া তাহার শরীরে অংশ বিশেষ অপবিত্র করিয়া পরে দংশন করিয়াছিল। প্রদীপের তৈলখানি লাঙ্গুড়ে জড়িল। সাবধানে দিল লখাইর আঙ্গুল উপর। অলক্ষি বুলিয়া নাগে মারিল ঠোকর। নাঃ ৮৯ পৃঃ। প্রদীপের সিস্—প্রদীপের শীর্ষ। সিস্, শ্রীহট্ট। জ্বলন্ত প্রদীপের শীর্ষদেশ নীলাভ। সেইরূপ। ঠোটে আসিয়া পড়ে প্রদীপের সিস্। নাঃ।

প্রসর—প্র-স্থ বিস্তারে। বিস্তৃত। বিস্তার। প্রশস্ত। প্রসর গভীর জল অস্থল অমল। বিঃ ১১ পৃঃ।

প্রিয়াল—প্রিয়া লো। হা প্রিয়ে। গুণের সায়রি প্রিয়াল। নাঃ ৯০ পৃঃ।

ফড়—পালক। ফৈর। ফৈর—শ্রীহট্ট। না হইছে ফড় পাখি। নাঃ ১১০ পৃঃ

ফরফর—বাতাসে গাছের পাতাতে যে শব্দ হয়। অনবরত কথা বলা। লম্বা শ্মশ্রু, দাড়ী বাতাসে নাচানো। cf. তখন নয়া জোয়ান্‌কির তম্‌তমি আর মুছে লইছে ফরফরি। 'বিকট দশন গোপ করে ফর ফর।' বিঃ ২১ পৃঃ।

ফাঙ্গা—ভাঙ্গা। ফাঙ্গা কেড়োয়াল খান না ধরে পানির টান। নাঃ ৮ পৃঃ।

ফুন্দিবেত—এক প্রকার সরু বেত। বেত দ্রষ্টব্য।

ফেলায়—ফেলিয়া দেয়। পাহ্‌লায়, শ্রীহট্ট। মোর ফেলায় বসন। বিঃ ৫৯ পৃঃ।

বইয়া—বৈয়া। বহন ক'রিয়া। বহিয়া। বৈয়া—শ্রীহট্ট। জায় নেতা কাপড় বইয়া। নাঃ ১৪১ পৃঃ। অখন চান্দোর বৈয়া খাইমু পানি। নাঃ ৮৮ পৃঃ।

বঙ্কে—বাঁকে। নদীর বাঁকে। turn of a river—শ্রীসেন। মাজষ ঠেকিল গোদা বড়ম্বর বঙ্কে। বিঃ ২১১ পৃঃ।

বক্তিব—বতিবে। বাঁচিয়া উঠিবে। না বক্তিব লক্ষিন্দর আমার মন্ত্রের তেজে। নাঃ ১০১ পৃঃ।

বগাল—বোদ্‌গাল। বোদালী। বোয়াল মাছ। অতিকায় বোয়াল মাছকে দেও বোয়াল বলে। এই মাছ খায় না। পুরাণ জাল ছিরিয়া বগাল হইল দেও। নাঃ ৩১৬ পৃঃ।

বড়ঘর—বাস ঘর। শয়ন ঘর। প্রধান বাসগৃহ, যাহা বাড়ীর পশ্চিমের ভিটা বা পোতায় থাকে তাহাকে শ্রীহট্টে 'বড়ঘর' বলা হয়। বড়ঘরের উড়ে খড়। বিঃ ১৫৬ পৃঃ।

বনি, বইন—ভগ্নী। ভইন্—শ্রীহট্ট। sister—শ্রীসেন। হের বনি

বিষহরি শুন দিয়া মন। বিঃ ১৫৪ পৃঃ। নেতা বোলে স্থন বইন জয় বিসহরি। নাঃ ২২৬ পৃঃ।

বরসি বায়—বড়শী দিয়া মাছ ধরে। বরি বায়—শ্রীহট্ট। a man with a fishing hook—শ্রীসেন। সমূদ্রের তিরে বরসি বায় সারি সারি। নাঃ ১১৬ পৃঃ।

বরি—বৈরি। শত্রু। বরি হইল কাল নাগিনী। নাঃ পৃঃ।

বণি—বহ্নি। অগ্নি। unguent, oil—শ্রীসেন। প্রদীপের বণি আনি। বিঃ ১৯৮ পৃঃ।

বত্তিয়া—বাঁচিয়া। পাঞ্জরগুলি পাত বত্তিয়া উঠুক লখাই। নাঃ ৩১৩ পৃঃ।

বর্ব্বর—অসভ্য। অশিক্ষিত। অজ্ঞান। আহম্মক। বর্ব্বর ভাঙ্গিয়া পূজা খায়। নাঃ ১৯৪ পৃঃ।

বসোয়া—বৃষ। Gr. bous. L. bos. bull—শ্রীসেন। cf. বসোয়া বাহন। বসোয়া সাজায়া আনে সিবের গোচর। নাঃ ১ পৃঃ।

বহি—বই। ব্যতীত। মনসার ভক্তি বহি মনে নাহি আর। বিঃ ৮১ পৃঃ।

বহুসরা—বধূসরা। সুন্দর ভাবে চিত্রিত হাড়ীর মুখে তদনুরূপ চিত্রিত সরা বিশেষ। বহুসরা পাতিল সোনাই সখিগণ লইয়া। নাঃ ৬৭ পৃঃ।

বাইনে, বাইলে—জোড়ায়। বাইনে—শ্রীহট্ট। বাইন—বোনা, শ্রীহট্ট। যেমন 'পাটী বাইন', 'চাটী বাইন' আবার 'ধান বাইন'। নৌকার দুইখানি তক্তার জোড়ার নাম বাইন বা বোনা। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে এককালে তক্তাগুলি দড়ির সাহায্যে বুনিয়া বা বাঁধিয়া নৌকা প্রস্তুত করা হইত। জোড়াগুলি ঘাসের দড়ি দিয়া কতকটা বোনার মত করিয়া জোড় দেওয়া হইত।[১] সেইজন্য জোড়স্থানের নাম বাইন।

•১। আচার্য শ্রীনন্দলাল বসু দেশিকোত্তম মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

এই প্রথা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে এখনও প্রচলিত। সমুদ্রের নোনাজল সকল প্রকার ধাতুনির্ম্মিত পেরেক প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া এই প্রথার প্রচলন। এমন কি মহেঞ্জোডারো হইতে নৌকার যে একখানি চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও এইপ্রকার বন্ধনই যে ছিল তাহা দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় নৌকার তক্তা বা পাটগুলি প্রয়োজন শেষে খুলিয়া রাখিতে পারা যায়। ঢাকা অঞ্চলে আরও একটী প্রথা আছে। যে স্থানে চারি পাঁচজন মিলিয়া নৌকাতে ব্যবসা করে, সেইস্থানে প্রত্যেকে নিজেদের ভাগ অনুযায়ী তক্তা দিয়া থাকে। এবং ব্যবসা ঋতুর শেষে নৌকা খুলিয়া যে যার তক্তা নিয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া দেয়।[২]

এই প্রথা হইতেই তক্তার জোড়কে পূর্ব্বাঞ্চলে এখনও 'বাইন' বলা হয়। জেবা আছে নৌকাখানি বাইলে বাইলে লয় পানি। নাঃ ৮ পৃঃ।

বাইয়া—বাহিয়া। যেমন নৌকা বাইয়া যায়। আরোহণ করিয়া, যেমন গাছ বাইয়া উঠে। ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত করিয়া, যেমন: জল সমস্ত জমী বাইয়া গেল। প্রচুর জল নহে অথচ সমস্ত জমীতে জল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। having traversed or run up along—শ্রীসেন।

বাউ—বায়ু। বাও—বাতাস, শ্রীহট্ট। বাউবেগে চলে। নাঃ ৮০ পৃঃ বাউ মেঘ—বায়ুর সহিত মেঘ। প্রলয় কালের বাউ মেঘ কথা থাকে। নাঃ ২৩৪ পৃঃ। বাউ ঢেউ—বায়ু কর্ত্তৃক চালিত ঢেউ। বাউ ঢেউ প্রতি পল্লা করিলা ইঙ্গিত। বিঃ ১৫৮ পৃঃ। বাউর্গম—বায়ু যাইবার পথ। দ্বারে নাহি বাউর্গম। নাঃ ৯২ পৃঃ

বাউলায়—নাচায়। বায়ু + লায়। বায়ু—গতি। বায়ুলায় যেমন,

২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত (বিশ্বভারতী)।

খাইলায়, দিলায়, গাইলায়। moves around, turns in a circle —শ্রীসেন। ঘণপুচ্ছ বাউলায় মস্তক উপরে। বিঃ ২৪ পৃঃ

বাএ—বাজার। লখাই মৃদঙ্গ বাএ। বিঃ ২২২ পৃঃ

বাও—বাহ। চালাও। নৌকা বাও—শ্রীহট্ট। বাও বাও বলে মহামতি। নাঃ ১৮৮ পৃঃ।

বাক্‌ড়া গুয়া—ভাগের গুয়া। বিঃ ১৮৫ পৃঃ।

বাকদল—পাইকদল। the host of Palanquin bearers —শ্রীসেন। সম্বিত পাইলা তবে যত বাক্‌দল। জার জেই অস্ত্র ধরি উঠিল সকল। বি ১৮৭ পৃঃ।

বাকুড়ি—বুহিতা বাকুড়ি? house (?) শ্রীসেন। বখরী—হিন্দী। বাকুড়ি একেক কুড়ি এনাম পাইব। বিঃ ৬৬ পৃঃ।

বাঘছড়ি—বাঘছাল। সাপের ছড়—সাপের খোলস, শ্রীহট্ট। পরিধান বাঘ-ছড়ি। বিঃ ৩৫ পৃঃ।

বাঙ্গালি—ব্যাঙ্গালি। বেঙ্গালি। বেঙ্গের মত লাফালাফি। a style of fencing or wrestling—শ্রীসেন। লাফে লাফে বুলি ব্যাঘ্র বাঙ্গালি খেলায়। বিঃ ২৪ পৃঃ।

বাজাইয়া—লাগাইয়া দিয়া। মাছ বাজাইয়া—বড়শীতে মাছ গাথিয়া। দুইদলে রণ বাজাইয়া। নাঃ ২৯৯ পৃঃ।

বাঝিয়া—আটকাইয়া। আটকাইয়া থাকা। বন্ধনদশায় পড়া। ধিয়াড়িত মৎস দেখে রহিছে বাঝিয়া। নাঃ ৭৪ পৃঃ।

বাটি—বাটিয়া। পেষণ করিয়া। cf. মসলা বাটা। বাটি গিলা আমলকী। নাঃ, ৬৪ পৃঃ। বাটিয়া। ভাগ করিয়া। বাটা, শ্রীহট্ট। বিষ বাটি দিল নাগে। বিঃ ৪ পৃঃ।

বাট্টা—বাটা। পানের ডিবা। বামহাতে বাট্টা লইল। নাঃ ১৫৩ পৃঃ।

বাড়ীত—বাড়িতে। বাড়িত—শ্রীহট্ট। আনন্দে নাট গিত কাহার বাড়ীত। নাঃ পৃঃ ৪১।

বাড়-জানা—গুপ্ত, অন্তপুর। বাড়-জানা পথ পায়। বিঃ ৭৭ পৃঃ

বাদ-খাড়ু—বাদিয়ার বা বেদের খাড়ু। সাপের ওঝার খাড়ু। খাড়ু—কঙ্কণ, শ্রীহট্ট। a wrangler's bangles—শ্রীসেন। বাদ খাড়ু দুই করে। বিঃ পৃঃ ৪৭।

বাদুয়া—বিবাদকারী, বাদকারী, শত্রু।

বাতায়—বাখারিতে। খড়ের চালের বাতা—চাল বাঁধা বাখারি। চালের বাতায় গিয়া রহে ধীরে ধীরে। বিঃ ১২৭ পৃঃ।

বাতালি—নৌকার বাতা। নৌকার দুই পার্শ্বকে বাতালি বলে। বাতা—শ্রীহট্ট। বাতালি চাপিয়া রাজা উঠে গিয়া কূলে। বিঃ ১৪৬ পৃঃ।

বানা—বাজনদার। বাএন, বাইন—শ্রীহট্ট। বায়—বাজায়, শ্রীহট্ট। বন-শব্দে। গাছুন বম্বুল আর লক্ষ লক্ষ বানা। বিঃ ৭৫ পৃঃ।

বান্ধিয়া ছত্রিশ বানা। বান্ধা—বন্ধন। ছত্রিশ বন্ধন বা বাঁধন।

বান্ধিয়া ছত্রিশবানা নাগের ঝাপান।

তথির উপরে চড়ে নাগ অভরণ। বিঃ ৯৬ পৃঃ

বাভিয়—ভাবিও। ধ্বনির স্থান পরিবর্ত্তন। যেমন ডুব—বুড় শ্রীহট্ট।

বাম—বিমুখ। cf. দক্ষিণ। কোন যুগে দেব-নরে না হইয় বাম। বিঃ ২৫ পৃঃ।

বায়—বাহুতে। in the arm—শ্রীসেন। বিচিত্র কঙ্কন শঙ্খ বায়। বিঃ ৯৮ পৃঃ।

বারই—বারুজীবি। পানচাষী। পান চাষের ক্ষেতের নাম 'বর'। তাহা হইতে বারই। বারই—শ্রীহট্ট। ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার। বিঃ ১৯ পৃঃ।

বারা—কলসী। cf. বারি। pitcher, big waterpot—শ্রীসেন। বিচিত্র ছন্দলা মাঝে কনকের বারা। বিঃ ৪১ পৃঃ।

বালা—বালক। young man—শ্রীসেন। শয়ন করিল বালা। বিঃ ২৩ পৃঃ।

বালি—বালিকা, মেয়ে, নারী। বালি--ছোট মেয়ে, শ্রীহট্ট। girl, young woman—শ্রীসেন। বাণরাজ স্থতা নাম উষা বালি আমি। বিঃ ২০০ পৃঃ।

বাসের বেতের ঘর—খড়ের ঘর। পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সংজ্ঞা। কারণ ঐ অঞ্চলে মাটির দেওয়াল দিয়া ঘর হয় না। চালের জন্য যেমন খড়, তেমনি বেড়ার জন্য নল বা খাগের মত একপ্রকার জলজ ঘাস হয় তাহাকে "আরা" বলা হয়, তাহার ব্যবহার প্রচলিত।

এই আরা একটি একটি করিয়া পর পর সাজাইয়া আধ হাত অন্তর অন্তর বাখারি দিয়া বাঁধিতে হয়। বাঁধিবার জন্য যে বেত ব্যবহার তাহাও বাঁশ হইতে প্রস্তুত। এইভাবে প্রস্তুত বেড়ার দুইদিকে গোবর মিশ্রিত কাদামাটির লেপ দেওয়া হয়। বেড়াটি চালের সঙ্গে এমন করিয়া লাগান থাকে যাহাতে উভয়ের মাঝখানে কোনও ফাঁক না থাকে। এইপ্রকার বেড়া বৎসরে বৎসরে নূতন করিয়া লেপিয়া রাখিলে ৫০।৬০ বৎসর কি তারও বেশীকাল টিকিয়া থাকিতে পারে।

এই জাতীয় ঘরে বাঁশ ও বেতই প্রধান উপাদান। তাই বেউলা বলিলেন, 'আমার বাপের বাড়ী বাসের বেতের ঘর'। নাঃ ৮৩ পৃঃ। বাসের বেতের ঘর বান্ধে। নাঃ ১৯২ পৃঃ।

বেতের উপাদান

১। কচিবাঁশ (বরুয়া বা বেতুয়া)। চিরিয়া তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা টুকরাতে কাটা হয়। বাঁশের সবুজ অংশ চাচিয়া তুলিয়া ফেলা হইলে সরু ফালি করিয়া তাহা রৌদ্রে দেয়।

ইহা হইতে ধারাল দা দিয়া খুব পাতলা বেত প্রস্তুত হয়। এই বেত বেড়া ও চালের ফ্রেম বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২। মুত্‌রা—একপ্রকার গাটবিহীন ছোট গুল্ম। ইহার ভিতর ফোফরা এবং বাঁশের মতনই ইহার বাহির হইতেই বেত হয়। এই বেতও বাঁশের বেতের মত ব্যবহৃত হয়। এই মুত্‌রা হইতে শীতলপাটি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৩। বেত—ইহা একপ্রকার কাঁটাওয়ালা লতা। ইহাতে একপ্রকার টক্‌টক্‌ ফলও হয়। তাহা স্থানীয় অধিবাসিগণ তৃপ্তি করিয়া খায়। শ্রীহট্টে এই লতার তিনপ্রকার জাতি আছে।

(ক) গল্লাবেত—ইহা খুব মোটা হয়। ইহা হইতে লাঠি প্রস্তুত হয়। গোড়াসুদ্ধ গল্লাবেতের লাঠির চাহিদা খুবই বেশী। এই বেত দিয়া শ্রীহট্টের বিখ্যাত বেতের suit-caseও প্রস্তুত হয়। ইহা পার্বত্য অঞ্চলেই হয়। পার্বত্য অঞ্চলে এই বেত ৬।৭ হাত হইতে ১৫।২০ হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। বেড়ার কাজে এবং চাল করার কাজে এই বেতের ব্যবহার। শুধু চালের ছাউনী দিবার সময় বাঁশ হইতে তৈরি বেত ব্যবহার করা হয়। সঙ্গতিবান লোকে এটা করে। গরীবরা সব কাজেই বাঁশের বেত ব্যবহার করে। বেত বলিতে সংস্কৃত বেতস্ নহে।

(খ) ফুন্দিবেত—ফুন্দিবেত। ইহাও পার্বত্য অঞ্চলে হয়। ইহার আকার খুব সরু কিন্তু খুব দীর্ঘ। প্রাচীনকালে এই জাতীয় গোটা

বেত দিয়া শ্রীহট্টের ঝাপি পেটারা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। দরজা, জানালা, ঝাপ (Partition) প্রভৃতিতে নক্সার কাজ ইহার দ্বারাই সম্ভব। যে সকল চালে কারুকার্য করা হয়। তাহাতে এই বেতই ব্যবহার করা হয়।

(গ) জালিবেত—ইহা গল্লা ও ফুন্দিবেতের মাঝামাঝি সাইজের। ইহাও খুব লম্বা এবং সমতলভূমীতে ইহা জন্মায়। সব প্রকার বাঁধা-ছাঁদার কাজে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

বাহে—বাজায়। আপনি মৃদঙ্গ বাহে। বিঃ ২১৬ পৃঃ।

বিকৃতি আকার—বিরাট ও ভয়ঙ্কর আকার।

বিচিড়ায়—খোঁজ করে। বিচরায়—অনুসন্ধান করে। খিদার কারণ সিব বিচিড়ায় ঝুলি। নাঃ ১৫ পৃঃ।

বিচিবারে—বেচিবারে।

বিথান—বি-স্থান। অস্থান। যে ভাবে থাকা উচিত সেই ভাবে নাই। cf. পৈথান। topsy turvy—শ্রীসেন। বিথানে এড়িল ফেলি। বিঃ ৩৬ পৃঃ।

বিদে—বিন্ধে। বিধে। সুনিঞা বিদে মর বুক। নাঃ ৪২ পৃঃ।

বিদশা—বিপরীত দশা। দুর্দশা। নাগবংশ হইল ধ্বংশ পড়িল বিদশা। বিঃ ৫৪ পৃঃ।

বিনায়্যা—ক্রন্দনের সঙ্গে দুঃখের কাহিনীর কথন। বিনায়্যা করুণা ছাঁদে। বিঃ ৭৯।

বিয়নি—বিচনি। ব্যজনি। বিচইন, শ্রীহট্ট। চুপড়ী বিয়নি গঠি দিলেক সত্বর। বিঃ ২২৪ পৃঃ।

বিলাই—বিড়াল। সাতুরিতে পারে বিলাই। নাঃ ৬০ পৃঃ। মেকুর—শ্রীহট্ট।

বিষ—বিশ। প্রবেশ কর। বিষ গগন শিখরে। বিঃ ১১০ পৃঃ।

বিষ্টী—বৃষ্টি। হইলা কুসুম-বিষ্টী। বিঃ ২২২ পৃঃ।

বিসে—ব্যথায়। বিষে। বেদনায়। হাত পাও পোড়ে সোনাঞীর গাও ছাইল বিসে। নাঃ ২২০ পৃঃ।

বুইন—ভগ্নী। বইন। ভইন—শ্রীহট্ট। নেতা বলে পদ্মা বুইন। নাঃ ১৯১ পৃঃ। স্থন বুইন আমার উত্তর। নাঃ ৪১ পৃঃ।

বুড়াইল—ডুবাইল।

বুড়িয়া—ডুবিয়া। বুড়িয়া মরিবে আজি ত্রিদশ ঈশ্বর। বিঃ ১০ পৃঃ।

বুলে—ভ্রমণ করে। ঘুরে। বুলছে—ভ্রমিছে। ভ্রমণ করিকেছে।

বুলে—ভ্রমণ করে। ঘুরে। বুলিছে—ভ্রমিছে। ভ্রমণ করহে। চলিতেছে। moves about. শ্রীসেন। সলিলে বুলিহে একেশ্বরী। বিঃ ২১১ পৃঃ। বুলে—ঘুরে। ভ্রমণ করে। ডুবে ডুবে ভ্রমি বুলে হরিষ অন্তরে। বিঃ ১২৬ পৃঃ। তবে জত জলজন্তু গড়াগড়ি বুলে। বিঃ ২৩ পৃঃ। বুলো—ঘুরিয়া বেড়াও। ভিক্ষা রসে বুলো সর্বথায়। বিঃ পৃঃ ৩৫।

বুহিত্র—বুইত। নৌকা। cf. boat. Ship, fleet of boats, শ্রীসেন। শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিল নরেশ্বর। বিঃ ১৪২ পৃঃ

বেকত—ব্যক্ত। প্রকাশিত। বেকত গুপত কাজ। বিঃ ১৩৫ পৃঃ।

বেড়ি—বেড়িয়া। ঘেরিয়া। বেদি বেড়ি বিচিত্র আলিপন। নাঃ ৬৪ পৃঃ।

বেত আগ—বেতের কচি আগা। অগ্রভাগ। বেতের কচি অগ্রভাগ সিদ্ধ করিয়া বা স্থক্তে খাওয়া চলে। কারণ ইহা কতকটা তিক্ত। পূর্ববঙ্গে ইহা একটী প্রিয় খাদ্য। বেতআগ তলিত করে বাইঙ্গন বারমাসি। নাঃ ৫৬ পৃঃ।

বেলা, বেলা—বেনা বন। বিন্না শ্রীহট্ট। কাচা বেলা আড়াই হালা, আনিল কাটিয়া। বিঃ ১৭৫ পৃঃ।

বেপার—বাণিজ্য। ব্যাপার। লাভ। cf. বেপারি, সদাগর। Transaction, trade—শ্রীসেন। একে একলক্ষ গুণ, বেপার পাইমু ধন। বিঃ ১৬৮ পৃঃ

বেরি একু—একবার। অএ গঙ্গা বেরি-একু হও কৃপাময়। বিঃ পৃঃ ৭।

বের্দ্ধ—বৃদ্ধ।

বেলিক—বেল্লিক। নির্লজ্জ। অতি সে বেলিক হয় কি তোর মহিমা। বিঃ ২১৮ পৃঃ।

বৈতালি—হাঘরের মেয়ে। চালচুলাহীন। বৈতল—শ্রীহট্ট।

বৈদড়লি—চরিত্রহীনা। নগরিয়া বৈদড়লি দুষ্ট পাপ বেটী। নাঃ ১৫৪ পৃঃ।

বৈয়া—বহন করিয়া। অথন চান্দোর বৈয়া খাইমু পানি। নাঃ ৮৮ পৃঃ।

বৈরাতি—বরযাত্রী। বরানুগমনকারী। বৈরাতি—শ্রীহট্ট। Members of a bridegroom party—শ্রীসেন।

বৈলা, বৈল—বলিলা বলিল। cf. কৈলা, কৈল, said—শ্রীসেন। ব্রহ্মা বৈলা প্রমাদ না কর। বিঃ ৩২ পৃঃ।

বোগ্‌চা—বোচ্‌কা। গাঠুরী। দেবগণের কাপড় লইল বোগচা বান্ধিয়া। নাঃ ১৪০ পৃঃ।

বোল্লা—বোলতা। বলা—শ্রীহট্ট। বোল্লা পিপীলিকা আর বিছা ভেঙ্গরুল। বিঃ ৪০ পৃঃ।

ব্যথিত—কৃপান্বিতা। দ্রবিতচিত্তা। রাখালে মোহিত, দেখিয়া ব্যথিত। বিঃ ৬৩ পৃঃ

ভগ্নিপতির সালি—ভগ্নী। জ্যেষ্ঠ ভাই সাঙ্গা করে ভগ্নিপতির সালি। নাঃ ১৯৭ পৃঃ।

ভর যুবতি—পূর্ণ যুবতী। আমি ভর যুবতি তুমি জিস্ত বুড়া। নাঃ ১২ পৃঃ।

ভর করি—ভর করি এক পায়। একপদে দাড়াইয়া।

ভাও—প্রকার। কৌশল, কলা। স্বামির সেবা সোনাঞী জানে নানা ভাও। নাঃ ১৮৩ পৃঃ।

ভাগী সাজি—ভাগীদার, অংশীদার সাজি, বণিক। ভাগী-সাজি জত আসি হইয়াছে জড়। নাঃ ১৮৫ পৃঃ।

ভাণ্ডিলা—ফাঁকি দিলে। ভাড়াইলে। Misled, শ্রীসেন। তবে ভাণ্ডিলে শমন। বিঃ ৯৪ পৃঃ।

ভার—মন্ত্রশক্তি। মারণ মন্ত্র। cf. দেবতার ভর, magic infliction, শ্রীসেন। ভার হানে বৃক্ষের উপর। বিঃ পৃঃ ১১৭।

ভিতে—দিকে। নাসিকার শ্বাসে উড়ি জাবে কোন ভিতে। বিঃ ২৩ পৃঃ। জেই ভিতে জায় বিষ সেই ভিতে জলে। বিঃ ৩৪ পৃঃ।

ভুরা—ভেলা। ভুরা, শ্রীহট্ট। ভুর—বঁশের। বাঁশ কাটিয়া নদী দিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে এক করিয়া যে আটী বান্ধা হয় তাহাকে শ্রীহট্টে 'ভুর' বলে। এই ভুর বান্ধিয়া, যাহারা বাঁশ কাটে তাহারাও ইহাতে চাপিয়া চলিয়া আসে। বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে। নাঃ ১০২ পৃঃ। ভুরা ভাসাইয়া দিল তিন ঢেউ পানি। নাঃ ১০৮ পৃঃ

ভুল—নরমাংসভুক্ যক্ষ, a mesmeriser, a kidnapper—শ্রীসেন। অভিনব শোভা করে বৃক্ষে যেন ভুল। বিঃ ১৬৬ পৃঃ। পাকালায় লোচন কোঠর জেন ভুল। বিঃ ১৫৯ পৃঃ।

ভেঙ্গরুল—ভীমরুল। ভিংরুল, ভিঙ্গুল—শ্রীহট্ট, wasp—শ্রীসেন।

ভেড়ি—ভিড়িয়া। বেড়ি। বেষ্টন করিয়া, having pressed close, শ্রীসেন। দ্রবিদ্ ভেড়ি দিল কোল। বিঃ ১৮২ পৃঃ

ভ্রমে—ভ্রমণ করে। চরে। moves about—শ্রীসেন। বিষ ভ্রমে সকল শরীরে। বিঃ ২০৩ পৃঃ।

মউয়া আলু—মিষ্টি আলু। সকরকন্দ। মৌআলু—শ্রীহট্ট।

মগর—মকর। মগর পৃষ্ঠে আইলা জলের অধিকারি। নাঃ ১৪৭ পৃঃ।

মমতি—মমতা। ঝাট বধ কর কেন করহ মমতি। বিঃ ১০৯ পৃঃ

মজাল্যা—মজাইলে। নাশ করিলে। বিপদে ফেলিলে। লঙ্ঘিয়া ব্রহ্মার বাক্য মজাল্যা সকল। বিঃ ৩৩ পৃঃ

মর—মরিয়া যাও। হজম হইয়া যাও। দূর হইয়া যাও। বাহির হইয়া যাও। cf. দুধ মারা, দুধ জ্বাল দিয়া জল সুখান বা সুষিয়া ফেলা। সেই প্রকারে বিষ সুষিয়া ফেলা। তন্ত্রে মন্ত্রে মর বিষ ধর্মের আজ্ঞায়। বিঃ ১২২ পৃঃ

মলে—টিপিয়া দেয়। cf. কানমলা, তামাক মলা। কেহ মলে অঙ্গ পদ। বিঃ ৬৭ পৃঃ।

মাগী—মাগীয়া। ভিক্ষা করিয়া। কর্ণে কুণ্ডল দিয়া মাগী খাইব সহরে। নাঃ ৯৮ পৃঃ।

মাগু—মাগ। স্ত্রী। মাউগ—শ্রীহট্ট, wife—শ্রীসেন। আছয়ে তেইশ মাগু রূপে অনুপমা। বিঃ ২১২ পৃঃ।

মাজস—ভেলা (পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অর্থ) মাঞ্জস—ঘর-শ্রীহট্ট। মঞ্জুসা—বাক্স। মাজসে ভাসিয়া গেল। বিঃ ৪ পৃঃ। লোহার মাজস—লৌহ-নির্মিত বাক্সের ন্যায় ঘর। লখাই বেহুলা রাত্রিকালে লৌহের মাঞ্জস বা লৌহ-বাক্সের ভিতর বাস করিয়াছিলেন। নারায়ণদেবের কাহিনী হইতে দেখা যায় যে ভেলার উপরের যে ঘর নির্মিত হইয়াছিল, তাহাও মাঞ্জস। মনে হয় এই বাক্সের ন্যায় গৃহ ভেলার উপরে নির্মিত

হইবার ফলে, ভেলাটাই পরে মাঞ্জস বা মাজস নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

A box like vessel, a raft, শ্রীসেন। জাও তুমি সাধুর পাস, খুজিয়া লও রামকলার গাছ; বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে। হাতের কঙ্কণ ধর. খোলের মাঞ্জস গড়, অমূল্য রতন দিমু তরে। নাঃ ১০২ পৃঃ। বিচিত্র মাজষ তবে করিল গঠন। পাটনেতো দিয়া তাহা কৈল আচ্ছাদন। বিঃ ২০৬ পৃঃ।

বিঃ দ্রঃ বিপ্রদাস 'মাজস' শুধু ভেলা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন বাক্সের ন্যায় গৃহ অর্থে নহে। যে গৃহকে নারায়ণদেব লোহার মাঞ্জস বলিয়াছেন, তাহাকে বিপ্রদাস বলিয়াছেন 'লহু মন্দির" (১৯৭ পৃঃ) ও লোহার প্রাসাদ" (২০১ পৃঃ) উড়া দিয়া পৈল গিয়া মাঞ্জস উপরি। নাঃ ৮২ পৃঃ। মাঞ্জস—লোহার বাসর, মেড়ঘর (নাঃ ৮২ পৃঃ)

মায়া—ছল। মায়া করি শুইয়াছে অনন্তের আই। নাঃ ১৫১ পৃঃ মায়া পাতি—ছল করি। মায়া বা ইন্দ্রজালের সাহায্যে। মায়া পাতি ইন্দ্র তাহা লইল পুনর্বার। বিঃ ১৫ পৃঃ।

মার্গ—গুহ্যদ্বার। পোঁদ। ফালাই মার্গের তলে। নাঃ ১৯৭ পৃঃ। cf. মার্গ—পথ।

মাস দাইল—মাষ কড়াইয়ের দাল। পূর্ববঙ্গে ভাজা মাষ কড়াইয়ের দাল রুই বা কাত্‌লা মাছের মাথা দিয়া রন্ধন করা হয়। রুহিতের মুণ্ডা দিয়া মাস দাইল করি। নাঃ ৫৭ পৃঃ।

মুড়া—ডালপালাশূন্য গাছের কাণ্ড। স্থূণা। ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ, যেমন মুড়া ঝাটা, মুড়া লাঙ্গল। বসিবার আসনের জন্য গাছের গুড়ি। গাছের গুড়ির আকারে প্রস্তুত বেতের মুড়া (মোড়া)।

মুড়া লাঙ্গল—ক্ষয় প্রাপ্ত লাঙ্গল। মুড়া—গাছ বা বাঁশ কাটার পর যে অংশ তখনও মাটীতে থাকে।

মুনি অমাবস্যা—মৌনী অমাবস্যা। সোমবারে অমাবস্যা তিথির যোগ ঘটিলে তাহাকে মৌনী অমাবস্যা বলে। অরুণোদয় হইতে স্নান কাল পর্যন্ত মৌনী থাকিয়া এই অমাবস্যায় স্নান করিলে বিশেষ পুণ্য হয়। (স্মৃতিশাস্ত্র[১])। মুনি অমাবস্যা ব্রত হরষিতে করে। বিঃ ৮৭ পৃঃ।

মুর্ক্য সন্ধাকালে—মুখ্য সন্ধ্যাকালে। ঠিক সন্ধ্যার সময়।

মুছিত—মোহিত। বিস্মিত। অবাক। পুত্রবধূ দেখি সোনাই মুচ্ছিত হইলা। নাঃ ৬৮ পৃঃ।

মৃগরাজধ্বজা—সিংহধ্বজা। মৃগরাজধ্বজা তেজা অষ্টাদশভুজা। বিঃ ১ পৃঃ।

মৃণাল—মৃৎ নাল। মাটীর নীচ দিয়া কচুর লতার ন্যায় পদ্ম গাছ হইতে যে লতা বাহির হয় তাহাকে মৃণাল বলে। ইহা দেখিতে রজতের ন্যায় শুভ্র ও জ্যোতির্ময়। ইহা সামান্য চেপ্টা। কচুর লতার ন্যায় এই লতাও নূতন পদ্মগাছ জন্ম দিয়া থাকে। বঙ্কিম চন্দ্রের 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে' ভ্রান্ত ধারণা হইতে সঞ্জাত। এই মৃণাল খাইতে মিষ্টি। রাখাল বালকগণ আনন্দের সহিত ইহা খাইয়া থাকে। কেহ ডুব দিয়া, মৃণাল তুলিয়া ভাজি দেই, স্ববদনে। বিঃ ২১ পৃঃ।

মৃধা, মের্দ্ধা—মাঝি। পাইক মাঝী মৃধাগণ স্তনহ বচন। নাঃ ১৮৪ পৃঃ। তেড়া মির্দ্ধা দুর্জনিঞা আর হীরাধর। নাঃ ২১০ পৃঃ।

মেড়—মাঞ্জস, মাজস। মড়—শ্রীহট্ট। মরাই পশ্চিমবঙ্গ। শ্রীহট্টে মড় বলিতে, চাটাই দ্বারা নিমিত গোলাকার ধান রাখিবার স্থান

১। শান্তিনিকেতনের সংস্কৃতের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বুঝায়। ইহা সাময়িক ভাবে প্রস্তুত হয়। লক্ষ্মীপূর্ণিমাতে কলার খোল দিয়া 'মড়' প্রস্তুত হয়, তাহা ধান ও চাউল দিয়া পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। পশ্চিম বঙ্গে গোলাকার ধান্তের গোলাকে মরাই বলে। নারায়ণদেব মেড় শব্দ দ্বারা ভেলার উপর নির্মিত গোলাকার গৃহকে বুঝাইয়াছেন। তিনি মেড় শব্দ দ্বারা লোহার গোলাকার ঘর বা মাণ্ডপও বুঝাইয়াছেন।

পুসনিঞা চাইর বেজি থ ইলা মেড়ের কোনে। নাঃ পৃঃ ৬৯। হিঙ্গুলানি মেড় ঘর জায়ে ধিরে ধিরে। নাঃ ১১১ পৃঃ।

মেড়া—মেষ। ভেড়া। মেড়া ধরি লখিন্দর মারে এক টান। বিঃ ১৮৮ পৃঃ।

মেলি—মিলিয়া, একত্রে। মেলি, শ্রীহট্ট, together, শ্রীসেন। দেবগণ মেলি তাহা দিল বাসুকিরে। বিঃ ১২২ পৃঃ।

মেলে—মাঝে। মেল—দল, শ্রীহট্ট। নারিগণের মেলে। নাঃ ৯৬ পৃঃ।

মৈলা—মরিলা। মৈলা-শ্রীহট্ট। বিষ খাইয়া মৈলা হয়। বিঃ ৩৭ পৃঃ।

মৈলান—ম্লান। মলিন। ময়লা। লোহার চাউল লইল বান্ধি মৈলান কাপড়। নাঃ ২৮৬ পৃঃ।

মোগদ—মুগ্ধ। জড়। হৃদয়হীন। বাপ মোগদ তোর পাষাণে বান্ধে হিয়া। নাঃ ১১০ পৃঃ।

মোচা—মচা। পুটুলী। মচা-শ্রীহট্ট। ধান বা চাউল বা অন্য কোন শস্যের বীজ বহুদিন অবিকৃত রাখিবার জন্য খড় নির্মিত পেটিকা বা পুটুলী। প্রস্তুত প্রণালী: পেটিকার আয়তন অনুযায়ী লম্বা একগাছি খড় নির্মিত দড়ি। ইহার দুইমাথা এক করিয়া গিট দিয়া গোলাকার করিতে হইবে। ইহাকে মাটিতে বিছাইয়া তাহার উপর খড় সাজাইয়া দিতে হইবে।

এখন ধান বা চাল ঢালিবার পালা। ধান বা চাল ঢালা হইলে আস্তৃত খড়গুলি ধীরে ধীরে চাপে নিম্নগামী হইতে থাকিলে, পূর্বে বিছানো গোলাকার খড়ের রজ্জু উপরের দিকে টানিয়া তুলিতে হইবে। ইহাতে একটী খড় নির্মিত ঝুড়ি প্রস্তুত হইবে। দেখিতে হইবে খড়ের দড়িটী ঠিক মাঝখানে থাকে। পরিমাণ মত ধান বা চাল ঢালা হইলে, উপরের দিকের উর্দ্ধমুখী খড়গুলি ভাঁজ করিয়া সমস্ত জিনিষটীকে একটি পেটিকায় আকার দিতে হইবে। তারপর পূর্ব হইতে বিছানো বাঁশ হইতে প্রস্তুত বেতের উপর পেটিকাটি বসাইয়া সেই সকল বেতের মাথাগুলি ধীরে ধীরে কসিয়া টানিয়া বাঁধিলেই পেটিকা বা মোচা প্রস্তুত হইল। এইভাবে রক্ষিত ধান বা চাল বহুদিন অবিকৃত থাকে।[১]

বরের মাতা এই প্রকারে প্রস্তুত একটী পেটিকা বা মচার উপর বসিয়া বর ও কনেকে কোলে করিতেন। যে স্থানে মাতা বিধবা, সেইস্থানে মাতৃস্থানীয়া কোনও সধবা মহিলা বর বা কণের মা হইবেন। জিরা চাউলে সোনাই মোচা বান্ধিয়া। নাঃ ৬৮ পৃঃ।

মোনকলা—আকাশকুসুম কল্পনা। দিবা স্বপ্ন। মোনকলা খাইয়া মরে বুড়ি। নাঃ ৩৮ পৃঃ।

মোহিত—দুঃখিত। cf. মোহ। ভাবিতে চিন্তিতে হইলা বড়ই মোহিত। বিঃ ৫০ পৃঃ। আশ্চর্য্যান্বিত। জিজ্ঞাসে হইয়া মোহিত বিঃ ৪৪ পৃঃ।

(১) অনুরূপভাবে খড়ের পেটিকা করিয়া ধান চাল রক্ষা করার ব্যবহার স্কটল্যাণ্ডেও ছিল। "When a farmer's crop is got safely into barnyard. it is said to be made fast with thack and rape Anglice. Straw and rape." Scott. : Guy Mannering. Chapter L. এই প্রবাদ বাক্য প্রাচীনকালের প্রথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, অর্থাৎ দড়ি ও খড়ের দ্বারা প্রস্তুত পেটিকার কথাই এইস্থানে বলা হইয়াছে।

যজ্ঞরহে--যজ্ঞ বন্ধ হয়। নেতা কহে যজ্ঞরহে। বিঃ ৫৫ পৃঃ

যুক্ত—যুক্তি। দ্বিজ লইয়া যুক্তকরে।

যোগপাটা—যোগপট্ট। নাম, (সন্ন্যাসীদের)।

রঞ্জাইব—ভিজাইব। মন ভিজাইব। নিরামিষ তরকারী ঢাকা দিয়া জল দিবার পূর্বে যে অর্দ্ধসিদ্ধ করা হয় তাহাকে রঞ্জান বলে। রঞ্জাইব বিসহরি। নাঃ ৯৫ পৃঃ।

রড়ারড়ি—তাড়াতাড়ি করিয়া। দৌড়িয়া আসিয়া। রড়ারড়ি আসি দৈত্য। বিঃ ৩৩ পৃঃ।

রতির হাব্যাসে—পুরুষে সংসর্গের তীব্র আকাঙ্খায়। দধি-ছলে ভ্রম কিবা রতির হাব্যাসে। বিঃ ১০৪ পৃঃ।

রসকূপে—আনন্দ সাগরে। হেনরূপে রসকূপে রহে নিজপুরী। বিঃ ৫৬ পৃঃ।

রসিয়া—রসিক। রসিয়া, শ্রীহট্ট। একেত নারদ রসিয়া আরো রস পায়। নাঃ ৩ পৃঃ।

রহায়—থামায়। দাড় করায়। অহংকার করি মস্থ বাঘেরে রহায়। বিঃ ২৩ পৃঃ।

রাঙ্গট—খালি। লেংটা-শ্রীহট্ট। রাঙ্গট হাত শ্রবণ বিধুবার লক্ষ্মণ। নাঃ ১৩৯ পৃঃ।

রাউল, রাউলাইন—কর্তা, কর্ত্রী। প্রধান, chief, শ্রীসেন। নেতা বলে শুন গোসাঞী রাউল মহেশ্বর। নাঃ ১৪১ পৃঃ। শুন রাউলাইন আমার বচন। নাঃ ১৮২ পৃঃ।

রুয়া—বাঁশের চাল বাঁধিবার সময় চালের শীর্ষ হইতে নীচ পর্যন্ত অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর যে সরু বাঁশশ্রেণী সাজাইয়া দেওয়া হয় তাহার নাম রুয়া। এই সাজানো রুয়া নীচে উপরে বাঁখারি দিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তর

অন্তর করিয়া বাঁধিলে খড়ের ঘরের চাল হইল।—শ্রীহট্ট। বাখারি —শ্রীদাশগুপ্ত। ঘরের রুয়া খসাইয়া দোকাটিয়া বাজায়। নাঃ ১৪৮ পৃঃ।

লক্ষে—আশ্রয়ে। লখে—শ্রীহট্ট। cf. লখ নাই—আশ্রয় নাই। নির্লখিয়ার চর। বঞ্চিহ আমার লক্ষে আমি দিব ঠাঁই। বিঃ ২৮ পৃঃ। বঞ্চিব তোমার লক্ষে স্থান দেহ তুমি। বিঃ ২৮ পৃঃ।

লগে—সঙ্গে। লগে—শ্রীহট্ট। cf. লগ—সঙ্গ। লোহার তণ্ডুল গুটী আছে মোর লগে। নাঃ ২৯০ পৃঃ।

লঘ্যি—লঘ্বী। প্রস্রাব। লঘ্যি—শ্রীহট্ট। লঘু বা পাতলা হওয়া। শব্দটী লঘু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ এবং শ্রীহট্টে এই শব্দটী শুধু নারীর বেলায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভেড়া লঘ্যি করি দিল তার মুখে। নাঃ ২০৫ পৃঃ।

লড় পাড়িয়া—দৌড়িয়া। লড়—রড়। লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর। নাঃ ১০০ পৃঃ।

লড়িব—নড়িবে। লড়া—শ্রীহট্ট। ছয় মাস এথা হনে না লড়িব নাও। নাঃ ১২৭। কানের লড়ে সোনা। নাঃ ৫৭ পৃঃ।

লড়িয়ে—লড়িতে। লাঠিতে। পাজনীতে। লড়ি—নড়ি। cf. অন্ধের নড়ি। রাখালের লড়িয়ে যেন ভাঙ্গে ঘাড় মোড়া। নাঃ ৭৩ পৃঃ।

লড়িল—গমন করিল। লড়—রড়—দৌড়ান। cf. উঠি দিল লড়। মেঘ বায়ু নিজ স্থানে লড়িল সত্বর। বিঃ ১৫৭ পৃঃ।

লতাসিদ্ধি—বংশলতা। বংশ। cf. লতাশক্র—শ্রীহট্ট। নাঃ ১৮২ পৃঃ।

ললাটে সিন্দুর বিন্দু—কুমারীর কপালে সিন্দুর। আসাম এবং শ্রীহট্টাদি অঞ্চলে কুমারীগণও সিন্দুরের টিপ দেয়।[১] ললাটে সিন্দুর-বিন্দু জিনিয়া অরুণ। বিঃ ১৬৯ পৃঃ।

(১) অধ্যাপক শ্রীসুখময় সপ্ততীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

লহু মন্দির—লৌহগৃহ। লৌহনির্মিত ঘর। লোহার মাঞ্জস। শয়নে চলিল লহু-মন্দির ভিতরে। বিঃ ১৯৭ পৃঃ।

লাইগ—লাগ। নাগাল। লাগ—শ্রীহট্ট। লাইগ পাইলে নিব চণ্ডি খেন্তা কাড়িয়া। নাঃ পৃঃ ৭।

লাইগে—লাগিয়া। জন্মে। ভাঙ্গের লাইগে সিব। নাঃ ২৯ পৃঃ।

লাউয়া লাটি—যথাসর্ব্বস্ব (শ্রীহট্ট)। ভিক্ষার জন্য লাউয়ের কমণ্ডলু ও লাঠি। gourd shell bowel—শ্রীসেন। লাউয়া লাটি ঝুলি থাল বশ। বিঃ ৩৫ পৃঃ।

লাকুড়ি—জ্বালানীকাঠ। লাকৃড়ি—শ্রীহট্ট।

লাগ—সঙ্গ। সঙ্গধরা। নাগাল। কেমতে তাহার লাগ পাবে অধিকারী। বিঃ ১০২ পৃঃ।

লাগে—উপস্থিত হয়। লাগা—স্পর্শকরা। নৌকা ঘাটে লাগা। ঘাটে গিয়া স্থির হওয়া। নিশ্চল হইয়া থাকা। কেহ গিয়া স্বর্গে লাগে। বিঃ ৫৪ পৃঃ।

লাঙ্গুড়, লেঞ্জ—লাঙ্গুল। লেঙ্গুড়—শ্রীহট্ট, cf. লেঞ্জ—শ্রীহট্ট। হাতের কাটারি লাগী লাঙ্গুড় কাটা গেল। নাঃ ৮৯ পৃঃ।

লাটিয়া—চরিত্র হীন। লম্পট। লাটিয়া—শ্রীহট্ট, এক গোধা লাটিয়া। নাঃ ১১৯ পৃঃ।

লাড়ি—নাড়িয়া। লাড়িয়া, লাড়ি—শ্রীহট্ট। সুখান হড়িরা ঝুলি লাড়ি ত্রিপুরারি। নাঃ ৮ পৃঃ।

লামাইল—নামাইল। মাথা লামাইল। নাঃ ৭৩ পৃঃ।

লামে—নামে। অবতরণ করে। লামা—শ্রীহট্ট। স্নান করিবার লামে কালিদহের জলে। নাঃ ১৫ পৃঃ।

লাম্বে—লম্বিত। চারিভিতে লাম্বে গজ মুকুতার ঝারা। বিঃ ৪১ পৃঃ।

লিখিল—অঙ্কিত করিল। লেখন। মাহিষ কুঞ্জর আর লিখিল ভল্লুক। বিঃ ১৮৮ পৃঃ।

লুড়িবারে—লুটিবারে। কে মোর পসার এথা লুড়িবারে পারে। বিঃ ১০৪ পৃঃ।

লেঙ্গুড়—লাঙ্গুল। লেঙ্গুড়ে ধরিয়া হাঁকে শিশু বহুতর। বিঃ ৫৮ পৃঃ লেঙ্গুড়ে ধরিল গিয়া বীর হনুমানে। বিঃ ৬৩ পৃঃ।

লোড়—দৌড়। রড়। লোড় দিয়া সামায় চণ্ডি ডোমের বাসরে। নাঃ ১৩ পৃঃ।

লোহার কলাই, লোহার তণ্ডুল—লৌহ নির্মিত কলাই। লোহার তণ্ডুলেনি রান্ধিতে পার ভাত। নাঃ ২৯১ পৃঃ। ফুটিল লোহার চাউল। নাঃ ২৯৩ পৃঃ। নিত্য সিজাইয়া খাই লোহার কলাই। বিঃ ১৭৪ পৃঃ। ফেণা বান্দী বান্দী শীঘ্র ধরিল উথাল। বিঃ ১৭৫ পৃঃ। হয়ত প্রাচীন কোনও বিস্মৃতপ্রায় লৌহ গালাইবার পদ্ধতির স্মৃতিরূপে এই কাহিনী লেখার কাল পর্য্যন্ত এই প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল।

শুঙ্গিলে—শুঁকিলে। শুঙ্গা—ঘ্রাণ লওয়া। শুঙ্গু দেওয়া—আঘ্রাণ লওয়া, চুমু খাওয়া।

শৃঙ্গ সারিয়া—আক্রমণ করিবার জন্য শৃঙ্গ বাগাইয়া। শৃঙ্গ সারিয়া জায় বধিবার তরে। বিঃ ২৪ পৃঃ।

শ্রীকাল—শৃগাল। বামে কালসর্প দেখে দক্ষিণে শ্রীকাল। নাঃ ১৮৫ পৃঃ।

ষষ্ঠীপূজা—ষষ্ঠী দেবীর পূজা। ষষ্ঠীপূজা কৈল একমাসে। বিঃ ১৫২ পৃঃ। একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন। বিঃ পৃঃ ১৫১।

শ্রীহট্ট অঞ্চলে জন্মের পাঁচদিনের পর ছয় দিনের দিন ষষ্ঠী পূজা হইয়া থাকে।

সংসার—জগৎ। জগতের লোক। অনেক। সকল। সকল—শ্রীহট্ট। সংসার এড়িয়া বধে ধন্বন্তরিগণ। বিঃ ৯৮ পৃঃ।

সওয়াদ—স্বাদ। সওয়াদ—শ্রীহট্ট। খাইয়া বুঝহ আগে, কিরূপ সওয়াদ লাগে। নাঃ ২১৩ পৃঃ।

সঙো—সহ্য করি। দ্বিজের তনয় হও তেঞি আজি সঙো। বিঃ ৪৮ পৃঃ।

সম্বল—সম্‌+কল, ভাষণে। বল। কহ। বড় তপ-বেশ দেখি সম্বল আমায়। বিঃ ১০ পৃঃ। শম্‌+খল গতৌ। গতি সম্বরণ করা। সম্বরণ করা। মহেশ বলেন চণ্ডী ক্রন্দন (কোন্দল) সম্বল। বি ১৭ পৃঃ। সম্বলি—সম্বরণ করি। সম্বলি ক্রন্দন। বিঃ ৪৯ পৃঃ।

সজ্জ—সজ্জা। ব্যবস্থা। সাজ। সজ্জা—সজ—হজ-শ্রীহট্ট। cf. হবিষ্যের সজ বা হজ। হবিষ্যের উপযোগী দ্রব্য, নূতন হাড়ী, আতপ চাল, দুগ্ধ, সপরি কলা ইত্যাদি। সহির রন্ধন সজ্জ। বিঃ ১২০ পৃঃ।

সতাইর—সৎমায়ের। হাতাই, হাতন মা, শ্রীহট্ট, step mother—শ্রীসেন। পদ্মা বলে না মারিহ চণ্ডী গো সতাই। বিঃ ১৫ পৃঃ। সতাইর গুণ কহিবারে নাহি ঠাঞি। বিঃ ৩৮ পৃঃ।

সত্ত্ব মা—সৎমা। জতনে করিব সত্ত্ব-মায়ের সেবন। বিঃ ১৫ পৃঃ।

সন্তরে—সতর্কে। হুসিয়ারে। সাবধানে। সন্তরে থাকিব কি করিব বিষহরি। বিঃ ১১৮ পৃঃ।

সন্ন—সুবর্ণ। স্বর্ণ। সন্ন পাটের থোপ দিল সিংহমূলে। নাঃ ১ পৃঃ।

সবদ—শপথ। কিরা-শ্রীহট্ট। আমার সবদ যদি করয়ে ক্রন্দন। নাঃ ১০৭ পৃঃ। আমার সবদ জদি সঙ্গে আইস গৌরি। নাঃ পৃঃ ১৪।

সবদি—শপথ দি। শপথ দেই। শপথ করি। আপন সবদি যদি তোমারে ভাঁড়াই। বিঃ ১০৭ পৃঃ।

সমরণ—সম রণ। যুদ্ধে সমান সমরণ দুই জন সভায় বিদিত। বিঃ ৪৮ পৃঃ।

সম রস—অন্যুন এবং অনতিরিক্ত ভাবে মিলন।[১] চন্দ্রসূর্য্য সম রস হউক এখনে। বিঃ ১১০ পৃঃ।

বিঃ দ্রঃ অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য বা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি দিয়া বায়ুর যে গতাগতি তাহা নিরুদ্ধ ও এক হইয়া সুষুম্নামার্গে চালিত হইয়া সমরস হউক।

সমসর—সমান। বিসে হইল বজ্রের সমসর (সমান)। নাঃ ৯৫ পৃঃ

সমাদি—সমাধি। সমাধান করিয়া। সমাপন করিয়া, শেষ করিয়া, having completed—শ্রীসেন। সমাদি জলকেলি। বিঃ ২১ পৃঃ

সম্বরিয়া—সম্বরণ করিয়া। গুছাইয়া রাখিয়া। কোনও জিনিষ যথাস্থানে গুদামজাত করা। cf. বস্ত্র সম্বরি। যত্নে সম্বরিয়া থুইলা চাঁদোর কুমার। বিঃ ১৩২ পৃঃ। সম্বরিতে—সামলাইতে। লুকাইয়া রাখিতে। সম্বুরিতে, সম্বুরতে শ্রীহট্ট। কি শক্তি আমার তোমা সম্বরিতে পারি। বিঃ ২৮ পৃঃ।—রিল—সম্বরণ করিল। বন্ধ করিল, ceased শ্রীসেন।

সম্বিধান—আদেশ। সম—বিধান। তবে শিব গরুড়েরে কৈল সম্বিধান। বিঃ ১৫ পৃঃ।

সম্ভ্রম—সম্মান। ভয়। ভ্রম, ভরম—সম্মান। সম্মানের ভয়। এই স্থানে ভুল ব্যবহার। হওয়া উচিত ছিল, সভয়ে। হাথে ঝারি সম্ভ্রমে পলাইয়া যায় ডরে। বিঃ ৪৩ পৃঃ।—চীত—চিত্ত। সভয় চিত্ত। শুনিয়া সম্ভ্রম নাগ করএ ক্রন্দন। বিঃ ১২৬ পৃঃ। সম্ভ্রমে—মাথা ঘুরিয়া।

---

(১) শ্রীযুক্ত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ।

ভিরমি। ভ্রমি। মাথা ভ্রমি—শ্রীহট্ট। অচৈতন্য। পুত্র পুত্র বলিয়া সম্ভ্রমে পড়ে ক্ষিতি। বিঃ ২০৫ পৃঃ।

সর্জ্য—সজ্জা। পোষাক। নির্গুণের সর্জ্য সঙ্গে নাহিক আমার না: ১৪৪ পৃঃ।

সর্ণ্যগতি—শরণাগতি। আশ্রয়। অনাথের সর্ণ্যগতি জিয়া দেও স্বামিপতি। নাঃ ১৬০ পৃঃ।

সলিল আসন—পা ধুইবার জল ও আসন। ইহা বঙ্গদেশের অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনার চিরন্তন প্রথা। একখানি জল চৌকী, তাহার পাশে একখানি ধৌত গামছা, এক ঘটী জল ও একজোড়া খড়ম, ইহাই সলিল আসন। প্রচুর দিলেক সাহে সলিল আসন। বিঃ ১৮৮ পৃঃ।

সযুরা—শ্বশুর। cf. হিন্দী প্রয়োগ। Father-in-law, শ্রীসেন।

সস্থল কমল—স্থল পদ্ম। সস্থল কমল, চরণ শীতল। বিঃ ১০২ পৃঃ।

সাক—সাকো। পুল। হাকম—শ্রীহট্ট। কেসের সাক দিয়া নেত্তা হয় আগুসার। নাঃ ১৪০ পৃঃ।

সাঙ্গা—বিধবা বিবাহ। হাঙ্গা—শ্রীহট্ট। প্রাচীন বৈদিক ভারতে বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ দেবরের স্ত্রী হইতেন। উড়িষ্যার কোনও কোনও সম্প্রদায়ে এখনও এই প্রথা প্রচলিত। এই সকল নারীদের শুধু একহাতে শাঁখা থাকে। সাঙ্গা কেমন আমি নাহি জানি। নাঃ ১১৬ পৃঃ।

সাছনি—মন্থন দণ্ড। মথৈন কুরা, শ্রীহট্ট। সাছনি মন্দার গিরি। বিঃ ২৯ পৃঃ।

সাড়ি—সারি গান। হাইড়, শ্রীহট্ট। নৌকা চালাইয়া বৈঠার তালে তালে ভাটিয়ালী গান। নানাবাদ্য বাজনে পাইকে গায় সাড়ি। বিঃ ১৪৬ পৃঃ।

সাত পাচ—নানাপ্রকার। অস্থির। চঞ্চল। শিব সাতপাচ মন। না: ১১ পৃ:।

সাতুরিতে—সাতরাইতে। হাতার—শ্রীহট্ট। সাতুরিতে পারে বিলাই। না: ৬০ পৃ:।

সাপের উপায়—সাপের খোলস। উপায়—উপ+কায়। বি: ৪৬ পৃ:।

সাবুড়া, সাপুড়া—ধান চাল মাপিবার কুন্‌কা বিশেষ। অঞ্চল বিশেষে ইহার ওজন কম বেশী হয়। শ্রীহট্টে ইহাক "পুরা" (পূর্ণ). বলা হয়। কোথাও আট কোথাও দশ সের চাল ইহাতে ধরে। সুবর্ণে সাবুড়া পুরি বি: ১৪১ পৃ:।

সঁান্ধায়—প্রবেশ করে। প্রথমে সঁান্ধায় গিয়া ইজার ভিতর। বি: ৭২ পৃ:।

সামায়, সামাইতে—প্রবেশ করে, প্রবেশ করিতে। হামায়, হামাইতে শ্রীহট্ট। লোড় দিয়া সামায় চণ্ডি ডোমের বাসরে। না: ১৩ পৃ:। মেড়েত সামাইতে নাগ ছিদ্র নাহি পায়। না: ৮৬ পৃ:।

সাম্‌লায়াছে—শেষ করিয়াছে। খাইয়াছে। সকলে সামলায়াছে বসয়া বলদ। না: ১৪৯ পৃ:।

সারি—খাড়া করিয়া। এক মুখী করিয়া। স্থ—বেগে ধাবন। Having raised, শ্রীসেন। সারি দুই বিষান, বধিতে জায় রোষে। বি: ২৩ পৃ:। —নিস্তার পাইয়া, বিপদ এড়াইয়া। হারি, শ্রীহট্ট। cf. তীর মারি হারি গেল হায় রে হায়। আইজ সারি জাইবা কি মতে। না: ২২৮ পৃ:।

সালাগ্য—শ্লাঘ্য। সালাগ্য ইহার মাতা পিতা। বি: ১৮৯ পৃ:।

সিচিয়া—ছড়াইয়া। হিচিয়া, শ্রীহট্ট। চান্দো দান ফেলায় সিচিয়া। না: ৫৫ পৃ:।

সিজাইয়া—সিদ্ধ করিয়া। ধান সিজান। সিদ্ধ করিবার পূর্বদিন ধানকে জল দিয়া ভিজানকে সিজান বলে। আবার জলের নীচে পড়িয়া পাকাধান পচিয়া গেলে তাহাকেও সিজা (হিজা) বলে। সিজা—হিজা —শ্রীহট্ট। cf. ধান গাছ হিজি গেছে। to boil, to soften। শ্রীসেন। চাঁদোরে সিজাইয়া দিবা লোহার কলাই। বিঃ ১৩৬ পৃঃ।

সিদ্ধাযজ্ঞ—সিদ্ধগণের যজ্ঞ। নাথ সম্প্রদায়ের যোগিগণকে সিদ্ধা বলে। তাহাদের যজ্ঞ। যজ্ঞে গোরক্ষনাথের উপস্থিতি হইতে এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা হয়ত নাথ সম্প্রদায়ের কোনও উৎসব বা পর্ব ছিল। তবে ইহা যে কি ভাবে উদ্‌যাপিত হইত, তাহা জানা যায় না।

সিদ্ধিঝুলি—সিদ্ধিঝুলিধারী (শিব)। কুতুহলী সিদ্ধিঝুলি দেহ মহাজ্ঞান। বিঃ ৫৭। ঝুলি বিশেষ। a pouch carried by a siddha —শ্রীসেন। সিদ্ধি ঝুলি দিল জয়নেতা। বিঃ ৩১ পৃঃ।

সিবাল—অকর্ষিত ভূমী। লাঙ্গল সিবাল যেন নখেতে বিদরে। বিঃ ২৪ পৃঃ।

সিরজিয়া—সৃজিয়া। সৃজন করিয়া। এক টিয়া সিরজিয়া। বিঃ ২৬ পৃঃ।

সির্দ্ধসুকুটী—সিজান সুটকী মাছ। হিদল—শ্রীহট্ট। সুকুটী দ্রষ্টব্য।

সিসের সিন্দুর—সীথির সিন্দুর। শীর্ষের সিন্দুর। মুছিয়া ফেলায় আজি সিসের সিন্দুর। নাঃ ৯৩ পৃঃ।

সুকুটী—সুকনা মাছ। হুকটী, হুকইন—শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট অঞ্চলের বিলে শীতকালে এত মাছ ধরা পড়ে যে তাহার সমস্ত বিক্রয় হয় না। তাই জেলে বা কৈবর্তরা বাড়তি মাছ শুকাইয়া রাখে। রুই-কাতলা মাছের মাথা সুকটী হয় না। তাই এই সময়ে এই সকল মাছের মাথা খুব সস্তায় বিক্রী হয়।

সিদ্ধ স্থকুটী—ইহা বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়। সিদল, হিদল—শ্রীহট্ট। পুঁটী, পাবদা, প্রভৃতি তৈলাক্ত মাছ রৌদ্রে আন্দাজ মত শুখাইয়া হাঁড়ীতে পুরা হয়। সেই হাড়ীর মুখে সরা বসাইয়া মাটী লেপিয়া বাতাস চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে একটী নালার মত করিয়া হাড়িগুলি সারি সারি করিয়া সেই নালাতে সাজাইয়া রাখা হয়। এই ব্যবস্থার পর সমস্ত নালাটী মাটী দিয়া ভরাট করা হয় এবং সমস্ত স্থানটী উচ্চ মাটীর স্তূপ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বৃষ্টি-রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ স্থানটির উপর চালা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে এই স্থকটি তুলিলে তাহা সিদ্ধ বা সিদল স্থকটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা খুব দুর্গন্ধযুক্ত আর এই কারণেই ইহা অতি উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

স্থধিব—শোধিব। হুজিব, ফুজিব-শ্রীহট্ট। অবশ্য স্থধিব আমী কানি মাগীর ধার। নাঃ ২৪৩ পৃঃ।

স্থতি—সতী। নির্দোষ। সতেক দোস থাকিতে তুমরা বড় স্থতি। নাঃ ১৫৫ পৃঃ।

স্থধু—শুধু। খালি। শূন্য। হুদা-শ্রীহট্ট। চান্দো স্থধা হাতে রইল।

সেত কাগ—শ্বেত কাক। সেতকাগ রূপ ধরি ডাকিতে লাগিল। নাঃ ৮৬ পৃঃ।

সেলগাছ—শেলখানি। শেলগাছি—শ্রীহট্ট। গাছ-গাছা-গাছি=খানি, শ্রীহট্ট। হা করিয়া সেল গাছ ধরীল অনন্ত নাগে। নাঃ ১৭১ পৃঃ।

সোবস্তের—স্থবর্ণের। স্বর্ণের। সোণার। পরিতে আনিয়া দিলা সোবস্তের চাইর তাড়। নাঃ ৪৯ পৃঃ।

সোবন্তের পাতিলে—সোণার হাড়ীতে।

স্তুভ—স্তুপ। জড় করিয়া স্তুপাকার করা। তুপ—মুর্শিদাবাদ। স্তুভ কৈল কুলে। বিঃ ১৬১ পৃঃ।

স্বর্গেরে—স্বর্গেতে। স্বর্গে। স্বর্গেরে তোমার পিতা করিলা গমন।

স্বর্ণবারি—সোনার কলসী। আনি স্বর্ণবারি। বিঃ ৬৪পৃঃ।

হঙ্গষ—হংস। হঙ্গষ বাহনে পদ্মা চলে। নাঃ ৪২ পৃঃ।

হট্ করি—বিরোধ করিয়া। হট্—বলপূর্ব্বক গ্রহণ। rivalry, daring, শ্রীসেন। মনসা সহিত হট রক্ষা নাহি আর। বিঃ ১২১ পৃঃ।

হড়পি—সাপুড়িয়াদের বেতের বাক্স। of wiker box for keeping snakes—শ্রীসেন। স্বর্ণযন্ত্র লইলেক হড়পি সাঁড়াশী। বিঃ ১৯৬।

হরিব—হরণ করিবে। লুকাইবে। কাপিলা হরিব ক্ষীর। বিঃ ২৭ পৃঃ।

হাকর—হাঙ্গর। হাকর কুম্ভীর। বিঃ ২২৭।

হাটী—হাটিয়া। পদব্রজে চলিয়া। কতদূর হাটী পাইল উজানি নগর নাঃ ২৮৬ পৃঃ।

হাড়িয়া—মেঘ বিশেষ। হাড়িয়া যে প্রবল গর্জন। বিঃ ১৫৬ পৃঃ।

হাতে কাখে—একটী হাতে ও একটী কাখে করিয়া। হাতে কাখে মনসার বারি লইল ঘরে। বিঃ ৮৮ পৃঃ।

হাব্যাসে—উপবাসে, আহারের জন্য অস্থির হইয়া। keen desire শ্রীসেন। হাব্যাসে মরিব পুত্র দুগ্ধ না খাইয়া। বিঃ ২২ পৃঃ। সহেয়ার হাব্যাস যদি বাড়ে তব মনে। রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে। —শ্রীসেন। বিঃ ১০৬ পৃঃ।

হিদের—হৃদয়ের। হিদের মর্দ্ধে থাকি বিষ প্রাণ লইয়া খেলা।

হিন্দল—হিন্দোল। দোলা। ঢেউ। গুজুড়িতে উঠিল হিন্দল। নাঃ ১৮৮ পৃঃ।

হেড়া—ভেড়ার মাংস। কিন্তু বর্ণনা হইতে মনে হয় হিন্দুর জাতি ভ্রংশকর কোনও প্রকার মাংস। (গোমাংস?) এড়কা, meat—literaly mutton, শ্রীসেন। হেড়া খাওয়াইয়া দিব। বিঃ ৭১ পৃঃ।

হেন্দু—হিন্দু। হেন্দু নহে সাধুবেটা কেবল তুড়ুক।

হেরো—দেখ। শুন হেরো বলি নেতা প্রাণের ভগিনী। বিঃ ১২৫ পৃঃ।

হেলের্চ্চার—হিলিঞ্চা (সং)। হেলেঞ্চা—শ্রীহট্ট। হিঞ্চে।

ঘৃতে ভাজিয়া কত হেলের্চ্চার সাথ। নাঃ ৫৬ পৃঃ।